বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৬-২০১৭

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল ঃ
অক্টোবর-২০১৭

প্রকাশনা ও স্বত্ব ঃ
সুরক্ষা সেবা বিভাগ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

উপদেষ্টা ঃ
আসাদুজ্জামান খাঁন এম.পি
মাননীয় মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নির্দেশনা ঃ
ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী
সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সম্পাদনা পরিষদ ঃ
মোঃ আতিকুল হক, অতিরিক্ত সচিব (মাদক অনুবিভাগ)
প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী, অতিরিক্ত সচিব (অগ্নি অনুবিভাগ)
শিরীন রুবী, উপসচিব (কারা অধিশাখা)

সহযোগিতায় ঃ
সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও এর আওতাধীন
সকল অধিদপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনারবাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র নির্দেশনায় জনগণকে সঠিক সময়ে যথাযথ সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জননিরাপত্তা বিভাগ ও সুরক্ষা সেবা বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন নবসৃষ্ট সুরক্ষা সেবা বিভাগ এর উদ্যোগে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের কার্যক্রম সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

সরকার রূপকল্প ২০২১ এবং রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং সুশাসন সংহতকরণে সচেষ্ট। এ জন্য একটি কার্যকর এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য। সুরক্ষা সেবা বিভাগ টেকসই উন্নয়ন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে। বার্ষিক প্রতিবেদনে এ সব কর্মকান্ডকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি সুরক্ষা সেবা বিভাগের প্রথম বার্ষিক সংকলন। ফলে এ সংকলনটি অনেক বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন, ৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যপূরণ, উদ্ভাবনী চর্চা, সিটিজেন চার্টার, সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ, সেবা কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন ইত্যাদি বিষয় সংকলনটিতে তুলে ধরা হয়েছে। সেবাপ্রার্থী জনসাধারণ এ সংকলন থেকে সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং এর আওতাধীন বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কারা অধিদপ্তর এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর সেবা কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে সক্ষম হবেন। আমি মনে করি এ সংকলন থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ আগামী দিনগুলোতে আরো উৎসাহ নিয়ে কাজ করবেন এবং বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিজেদের আরো দক্ষ ও উপযোগী করে গড়ে তুলবেন। আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত হবে ২০২১ সালে। এ সময়ের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে এ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সর্বোচ্চ মেধা, শ্রম ও উদ্যোগের স্বাক্ষর রাখবেন বলে আমি আশা করি।

আমি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি)

সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সেবা প্রদান কার্যক্রম সহজীকরণের লক্ষ্যে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে দুই ভাগে ভাগ করে সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং জননিরাপত্তা বিভাগ নামে ০২টি স্বতন্ত্র বিভাগ গঠন করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কারা অধিদপ্তর এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর কার্যক্রম মূলত জনসেবা কেন্দ্রিক। পাসপোর্ট সেবা আরো সহজ করার লক্ষ্যে অনলাইন সুবিধা অন্তর্ভুক্তকরণসহ দেশে এবং বিদেশের মিশনগুলোতে এমআরপি/এমআরভি কার্যক্রম অব্যাহত আছে। পাসপোর্ট অফিসগুলোকে দালালমুক্ত করার পদক্ষেপ যথারীতি চলছে। মাদকের ভয়াবহতা রোধকল্পে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নিয়মিত অপারেশনাল কার্যক্রমের পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করছে। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটির জনবল বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের কারাগারগুলো বন্দি সংশোধন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে "রাখিব নিরাপদ, দেখাব আলোর পথ" এ ভিশন নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স দেশের যে কোন দুর্যোগে প্রথম সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি উপজেলায় অন্তত ০১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে উক্ত জনসেবামূলক কার্যক্রমকে সেবা প্রার্থীদের সদয় জ্ঞাতার্থে তুলে ধরা হয়েছে। সেবা প্রার্থীসহ সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এ সংকলন থেকে উপকৃত হবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। মাঠ পর্যায়ে অনেকের অলক্ষ্যে ছড়িয়ে থাকা সৃজনশীল উদ্যোগসমূহকে এ সংকলনে তুলে ধরা হয়েছে। আগামী দিনগুলোতেও অনুরূপ উদ্যোগ অব্যাহত রাখার জন্য আমি সংশ্লিষ্টদেরকে অনুরোধ জানাই। একইসাথে আমি বিশ্বাস করি সরকারের ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবেদনটি মূল্যবান দলিল ও তথ্যসূত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রতিবেদনটি সংকলন ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

(ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী)

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	পটভূমি	১
২	সুরক্ষা সেবা বিভাগের ভিশন ও মিশন	১
৩	সুরক্ষা সেবা বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্য	২
৪	সুরক্ষা সেবা বিভাগের কার্যাবলী	২
৫	Allocation of Business অনুযায়ী সুরক্ষা সেবা বিভাগের দায়িত্ব	২
৬	জনবলের বিবরণ	৩
৭	২০১৬-১৭ অর্থবছরের অর্জন	৪
৮	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি	৭
৯	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	৯
১০	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন অগ্রগতি	৯
১১	তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন কার্যক্রম	১২
১২	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন	১২
১৩	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন	১২
১৪	উদ্ভাবনী কার্যক্রম	১৩
১৫	মানব সম্পদ উন্নয়ন বাস্তবায়ন অগ্রগতি	১৩
১৬	২০১৬-১৭ অর্থবছরের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রতিবেদন	১৪
১৭	আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তরের কার্যক্রম	১৪
১৮	বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কার্যক্রম	১৯
১৯	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম	৪৫
২০	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কার্যক্রম	৬৯
২১	কারা অধিদপ্তরের কার্যক্রম	১০৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন ঃ ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর

পটভূমি:

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯.০১.২০১৭ তারিখে এ মন্ত্রণালয়কে সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও জননিরাপত্তা বিভাগ নামে দু'টি বিভাগে ভাগ করা হয়। জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন এমপি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী। জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী গত ১৪.০২.২০১৭ তারিখ হতে নবগঠিত সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিবের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ এর আওতাধীন দপ্তরসমূহ হলো: বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং কারা অধিদপ্তর। এ সকল দপ্তরের মাধ্যমে জনগণের কাঙ্খিত সেবা নিশ্চিত করা ও বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এ সকল সেবার মান উন্নয়ন করা এ বিভাগের অন্যতম লক্ষ্য।

সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইতোমধ্যে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং গত ৩০.০৬.২০১৭ পর্যন্ত ১৭৬১০৫৮৩টি এমআরপি ও ৪৯৮৪৫৫টি এমআরভি ইস্যু করা হয়েছে। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশী মিশনসমূহে পাসপোর্ট ও ভিসা উইং স্থাপনের মাধ্যমে এ সকল দেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের পাসপোর্ট সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে মালয়েশিয়া, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট প্রদান কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে।

প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধন ও তৈরি পোশাক শিল্পের রপ্তানি বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশে দুর্ঘটনার প্রকৃতি পরিবর্তন হয়েছে। ফলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও অন্যান্য দুর্ঘটনা পরবর্তী উদ্ধার কাজ পরিচালনায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে। এ অধিদপ্তরের কর্মচারীগণ গত ০৩(তিন) বছরে ৪৮,৮০০টি অগ্নি দুর্ঘটনা এবং ভবন ধসসহ অন্যান্য ১০,৫৮৬টি দুর্ঘটনায় উদ্ধার কাজে অংশগ্রহণ করেছে। উদ্ধার কাজ পরিচালনার লক্ষ্যে ৮৫টি হাইওয়ে পয়েন্টে ভ্রাম্যমাণ টিম চালু করা হয়েছে। পিনাক-৬ লঞ্চ দুর্ঘটনায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরিগণ নিহতদের লাশ উদ্ধার করেছেন। উদ্ধার কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে ৬২,০০০ স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করে ৩৪,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ফায়ার সার্ভিসকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও মাদকাসক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। মাদকদ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও মাদক পাচার রোধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এ কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে এ অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং প্রশাসন ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

সাম্প্রতিক সময়ে অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও জঙ্গিবাদসহ অন্যান্য অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ধরনের অপরাদীদের বিভিন্ন মামলায় সাজা প্রদান করে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। পূর্বে এ কারাগারে প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল শাস্তি প্রদান করা। বর্তমানে কারাগার কেবল বন্দিশালা হিসেবে নয় সংশোধনাগার হিসেবে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন কারাগারে বন্দিদের মাঝে বিভিন্ন হস্তশিল্প ও কুটির শিল্প বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-০২ কে মডেল কারাগার ঘোষণাপূর্বক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। অন্যান্য কেন্দ্রীয় কারাগারেও প্রশিক্ষণ অব্যাহত আছে। অনেক সময় কারাগারে আটক নারীদের সাথে ছোট ছোট শিশুরাও অবস্থান করে। বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় দেশের ১০টি কারাগারে এ শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করা হয়েছে।

২. সুরক্ষা সেবা বিভাগের ভিশন ও মিশন ঃ

ক. রূপকল্প (Vision) ঃ নাগরিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

খ.অভিলক্ষ্য (Mission) ঃ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলা, মাদক নিয়ন্ত্রণ, সুষ্ঠু কারা ব্যবস্থাপনা এবং বিদেশ গমনাগমন টেকসই ও সময় উপযোগী করার মাধ্যমে নাগরিক সুরক্ষা, নাগরিক সেবা ও নাগরিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা।

৩. সুরক্ষা সেবা বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমুহ ঃ

- অগ্নি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্যের অপব্যবহার রোধকরণ;
- কারাবন্দিদের নিরাপদ হেফাজত নিশ্চিতকরণ;
- জনসাধারণের বিদেশ গমনাগমন সহজীকরণ করা;
- নবসৃষ্ট বিভাগ হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

৪. সুরক্ষা সেবা বিভাগের কার্যাবলী ঃ

- সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন চারটি অধিদপ্তরের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
- বন্দিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- কারাগারের কঠোর নিরাপত্তা ও বন্দিদের মাঝে শৃঙ্খলা বজায় রাখা;
- বন্দিদের সাথে মানবিক আচরণ করা;
- যথাযথভাবে তাদের বাসস্থান, খাদ্য, চিকিৎসা এবং আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও আইনজীবীদের সাথে সাক্ষাৎ নিশ্চিত করা এবং একজন সুনাগরিক হিসেবে সমাজে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অনুপ্রেরণা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- "রাখিব নিরাপদ দেখাব আলোর পথ" এই মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে দেশের কারাগারসমূহে আগত বিপথগামী লোকদের সঠিক প্রেরণা প্রদানের মাধ্যমে তাদের কৃত ভুল বুঝতে সহায়তা করা ও সংশোধন করা;
- যুগের সাথে তাল মিলিয়ে কারাবন্দিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে সমাজে ফিরিয়ে দেয়া;
- বাংলাদেশের নাগরিকদের বিদেশে যাতায়াতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অথরিটি (আইসিএও) এর গাইড লাইন এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) প্রদান;
- দেশের প্রতিটি জেলায় পাসপোর্ট অফিস স্থাপন করা;
- এছাড়া বিশ্বের ৬৫টি বাংলাদেশী মিশনে এমআরপি ও এমআরভি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;
- প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অফিস স্থাপন করা;
- দেশে মাদকবিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টি;
- অবৈধ মাদক বিক্রয় বন্ধে অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় সমন্বিত অভিযান পরিচালনা করা;
- মাদকাসক্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মাদকের ব্যবহার ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসা;
- মাদকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা ।

৫. Allocation of Business অনুযায়ী সুরক্ষা সেবা বিভাগের দায়িত্ব ঃ

1. Domicile, citizenship and naturalisation of foreigners and aliens.
2. Admission of persons to and departure of persons from Bangladesh including policies regarding (a) Immigration, (b) Passports, visa, permits etc.
3. Fire Service and Civil Defence.
4. Externment, extradition and repatriation.
5. Prisons and reformatories.
6. Pardons and reprieves excluding personnel belonging to Armed Forces.
7. Offences against laws with respect to any of the matters dealt with in this Division.
8. The Foreigners Act.
9. Bangladesh (Control of Entry) Act.
10. Administration and control of subordinate offices and organization under this Division.
11. Field Firing and Artillary Practices Act.

12. Prevention of enrty and transit of Narcotics and drugs.

13. Department of Narcotics Control.

14. Liaison with International Organizations and matters relaties to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Division.

15. All laws on subjects allotted to this Division.

16. Inquires and statistics on any of the subjects allotted to this Division.

17. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Division except fees taken in Courts.

৬. জনবলের বিবরণ ঃ

সুরক্ষা সেবা বিভাগ এর অনুমোদিত ও কর্মরত জনবলের বিবরণ ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মরত	শূন্য	মন্তব্য
১	সচিব	০১	০১	--	
২	অতিরিক্ত সচিব	০১	০৫	--	
৩	যুগ্মসচিব	০৬	০৪	০২	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পূরণযোগ্য
৪	উপসচিব	১০	১০	--	
৫	উপপ্রধান	০১	০১	--	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পূরণযোগ্য
৬	সচিবের একান্ত সচিব	০১	০১	--	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পূরণযোগ্য
৭	সিনিয়র সহকারী সচিব/ সহকারী সচিব	২৯	০৭	২২	
৮	সহকারী প্রধান	০২	০১	০১	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পূরণযোগ্য
৯	১ম সচিব (মিশন)	১৫	১৪	০১	সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক পূরণযোগ্য
১০	২য় সচিব (মিশন)	০২	০১	০১	
১১	সিস্টেম এনালিস্ট	০১	--	০১	পিএসসি'র মাধ্যমে পূরণযোগ্য
১২	প্রোগ্রামার	০১	--	০১	
১৩	সহকারী প্রোগ্রামার	০২	--	০২	
১৪	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	০১	--	০১	(পিএসসি'র মাধ্যমে নিয়োগের কার্যক্রম চলমানআছে)
১৫	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১	--	০১	পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য
	১ম শ্রেণি	৭৪	৪৫	৩৩	
১৬	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১		০১	পদোন্নতির মাধ্যমে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক পূরণযোগ্য
১৭	প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং বৈদেশিক মিশন)	মোট ৩৯ টি (২৯+১০)	২০	১৯	(পিএসসি'র মাধ্যমে ৪জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে)
১৮	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৯	১০	০৯	সরাসরি পিএসসির মাধ্যমে/ পদোন্নতির মাধ্যমে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক পূরণযোগ্য
১৯	সহকারী গ্রন্থাগারিক	০১		০১	
	২য় শ্রেণি	৬০	৩০	৩০	
২০	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১৫	১৩	০২	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর ০২টি, কম্পিউটার অপারেটর ০৫টি এবং অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার

২১	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং মিশন)	মোট ৬২ টি (১৮+৪৪)	৩৮	২৪	মুদ্রাক্ষরিকের ১৮টি শূন্য পদ পূরণের জন্য গত ২৮.০৫.২০১৭ তারিখ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।
২২	কম্পিউটার অপারেটর	০৬ --		০৬	
২৩	হিসাব রক্ষক	০১	০১ --		
২৪	ফটোগ্রাফার ০১		০১ --		অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ হতে বেতন স্কেল অনুমোদন হয়নি
	৩য় শ্রেণি	৮৪	৫৩	৩২	
২৫	অফিস সহায়ক	৪০	৩০	১০	০৯টি শূন্য পদ পূরণের জন্য গত ২৮.০৫.২০১৭ তারিখ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে
২৬	ক্যাশ সহকারি	০১	০১		সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক পূরণযোগ্য
	৪র্থ শ্রেণি	৪১	৩১	১০	
	সর্বমোট	২৫৯	১৫৯	১০৫	

৭. ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগের অর্জনসমূহ ঃ

কার্যক্রম	বিবরণ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী কমিটি গঠন	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩,৬৭৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী কমিটি গঠন করা হয়। এ পর্যন্ত ৩২,০৫৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৫,৬০৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী কমিটি গঠন করা হয়েছে।
মাদক বিরোধী খুৎবা বয়ান	ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সকল মসজিদে মাদক বিরোধী বয়ানের (খুৎবা পূর্ববর্তী) ব্যবস্থা করা হয়েছে।
দায়েরকৃত মামলার তথ্য	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক ৩৫,৫২৬টি অভিযান পরিচালনা, ১০,৪৪৩টি নিয়মিত মামলা দায়ের এবং ১১,৩১৫ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়। পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের সহায়তায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ৫,৯৯১টি মামলায় ৬,১৩০ জন মাদক ব্যবসায়ীকে তাৎক্ষণিকভাবে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করা হয়।
উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য ও অন্যান্য আলামত	৫২ ধরনের জব্দকৃত মাদক ও আলামতের মধ্যে ৮,৩১,২৭৫টি ইয়াবা ট্যাবলেট, ৩৮২০ কেজি গাঁজা, ১৪.৫ কেজি হেরোইন, ২৬,২৭২ বোতল ফেনসিডিল, ২৬,০০,০০০ নগদ অর্থ, ৪৯টি মোটর সাইকেল, ১৫টি প্রাইভেট কার, ৫টি ট্রাক, ৮টি পিস্তল ও ৯৪ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়।
রাসায়নিক পরীক্ষা রিপোর্ট	২০১৬-১৭ অর্থবছরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের রাসায়নিক পরীক্ষাগার থেকে ৫০,৮০৬টি মাদকদ্রব্যের রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়।
রাজস্ব আদায়	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৬৭,৪৩,৯৫,৯২৫ টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়।
নিরাময় কেন্দ্র	সরকারি নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বহিঃবিভাগসহ ৩,৪৬৫ জন মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। একই সময়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের লাইসেন্স প্রাপ্ত বেসরকারি ১৯১টি নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে ১০,৬২৬ জন মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। ৭টি বিভাগীয় শহরে নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

অপারেশনাল কার্যক্রম	পাক্ষিকভিত্তিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ৭২টি ইউনিটের অপারেশনাল কার্যক্রম নিয়মিত মনিটর করা হচ্ছে। আকস্মিক অভিযান পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় পর্যায়ে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। ইয়াবা পাচার রোধে টেকনাফ অঞ্চলের জন্য সকল বাহিনীর সমন্বয়ে বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। আন্তঃবাহিনীর সমন্বয় জোরদার করা হয়েছে। যার ফলে এককভাবে কিংবা যৌথভাবে অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। টেকনাফের জন্য বিশেষ জোন স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
এমআরপি এবং এমআরভি থেকে রাজস্ব আয়	দেশে অবস্থিত পাসপোর্ট অফিসসমূহ এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহ হতে মোট ৩২,৭২,২১৫টি মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এবং ১,৫৫,৫৮৬টি মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) ইস্যু করা হয় এবং এ বাবদ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১১,৫৩,২৫,৬৮,০০০ (এগারশত তিপ্পান্ন কোটি পঁচিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার) টাকা রাজস্ব আয় হয়।
ভিসা অব্যাহতি চুক্তি	২২ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে এবং ১৪ জুলাই, ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের এবং ০১ মে, ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ ও জাপান সরকারের মধ্যে কূটনৈতিক পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের সাথে ব্রাজিল এবং সার্বিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল এবং থাইল্যান্ডের সাথে কূটনৈতিক পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।
নতুন পাসপোর্ট অফিস স্থাপন	বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের আওতায় ০৪ (চার)টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস যথাঃ ঢাকা জেলার উত্তরা ও যাত্রাবাড়ী, চট্টগ্রাম জেলার চাদগাঁও এবং কক্সবাজার জেলায় নিজস্ব ভবনে আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের কার্যক্রম এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য বাংলাদেশ সচিবালয়ে পাসপোর্ট ইস্যুর কার্যক্রম চালু করা হয়।
প্রবাসীদের কাছে স্বল্পতম সময়ে পাসপোর্ট প্রেরণ	তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত প্রবাসীদের কাছে পাসপোর্ট পৌঁছে দেয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
দ্বৈত নাগরিকত্ব প্রদান	বিদেশে বসবাসরত ১,৩৫১ জন বাংলাদেশী নাগরিককে দ্বৈত নাগরিকত্ব সনদপত্র প্রদান করা হয়।
নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদানে অটোমেশন প্রবর্তন	১৮ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে বিদেশী নাগরিকগণের নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে অটোমেশন প্রবর্তন করা হয়।
অনলাইন ভিসা প্রদান ব্যবস্থা প্রবর্তন	০১ জুন ২০১৭ তারিখে বিদেশী নাগরিকগণের জন্য অনলাইনে ভিসা সুবিধা প্রদান করা হয়।
কারাগার উদ্বোধন	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১০.০৪.২০১৬ তারিখে কেরাণীগঞ্জে নব নির্মিত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার উদ্বোধন করেন। এ কারাগারটিতে বন্দিদের ধারণক্ষমতা ৪,৫৯০ জন। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার হতে বন্দিদেরকে ২৯.০৭.২০১৬ তারিখে কেরাণীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। কারাগারটি খোলামেলা হওয়ায় বন্দিরা এখানে আগের চেয়ে ভালভাবে অবস্থান করতে পারছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের পরিত্যক্ত ভূমিতে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি যাদুঘর, জাতীয় চার নেতার স্মৃতি যাদুঘর এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক ও বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি ও জুরি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। কমিটির ১১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই ডিজাইন আহবান করা হয়েছে। প্রাপ্ত ডিজাইনসমূহ জুরি বোর্ডের যাচাই-বাছাইয়ের জন্য শিল্পকলা একাডেমিতে আগামী ০৫.১০.২০১৭ হতে ১৫.১০.২০১৭ তারিখ পর্যন্ত প্রদর্শনীতে রাখা হয়। ডিসেম্বর' ২০১৮এর মধ্যে এর বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
বিশেষ কার্যক্রম	▪ কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক নারী বন্দিদের জন্য বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়; ▪ কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক নারী বন্দিদের জন্য বাটিক ও বুটিকস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়; ▪ মায়ের সাথে আটক ছয় বছরের নিম্নের শিশুদের সুস্থ মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারসহ ১০টি কেন্দ্রীয় কারাগারে ডে- কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারে মায়ের সাথে আটক শিশুদের খেলাধূলার জন্য শিশুপার্ক স্থাপন করা হয়; ▪ বন্দিদের প্রশিক্ষণ ও কয়েদীদের পোশাকাদির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২, গাজীপুর এ তিনটি পাওয়ার লুম মেশিন স্থাপন করা হয়।
এলাকাভিত্তিক কমিউনিটি ভলান্টিয়ার প্রস্তুতকরণ	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি হিসেবে ২০১৬-২০১৭ সালে ৮,৩০০ জনসহ এ পর্যন্ত মোট ৩৭,১৯১ জন এলাকাভিত্তিক কমিউনিটি ভলান্টিয়ার সংগঠিত করে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
পাহাড় ধসে গৃহীত কার্যক্রম	১৩-০৬-২০১৭ হতে ১৬-০৬-২০১৭ পর্যন্ত রাঙ্গামাটি শহর এলাকায় ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক পাহাড় ধসে মোট ৪২টি মৃতদেহ এবং আহত অবস্থায় ১৮ জনকে উদ্ধার করা হয়। এছাড়া, বান্দরবান জেলায় নিহত ০৬ জন ও আহত ১৫ জন, কক্সবাজার জেলায় নিহত ০২ জন এবং চট্টগ্রাম জেলায় নিহত ১৮ জন ও আহত ০২ জনকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মী বাহিনী কর্তৃক উদ্ধার করা হয়।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ	ফায়ার সার্ভিসের বিদ্যমান ডুবুরি ইউনিটের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পঁয়ত্রিশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ" শীর্ষক ০১টি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করে ইতোমধ্যে ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়েছে।
জঙ্গি বিরোধী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অকুতোভয় কর্মীবৃন্দ জঙ্গি বিরোধী অভিযানে অন্যান্য বাহিনীর সাথে অংশগ্রহণ করে থাকেন। গত ১১/০৫/২০১৭ তারিখে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়িতে পরিচালিত জঙ্গি বিরোধী অভিযানে মো: আব্দুল মতিন নামের এক জন ফায়ারম্যান শাহাদাৎবরণ করেছেন।
দেশের প্রত্যেক উপজেলায় ন্যূনতম ০১টি করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের প্রতিটি উপজেলায় ন্যূনতম ০১টি করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপনের কাজ চলমান ০৩টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে ৩৭৫টি ফায়ার স্টেশন নির্মিত হয়েছে।
বার্ন ট্রিটমেন্ট হাসপাতাল	২৩,৮৮,১৭,০০০/-(তেইশ কোটি আটাশি লক্ষ সতের হাজার) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট 'এস্টাব্লিশমেন্ট অব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বার্ণ ট্রিটমেন্ট হাসপাতাল' শীর্ষক প্রকল্প ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সমাপ্ত হয়েছে।

৮. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ

নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা/অনুশাসন :	
	বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সম্পর্কিত নির্দেশনা-০২টি:	
১	নির্দেশনা-১: নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এমআরপি প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের প্রচেষ্টা জোরদার করা। এ পর্যন্ত কতগুলো এমআরপি প্রদান করা হয়েছে তা সমন্বিত আকারে এবং মাসভিত্তিক অগ্রগতির প্রতিবেদন সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা।	বাস্তবায়িত
২	নির্দেশনা-২: ইংল্যান্ড, ইতালী, সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কূটনৈতিক ব্যাগের মাধ্যমে এমআরপি প্রেরণ করার কথা বলা হলেও পৌঁছাতে দেরি হওয়ার কারণ কি তা পরীক্ষা করে জরুরী ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান করতে হবে। উল্লিখিত দেশসমুহের পর্যাপ্ত জনবল ও অধিক সংখ্যক প্রিন্টার মেশিন সরবরাহ করা। চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে এমআরপি বহির্বিশ্বে সকল পাসপোর্ট ও ভিসা উইং-এ পৌঁছে দেয়া অব্যাহত রাখা।	বাস্তবায়িত
	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সম্পর্কিত নির্দেশনা-০৪ টি:	
১	নির্দেশনা-১: সোনা পাচার/মাদক/অস্ত্র/শিশু ও মানব পাচার এর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখা।	অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
২	নির্দেশনা-২: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের অধীন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের দাবীকৃত রেশন ও ভাতার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা।	গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
৩	নির্দেশনা-৩: এন.জি.ও পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে যাতে মাদকদ্রব্যের বিস্তার না ঘটে সেজন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ নজরদারির আওতায় আনা।	এনজিও পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে নজরদারীর আওতায় আনা হয়েছে। এ সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধনের প্রক্রিয়া চলমান।
৪	নির্দেশনা-৪ : ডিসি-ডিএম সভার অনুরূপ মায়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে উভয় পক্ষের তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিনিধিদের আলোচনা শুরুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।	মায়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সম্পর্কিত অনুশাসন-০১টি:	
১	অনুশাসন-১: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।	খসড়া আইনের উপর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত পাওয়া গেছে। খসড়া চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া চলছে।
	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি-০৮টি:	
১	প্রতিশ্রুতি-১: মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলায় অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন।	১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের আওতায় উক্ত ২টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন করা হচ্ছে।
২	প্রতিশ্রুতি-২: সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী, তাড়াশ ও কামারখন্দ উপজেলায় অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন।	ক. কামারখন্দ ও তাড়াশ উপজেলার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে পূর্তকাজ সম্পন্ন হয়েছে। সরঞ্জাম সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন। খ. এ জেলার চৌহালী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে।
৩	প্রতিশ্রুতি-৩: ত্রিশাল, গৌরীপুর ও নান্দাইল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।	ক. ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল উপজেলায় গত ২২.০৫.১৯১৫ তারিখে একটি নতুন ফায়ার স্টেশন চালু করা হয়েছে। খ. নান্দাইল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপনের পূর্তকাজ ২০% সম্পন্ন হয়েছে। গৌরীপুরের ভূমি বরাদ্দের কাজ চলমান।

৪	প্রতিশ্রুতি-৪: নারায়ণগঞ্জ সদর ও বন্দর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশনসমুহ আধুনিকায়ন করা।	নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
৫	প্রতিশ্রুতি-৫ : সুনামগঞ্জ জেলার সকল উপজেলায় অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণ।	সুনামগঞ্জ জেলার সদর, ছাতক, জগন্নাথপুর দিরাই উপজলায় ফায়ার স্টেশন নির্মিত হয়েছে। দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, চিম্বরপুর, শাল্লা, ধর্মশালা, তাহিরপুর ও জামালগঞ্জ ফায়ার স্টেশনের নির্মাণ কাজ চলছে।
৬	প্রতিশ্রুতি-৬: বরগুনা জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই সেসব উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনকরণ।	বরগুনা জেলার সদর, পাথরঘাটা ও আমতলী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন চালু আছে। বামনা উপজেলার নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। বেতাগী ও তালতলী উপজেলার নির্মাণ কাজ শুরু হবে।
৭	প্রতিশ্রুতি-৭: চাঁদপুর জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই সেসব উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।	ক. চাঁদপুর জেলার চাঁদপুর (উ:), চাঁদপুর (দ:), চাঁদপুর নদী বন্দর, হাজীগঞ্জ, কচুয়া, শাহরাস্তি ও হাইমচরে মোট ৭টি ফায়ার স্টেশন বিদ্যমান আছে। খ. মতলব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের পূর্ত কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২৫ ও ২৬ প্রকল্পের আওতায় ফরিদগঞ্জ ও মতলব উত্তর এর নির্মাণ কাজ শুরু হবে।
৮	প্রতিশ্রুতি-৮: কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট, রৌমারী ও রাজিবপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন প্রসঙ্গে।	নির্মাণ কাজ চলমান।
	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সম্পর্কিত অনুশাসন-০১টি:	
১	অনুশাসন-১: নানা রকম দূর্ঘটনা, ভূমিকম্প এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।	আধুনিক অগ্নি নির্বাপণী গাড়ী, পাম্প ও উদ্ধার সরঞ্জামাদি সংগ্রহের মাধ্যমে এ অধিদপ্তরের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টার লক্ষ্যে ১৯৮ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদিত Modernization of Fire service & Civil Defence প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১২৪ কোটি ০৬ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকার সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর নিজস্ব উৎস থেকে ২৫ সেট, Asian Disaster Programme (ADPC) ৪৮সেট এবং USAID এর অর্থায়নে Comperhensive Disaster Management Programme (CDMP) অধীনে ২০ সেটসহ মোট ৯৩ সেট হালকা যন্ত্রপাতি সংগৃহিত হয়েছে। উপরন্ত MoDMR এর মাধ্যমে ২৫০ সেট হালকা উদ্ধার যন্ত্রপাতি পাওয়া গিয়েছে। ফলে উদ্ধার কাজে সক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী ৯০% সরঞ্জাম সংগৃহীত হয়েছে।
	ক. কারা অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতি -০৬টি ঃ	
১	প্রতিশ্রুতি-১: বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে মজুরী প্রদানের ব্যবস্থা করা।	কারা শিল্পে নিয়োজিত বন্দিদের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী থেকে অর্জিত লভ্যাংশের ৫০% কারা বন্দিদের দেয়ার প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
২	প্রতিশ্রুতি-২: কারা কর্মচারিদের ছেলে মেয়েদের জন্য স্কুল বাস প্রদান করা হবে, প্রয়োজনে নতুন স্কুল নির্মাণ।	বাস প্রদানের জন্য বিআরটিসি-কে অনুরোধ করা হয়েছে। স্কুল নির্মাণের বিষয়টি আরডিপিপি-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
৩	প্রতিশ্রুতি-৩: সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে কারাগারের কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি।	প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৪	প্রতিশ্রুতি-৪: কেরাণীগঞ্জে কারা কর্মকর্তা কর্মচারিদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপিতে নতুন প্রকল্প হিসেবে বরাদ্দ বিহীনভাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।

৫	প্রতিশ্রুতি-৫: কেরাণীগঞ্জ কারা কর্মকর্তা কর্মচারী ও সর্বসাধারণের জন্য ২০০-২৫০ শয্যার হাসপাতাল স্থাপন।	২০১৭-১৮ অর্থবছরের এডিপিতে নতুন প্রকল্প হিসেবে বরাদ্দ বিহীনভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।
৬	প্রতিশ্রুতি-৬: কারারক্ষীদের বিশেষ করে মহিলা কারারক্ষীদের থাকার ভাল ব্যবস্থা করা।	নির্মাণ কাজ চলছে।
	কারা অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা-০৩টি:	
১	নির্দেশনা-১: বিভিন্ন মামলায় মৃত্যুদন্ড প্রদত্ত আদেশগুলো দ্রুত কার্যকর করতে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে আলাদা সেল গঠন এবং আইন মন্ত্রণালয়ের সহায়তা গ্রহণ।	সিদ্ধান্ত : মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত বন্দিদের বিভিন্ন আদালতে চলমান ডেথ রেফারেন্স এবং আপীল মামলাসমুহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ২৬.০৪.২০১৭ তারিখে বিজ্ঞ এ্যাটর্নি জেনারেল অব বাংলাদেশ, সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সলিসিটির উইং বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে ফলোআপ করা হচ্ছে।
২	নির্দেশনা-২: কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগার স্থানান্তরের পর কারাগারের বিদ্যমান জায়গায় শীঘ্রই নতুন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।	ইতোমধ্যে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। স্থাপত্য নকশা প্রণয়নের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ খাতে এক কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।
৩	নির্দেশনা-৩: কারাবন্দিদের মধ্যে জঙ্গি সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	কারারক্ষীদের মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স, জেলার ও ডেপুটি জেলারদের রিফ্রেসার্স কোর্সে কাউন্টার টেরোরিজম বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
	কারা অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট অনুশাসন-০১ টি:	
১	অনুশাসন-১: কারা বন্দিদের সাথে সপ্তাহে ০১ দিন পরিবারের মোবাইলে কথা বলা।	ইতোমধ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে ২টি কারাগারে শীঘ্রই কার্যক্রম শুরু হবে।

৯. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৬-২০১৭ ঃ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, কারা অধিদপ্তর, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীকে উক্ত চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সুরক্ষা সেবা বিভাগের উক্ত চার সংস্থার কার্যাবলীর জন্য মান নির্ধারণ করা হয় ৪১ নম্বর। মন্ত্রণালয়ের চুক্তির ধারাবাহিকতাক্রমে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পরবর্তীতে, দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের সাথে তাঁদের আওতাধীন বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের যথারীতি উক্ত চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা টিম গঠন করা হয়েছে। জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী, অতিরিক্ত সচিব উক্ত টিমের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

সুরক্ষা সেবা বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভা, এডিপি পর্যালোচনা সভাসহ অন্যান্য বিশেষ সভাগুলোতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বিভিন্ন কর্মসম্পাদন সূচক, সূচকের মান, সূচকের বিপরীতে অর্জন সম্পর্কে কার্যকরভাবে আলোচনা করা হয়। এ বিভাগের প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্সে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি'র বিষয়ে একটি বিশেষ মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একইভাবে প্রতিটি প্রশিক্ষণে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত মডিউল অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এ বিভাগের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধানকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

১০. টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) ঃ

ডাটা গ্যাপ এ্যানালাইসিস অনুযায়ী এসডিজি'র ৩.৫.১ এবং ৩.৫.২ নং টার্গেটের ক্ষেত্রে সুরক্ষা সেবা বিভাগকে লিড মিনিস্ট্রি হিসেবে এবং তথ্য মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগকে এসোসিয়েট মিনিস্ট্রি হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া, এসডিজি'র ১.৫, ৩.এ, ১০.৭, ১১.৫, ১১.বি, ১৩.১ ও ১৩.৩ নং টার্গেট বাস্তবায়নের বিষয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগ এসোসিয়েট মিনিস্ট্রি হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। উক্ত টার্গেটসমূহের বিপরীতে এ্যাকশন প্ল্যান প্রস্তুত করে এ বিভাগে প্রেরণ করার জন্য গত ০৮.০৩.২০১৭ তারিখে সংশ্লিষ্ট লিড মিনিস্ট্রি এবং এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণকে অনুরোধ

জানানো হয়েছে। এসডিজি'র ৩.৫.১ এবং ৩.৫.২ নং টার্গেটের সাথে বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সম্পৃক্ত। এসডিজি বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয়ে এ বিভাগের একজন অতিরিক্ত সচিব ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রতি মাসে এসডিজি বিষয়ক কার্যক্রম মনিটর করার লক্ষ্যে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ এর নেতৃত্বে সভা করা হচ্ছে। ৩.৫.১ এবং ৩.৫.২ টার্গেটের লিড মিনিস্ট্রি হিসেবে ইতোমধ্যে এসোসিয়েট মিনিস্ট্রি/বিভাগের সহায়তায় নির্ধারিত ছকে নিম্নবর্নিত এ্যাকশন প্ল্যান প্রস্তুত করা হয়েছে ঃ-

Format : SDG Action Plan through National Mid-Term and Long-Term Development Plans, Security Services Division

SDG Targets	Global Indicators for SDG Targets	Lead/Co-Lead Ministries/ Division	Associate Ministries/ Divisions	7th FYP Goals/Targets related to SDG Targets & Indicators	On-going Project/Programme to achieve 7th FYP Goals/ Targets		Requirement of New Project/Programme up to 2020		Actions / Projects beyond 7th FYP Period (2021-2030)	Policy / Strategy if needed (in relation with Column 8)	Remarks
					Project Title and Period	*Cost in BDT (million)*	*Project Title and Period*	*Cost in BDT (million)*			
1	2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2	8	9	10
3.5 Strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including narcotic drug abuse and harmful use of alcohol	3.5.1 Coverage of treatment interventions (pharmacological, psychosocial and rehabilitation and aftercare service) for substance use disorders	Project/ Programme of Security Services Division as Lead Division	MoHFW; MoInf; MoRA; MoYS;	* Conduct Public Awareness Campaign regarding Narcotics. * Ensure treatment and rehabilitation of drug addicts	(1) Construction of Multistoried Office Building of Narcotics Control Department (2015-2018). (ongoing project) (2) Construction of office building in Rangpur, Khulna & Mymensingh Divisional Headquarters of Narcotics Control Department (2015-2019). (approval steps under process) (3) Construction of office building in 41 Districts of Narcotics Control Department (2017-2019). (Proposed) (4) Illicit Drug Eradication and Advanced Management through IT ((I Dream it) (2017-2019)). (approval steps under process)	237 400 1000 376	* Construction of 50 Bed Drug Treatment Center at Chittagong, Rajshahi, Khulna, Barisal, Sylhet. Period : July 2017 to June 2020 * Construction of Narcotics Control Training Center. Period : July 2017 to June 2020	5000 3000	a) Awareness Meeting/Seminar-10,500, Leaflet-5,50,000, Poster-1,00,000, Short Film-15,500.	Formulation of New Narcotics Control Act is under process	(1) MIS of DGHS may generate and compile data from different sources (including NGOs)
			Project/ Programme of Ministry of Religious Affairs as associate ministry		(1) Islamic Books Publication Project 2nd phase (01.04.2016-31.03.2019)	230	(1) Construction of Imam Training Academy Complex Projects (July 2017-June 2021).	1470	Establishing Model Mosque and Islamic Cultural center in Union Level		(1) Religious leaders will provide the lectures about the harmfulness of abusing drugs & alcohol.
							(2) Establishing 560 model mosques & Islamic Cultural Centers in Zila & Upazila in Bangladesh. (3) Establishment & Strengthening of Temple based libraries & Publication of Hindu religious books (July 2017- June 2022).	92000 330			(2) Necessary items would be included to train up the religious leaders in the training program so that they can deliver speeches on the aforesaid issues. (3) Relevant books & periodicals would be published against abuse of drugs, narcotics & alcohol.

							(4) District & Upazila Based Model Buddhist Monastery, Model Library & Buddhist Cultural Centers Construction Project (Jan 2017-Dece 2023).	1000			
			Project/ Programme of Health Division as associate division	All Upazilla & District level hospitals will be strengthened regarding prevention and treatment of substance abuse			Health, Population & Nutrition Sector Program [HPNSP] (Jan 2017- June 2022)	234.5	(1) Awareness building among common people on alcohol & substance abuse. (2) Health education to high risk population on substance abuse.	Strategy for prevention of substance abuse and alcohol consumption	
			Project/ Programme of Ministry of Information as associate ministry	Conducts public Awareness Campaign regarding Narcotics			(1) Development of Infrastructure of BTV, Capacity building of technical manpower and District news correspondents of Bangladesh Television (June/2017 to June/2020) (2) Construction and Modernization of Districts Information offices for Development Publicity (Phase-1) (July 2014-June 2018)	1445.00 5013.29	Construction and Modernization of Districts Information offices for Development Publicity (Phase-2) (July 2024 June 2028)		
							Awareness program up to 2020 regarding drug abuse will cover the following issues: 1. Film Show-1020 2. Song-100 3. Workshop-90 4. Community/Courtyard Meeting-325 5. Documentsries-5 6. Filler-10 7. Article-10 8. Report-15 9. Feature-10				
			Project/ Programme of Ministry of Youth & Sports	-	-	-	(1) Dissemination of information about Reproductive Health, Rights and Gender Equality Amongst the Youths. (01.07.2017-31.12.2020) (2) Creation of Employment and Self-Opportunities for unemployed youths of 07 Districts of North Bengal. (Phase-2). (01.07.2016-30.06.2019) (3) Strengthening works of Youth Organizations for Awareness Building of Youths. (01.07.2017-30.06.2022)		(1) Dissemination of information about Reproductive Health, Rights and Gender Equality Amongst the Youths (2nd Phase). (01.07.2021-30.06.2025) (2) Making Employability of unemployed and self-employment. (2nd & 3rd Phase). Training Target-56400 pers. (3) Strengthening Works of Youth Organizations for Awareness Building of Youths. (1st & 2nd Phase). Training Target-892800 pers. (4) Technical Training to Youths for overseas Jobs. (1st & 2nd Phase). Training Target-90000 pers.		

১১. তথ্য অধিকার সংক্রান্ত সেবা ঃ

সুরক্ষা সেবা বিভাগ তথ্য অধিকার সংক্রান্ত সেবা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। জনগণ যাতে অতি সহজে তথ্য পেতে পারে সেজন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগের নিজস্ব ওয়েব সাইটে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরম, আপীল ফরম, তথ্য প্রাপ্তির অভিযোগ ফরম, তথ্য সরবরাহের অপারগতার ফরম এবং সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা, প্রবিধিমালা, প্রকাশ করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মুহাম্মদ আবদুর রউফ মিয়া, সিনিয়র সহকারী সচিব এবং আপীল কর্মকর্তা জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ।

১২. অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ঃ

সুরক্ষা সেবা বিভাগের অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত নীতিমালা ও নির্দেশিকা এ বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন এনডিসি, যুগ্মসচিব ও আপীল কর্মকর্তা জনাব ডঃ রাখাল চন্দ্র বর্মন, অতিরিক্তি সচিব।

১৩. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ঃ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ সব কার্যক্রমের আওতায় মন্ত্রণালয়ে যথারীতি নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়। নৈতিকতা কমিটি'র সভা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হচ্ছে শুদ্ধাচার বিষয়ক বিশেষ সভা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা। শুদ্ধাচার বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর ধারাবাহিকতাক্রমে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নিয়মিত এ সব কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের ন্যায় প্রতিটি দপ্তর/সংস্থাতেও একজন করে কর্মকর্তা শুদ্ধাচার বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

উক্ত কার্যক্রমের পাশাপাশি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্ধারিত ছক অনুসরণ করে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কারা অধিদপ্তর এবং বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিগত ১৯.০১.২০১৭ তারিখে সরকারি নির্দেশ মোতাবেক পৃথক এবং স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে সুরক্ষা সেবা বিভাগ এর কার্যক্রম শুরু হয়। সুরক্ষা সেবা বিভাগের জন্য পৃথক নৈতিকতা কমিটি, শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়ন এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের জন্য শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২৬.০২.২০১৭ তারিখে নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ২৭.০২.২০১৭ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী-কে শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করা হয়। ০৯.০৩.২০১৭ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগের জন্য পৃথকভাবে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয় এবং ২০.০৩.২০১৭ তারিখে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী এ বিভাগের অধীন বিভাগীয়/আঞ্চলিক ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সহায়তা প্রকল্পের পিএসসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রশিক্ষণ মডিউলে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭' অনুযায়ী এ বিভাগ থেকে ০২ জন কর্মচারিকে পুরস্কার প্রদানের জন্য মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের শুদ্ধাচার বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে গত ২১.০৬.২০১৭ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

১৪. সুরক্ষা সেবা বিভাগের উদ্ভাবনী কার্যক্রম ঃ

জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন চর্চার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এ ০১টি করে ইনোভেশন টিম গঠনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে ২০১৩ সালে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। অফিসের কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে বাৎসরিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ইনোভেশন টিমের অন্যতম দায়িত্ব। উক্ত প্রজ্ঞাপণ অনুযায়ী ২০১৩ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়। উক্ত ইনোভেশন টিম মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০১৫ এর আলোকে উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে এর ধারাবাহিকতায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জনস্বার্থে ০২ ভাগে বিভক্ত হওয়ার পর সুরক্ষা সেবা বিভাগে উদ্ভাবনী কার্যক্রম যথারীতি অব্যাহত রাখা হয়। সুরক্ষা সেবা বিভাগ নতুনভাবে গঠিত হওয়ায় এ বিভাগের জন্য একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে নতুনভাবে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়। উক্ত টিম সুরক্ষা সেবা বিভাগের ইনোভেশন সেক্রেটারিয়েট হিসেবে কাজ করছে। ইনোভেশন টিমের মাধ্যমে সরকারি কাজ কর্মে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা, কর্মস্পৃহার বিকাশসাধন, নাগরিক সেবা সহজীকরণ এর জন্য বিদ্যমান ব্যবস্থার সংস্কার সাধন, সিটিজেন চার্টার ব্যবস্থা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন, ই-ফাইলিং ব্যবস্থা বাস্তবায়ন, ওয়েবসাইট নিয়মিত হালকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

১৫. মানবসম্পদ উন্নয়ন ঃ

এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজের মানবৃদ্ধির জন্য Need Based অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এছাড়া দেশে বিদেশে আয়োজিত প্রশিক্ষণে এ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রেরণ করা হয়ে থাকে যাতে তাদের কাজের মান বৃদ্ধি পায়।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	তারিখ	সময়/ঘন্টা
১	ক. নথি শ্রেণি বিন্যাস ও বিনষ্টিকরণ খ. শাখা পরিদর্শন	১৪-০৩-২০১৭	২.৩০ ঘন্টা
২	ই-ফাইলিং ব্যবস্থাপনা	২৩-০৩-২০১৭	৫.০০ ঘন্টা
৩	ই-ফাইলিং ব্যবস্থাপনা	২৭-০৩-২০১৭	৫.০০ ঘন্টা
৪	ই-ফাইলিং ব্যবস্থাপনা	২৮-০৩-২০১৭	৫.০০ ঘন্টা
৫	সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার	০৫-০৪-২০১৭	২.৩০ ঘন্টা
৬	পত্র প্রাপ্তি, প্রেরণ, ডকেটিং ও নথি ব্যবস্থাপনা	১১-০৪-২০১৭	২.৩০ ঘন্টা
৭	Annual Performance Agreement. E-filing E-GP Sustainable Development Goals (SDG)	১৮-০৪-২০১৭	৮ ঘন্টা
৮	বানান, ভাষা জ্ঞান ও নোট লিখন	২৫-০৪-২০১৭	২.৩০ ঘন্টা
৯	ই-ফাইলিং ব্যবস্থাপনা	০২-০৫-২০১৭	৫.০০ ঘন্টা
১০	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মনিটরিং	১৫-০৫-২০১৭	২.৩০ ঘন্টা
১১	ইউনিকোড এর ব্যবহার	২৩-০৫-২০১৭	২.৩০ ঘন্টা
১২	Public Procurment Rules 2008 (PPR)	২৮-০৫-২০১৭	২.৩০ ঘন্টা
১৩	ইউনিকোড এর ব্যবহার	৩১-০৫-২০১৭	২.৩০ ঘন্টা
১৪	গণ কর্মচারি শৃঙ্খলা (নিয়মিত উপস্থিতি) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ও ছুটি বিধি	০৬-০৬-২০১৭	২.৩০ ঘন্টা
১৫	সরকারী কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫	১৩-০৬-২০১৭	২.৩০ ঘন্টা
১৬	সরকারী কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫	১৫-০৬-২০১৭	২.৩০ ঘন্টা
১৭	সরকারী কর্মচারি (আচরণ বিধিমালা) বিধিমালা, ১৯৭৯	২০-০৬-২০১৭	২.৩০ ঘন্টা
		মোট	৬০.৩০ ঘন্টা

১৬. ২০১৬-১৭ অর্থবছরের উন্নয়ন কার্যক্রম ঃ

সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সংস্থা ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির চিত্র

(কোটি টাকায়)

সংস্থা/অধিদপ্তর	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্প ব্যয়	জুন/২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (%)	মোট বরাদ্দ (প্রকল্প সাহায্য)	জিওবি অবমুক্ত (%)	মোট ব্যয় জুন/২০১৭ (%)
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	০৭ টি	২০০৮.১০	৪৪২.৭৮ (২২%)	৩৮৩.৬৯	৩৪৩.২৭ (৮৯%)	৩৩১.৬৮ (৮৬.৪৪%)
কারা অধিদপ্তর	১০ টি	১৫৬৯.৪৭	৭২৩.৪৮ (৪৬%)	২১৬.৭২	১৯৫.৩৮ (৯০%)	১৮০.৪৪ (৮৩.২৫%)
বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর	০৪ টি	৯৮৯.৯৫	৮৩৩.৭৮ (৮৪%)	৭৭.২০	৭৫.৭৮ (৯৮%)	৬৩.৭৯ (৮২.৬৩%)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	০২ টি	৫৮.৬৮	৩২.৮৩ (৫৬%)	১০.৬০	১০.৬০ (১০০%)	১০.৫০ (৯৯%)
মোট=	২৩ টি	৪৬২৬.২১	২০৩২.৮৭ (৪৪%)	৬৮৮.২১	৬২৫.০৩ (৯০.৮২%)	৫৮৬.৪১ (৮৫.২১%)

১৭. সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তরের কার্যক্রম ঃ

১৭.১ বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কার্যক্রম ঃ

পাসপোর্ট ও ভিসা সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়ম-নীতি অনেক সহজ, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী করা হয়েছে। ৫২৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ১ এপ্রিল ২০১০ হতে Machine Readable Passport (MRP) এবং Machine Readable Visa (MRV) প্রবর্তন করা হয়েছে। দেশের ৬৯টি ও দেশের বাইরে ৬৫টি দূতাবাস থেকে এমআরপি ও এমআরভি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। MRP/MRV প্রকল্পের সুবাদে বিদেশে বাংলাদেশি পাসপোর্টের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে এবং দেশের সুনাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকায় ১০৮টি MRP Reader সংযোজন করা হয়েছে।

সকল বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসসমূহের ফেসবুক পেইজ খোলা হয়েছে। এসব ফেসবুক পেইজে উত্থাপিত পাসপোর্টের আবেদনকারীগণের সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি ৬৭টি পাসপোর্ট অফিসের ফেসবুক পেইজে প্রাপ্ত বিভিন্ন সমস্যা ও অভিযোগের বিষয়ে নিয়মিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করছে।

অধিদপ্তরে নিয়মিতভাবে দ্বিমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ সব সভায় বিভাগীয় এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসসমূহের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করে দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে পাসপোর্ট প্রার্থীগণ হয়রানিমুক্তভাবে পাসপোর্ট সেবা পাচ্ছেন। এ ছাড়া অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে প্রত্যহ সকাল ০৯.১৫ থেকে ০৯.৪৫ পর্যন্ত সেবা প্রদান কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা হয়।

কেন্দ্রীয় এমআরপি এবং এমআরভি সিস্টেম থেকে পাসপোর্টের আবেদনকারীগণকে পাসপোর্ট ইস্যুর অগ্রগতি এবং পাসপোর্ট সরবরাহের বিভিন্ন তথ্য স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে মোবাইলে মেসেজের মাধ্যমে প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক পাসপোর্ট পারসোনালাইজেশন সেন্টারে পাসপোর্টসমূহ প্রিন্টের পর তৈরি পাসপোর্টসমূহ দেশের অভ্যন্তরে ৬৪টি জেলা এবং দেশের বাহিরে ৬৫টি মিশনে প্রেরণ করা হচ্ছে। অনেক সময় জরুরি প্রয়োজনে দ্রুত পাসপোর্ট সরবরাহ (ভেলিভারি) সম্ভব হয় না। এ সমস্যা সমাধানের জন্য বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর গত ০১.০২.২০১৬ তারিখে বেসরকারি কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বিদেশস্থ মিশনসমূহে পাসপোর্ট সরবরাহকরণের প্রস্তাব প্রেরণ করে। তৎপ্রেক্ষিতে বেসরকারি কুরিয়ার সার্ভিস যথা: DHL, TNT ও Fed Ex এর মাধ্যমে বিদেশস্থ মিশনসমূহে পাসপোর্ট সরবরাহকরণের জন্য গত ২০.০৩.২০১৬ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়।এতে পাসপোর্ট সেবা গ্রহীতাগণের সময় সাশ্রয় হচ্ছে। বর্তমানে Fed Ex এর মাধ্যমে ৬৫টি বৈদেশিক মিশনে পাসপোর্ট প্রেরণ করা হচ্ছে।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামসহ সরকারি বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ ও পারিবারিক প্রয়োজনে সরকারি কর্মকর্তাগণকে বিদেশে গমন করতে হয়। এ কারণে স্বল্পতম সময়ে পাসপোর্ট সেবা পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের পাসপোর্ট সেবা সহজতর করতে ০৬.০৪.২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে পাসপোর্ট অফিসের একটি বুথ খোলা হয়েছে। এই বুথের মাধ্যমে সহজে এবং স্বল্পতম সময়ে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারি এবং তাদের পরিবারবর্গকে পাসপোর্ট সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ সচিবালয় পাসপোর্ট অফিসের বুথ উদ্বোধন করেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি

১৭.২ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম ঃ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে (www.dnc.gov.bd) মাদক সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য, বাংলাদেশে মাদকের পরিস্থিতি এবং প্রতিটি জেলা হতে শুরু করে অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের টেলিফোন ও মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা দেয়া আছে। এগুলোর মাধ্যমে জনগণ প্রয়োজনবোধে তথ্য প্রাপ্তিসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন।

মাদক অপরাধ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয়ার জন্য হট লাইন ফোন নং ০২-৮৮৭০০১২ ও মোবাইল নং ০১৭০৮-৯০৪৪৫৪ চালু করা হয়েছে যাতে তথ্য প্রদানকারীগণ চাইলে নিজ পরিচয় গোপন রেখে তথ্য প্রদান করতে পারেন। অধিদপ্তর থেকে সেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ/ব্যক্তিগণকে অনলাইন সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে অটোমেশনের কার্যক্রম পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করা হয়েছে।

জানুয়ারি ২০১৬ থেকে দেশব্যাপী প্রথম বারের মতো মাসব্যাপী মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণামূলক কর্মসূচি পালন করা হয়েছে, যা অব্যাহত থাকবে। বাণিজ্য মেলায় মাদকবিরোধী স্টল ব্যতিক্রমধর্মী সৃজনশীল কাজের জন্য মিনি প্যাভিলিয়ন ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। ফেসবুকের মাধ্যমে মাদকবিরোধী গণআন্দোলন সৃষ্টির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের লক্ষ্যে মিডিয়া সেল গঠন করা হয়েছে। Online'এ Real Time মাদক সংক্রান্ত ঘটনা/তথ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার জন্য ICT অধিদপ্তরের আওতায় Crowd Source' এ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করা হয়েছে। অধিদপ্তরের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ইনোভেশন, নৈতিকতা, শুদ্ধাচার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজন করে মানব সম্পদ উন্নয়ন করা হচ্ছে।

সারাদেশে উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিব মহোদয়ের সহযোগিতায় মাদকবিরোধী কমিটি গঠন করা হয়েছে যা চলমান আছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ০৫টি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

১৭.৩ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কার্যক্রম ঃ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর একটি জনহিতকর সেবাধর্মী সরকারি প্রতিষ্ঠান। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট যে কোন দুর্যোগে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স প্রথম সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। গতি, সেবা ও ত্যাগের মন্ত্রে উজ্জীবিত এ বিভাগের কর্মীরা অগ্নিপ্রতিরোধ, অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানসহ গুরুতর অসুস্থ রোগীদের হাসপাতালে প্রেরণের কাজে দিবা-রাত্রি প্রস্তুত থাকে।

দেশে মোট ৩১৪টি ফায়ার স্টেশন চালু আছে। এ ছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনামতে দেশের প্রতিটি উপজেলায় ন্যূনতম একটি করে ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হলে দেশে মোট ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা হবে ৫৫২টি এবং জনবল সংখ্যা হবে প্রায় ১৫,০০০ জন। এ ছাড়া গার্মেন্টস শিল্প এলাকায় ০৯টি মডার্ন ফায়ার স্টেশন নির্মাণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। ২০১৬-২০১৭ সালে মোট ১৮০৪৮টি অগ্নিকান্ডে সফলতার সাথে সাড়া প্রদান করা হয়েছে। এ সব অগ্নি দুর্ঘটনায় আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমান ৪২৯ কোটি টাকা এবং উদ্ধারকৃত সম্পদের মূল্য আনুমানিক ২৪৯৮ কোটি টাকা। এছাড়া অগ্নিনির্বাপণের পাশাপাশি ২০১৬-২০১৭ সালে সংঘটিত ৭৩০৩টি দুর্ঘটনার উদ্ধারকাজে অংশ নিয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীবাহিনী মোট ১২০৮৪ জনকে উদ্ধার করেছে। বর্তমানে যে কোন দুর্যোগ দুর্ঘটনা তাৎক্ষণিকভাবে মোকাবেলা করার জন্য সারাদেশে সড়ক পথে ৯৩টি এবং নৌপথে ১০টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে টহল ডিউটি চলমান আছে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের নির্দেশনায় ২০০ কোটি টাকা মূল্যমানের আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম, গাড়ি-পাম্প সংগ্রহ করা হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ের ৩০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সারাদেশে ৬২,০০০ কমিউনিটি ভলান্টিয়ার তৈরির পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ১৬৮০৭৯ জন ভলান্টিয়ারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মীবাহিনীর দীর্ঘদিনের চাহিদা ও জনসেবার পরিধি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ঢাকার মিরপুরে ২৩৮৮.১৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট বার্ন ট্রিটমেন্ট হাসপাতাল নির্মাণ কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে। হাসপাতালটি চালু হলে এ বিভাগের কর্মীবাহিনীর পাশাপাশি অন্যান্য অগ্নিদগ্ধ রোগীদেরও সেবা প্রদান সম্ভব হবে। এ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটটি (www.fireservice.gov.bd) ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল ফ্রেমওয়ার্কে সংযুক্ত করা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া কার্যক্রমের আওতায় ফেইসবুক পেজ, ইউটিউব চ্যানেল, টুইটার এ্যাকাউন্ট, গুগল প্লাস এ্যাকাউন্ট চালু করা হয়েছে এবং নিয়মিত জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম হালনাগাদ করা হচ্ছে। এ ছাড়া ভূগর্ভস্থ অপটিক্যাল ফাইবার কানেকশনের মাধ্যমে স্থাপিত নেটওয়ার্কিং কানেক্টিভিটি সিস্টেম দ্বারা এ অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ ইন্টারনেট সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

প্রবল বর্ষণে গত ১৩.০৬.২০১৭ তারিখে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা শহর, বান্দরবান, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলায় পাহাড় ধসে বহু লোক হতাহত হয়। উক্ত হতাহতের ঘটনায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্থানীয় ইউনিট/স্টেশনসমূহকে উদ্ধার কাজে নিয়োজিত করা হয়। উক্ত উদ্ধার কার্যক্রমে স্থানীয় কমিউনিটি ভলান্টিয়ারসহ ১২০ জন কর্মী অংশগ্রহণ করেন। ১৩.০৬.২০১৭ হতে ১৬.০৬.২০১৭ তারিখ পর্যন্ত রাঙ্গামাটি শহর এলাকায় ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক ৪২টি মৃতদেহ ও ১৮ জন আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হয়। অতিবর্ষণজনিত দুর্ঘটনায় বান্দরবান জেলায় নিহত ০৬ ও আহত ১৫, কক্সবাজার জেলায় নিহত ০২ এবং চট্টগ্রাম জেলায় নিহত ১৮ এবং আহত ৩৫ জন ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হয়।

১৭.৪ কারা অধিদপ্তরের কার্যক্রম ঃ

ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জে বিচারাধীন পুরুষ বন্দিদের জন্য একটি কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ করা হয়েছে যা ১০.০৪.২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন এবং গত ২৯.০৭.২০১৬ তারিখে পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার হতে সকল পুরুষ বন্দিকে কেরাণীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তর করা হয়েছে। এ ছাড়া কেরাণীগঞ্জে মহিলা বন্দিদের জন্য কারাগার নির্মাণ কার্যক্রম চলমান আছে। কারা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় নিম্নবর্ণিত ০৫(পাঁচ)টি প্রকল্পের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে:

ক. দিনাজপুর জেলা কারাগার পুনঃ নির্মাণ;
খ. ৩টি জেলা কারাগারের অবকাঠামো নির্মাণ এবং ২টি জেলা কারাগারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ;
গ. ঘূর্ণিঝড় সিডরে ক্ষতিগ্রস্থ বরিশাল, বরগুনা, পটুয়াখালী ও ঝালকাঠি কারাগার পুনঃনির্মাণ;
ঘ. খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ;
ঙ. সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ।

এ ছাড়া ময়মনসিংহ, কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ/সম্প্রসারণ এবং রাজশাহীতে কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কারা কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং কারা একাডেমি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারিদের স্বল্প পরিসরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে।

বন্দি মুক্তি পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য কারা বন্দিদের নিম্নবর্ণিত শিল্পসমূহে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ঃ

ক্রমিক	শিল্পের নাম	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বন্দির সংখ্যা
১	হস্ত শিল্প	মোড়া, চেয়ার, নকশি কাঁথা তৈরি, ডিজাইন, বুটিক ও বাটিকের কাজ	৯২৩৫ জন
২	তাঁত শিল্প	লুঙ্গি, গামছা, বেডশিট, প্রিন্টের কাপড়, কয়েদি পোশাক, ইউনিফরম সেলাই	৭০৫১ জন
৩	পাট শিল্প	ব্যাগ, দোলনা, মোড়া তৈরি	১৫১৩ জন
৪	কার্পেট ও পাপোস শিল্প	উলেন কার্পেট এবং নারিকেলের আঁশ ও উল দ্বারা পাপোস তৈরি	৯২৭ জন
৫	কাঠ শিল্প	চেয়ার, টেবিল, আসবাবপত্র তৈরি	১৪২৪ জন
৬	বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	ক. বিউটিফিকেশন কোর্স (মহিলা)	৫১ জন
		খ. টেইলারিং ও ড্রেস মেকিং (মহিলা)	২৪ জন
		গ. ইলেকট্রিক্যাল (পুরুষ)	২২ জন
		ঘ. মেন্স পার্লার	২২ জন
		ঙ. মোকাসিন সু তৈরি (পুরুষ)	২৫ জন
		চ. কারচুপি (মহিলা)	২৮ জন
৭	অন্যান্য শিল্প	টিভি, ঘড়ি, রেডিও মেরামত এবং টেইলারিং কাজ ও বুক বাইন্ডিং কাজ	৬০৪২ জন

কারাবন্দি, মুক্তির পর তাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কাশিমপুর কারা ক্যাম্পাসে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস চালু করা হয়েছে। কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এ ০১টি আধুনিক কারা বেকারি স্থাপন করা হয়েছে। বন্দি কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের পর এর লভ্যাংশের ৫০% সরকারি কোষাগারে এবং ৫০% সংশ্লিষ্ট বন্দিকে পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদানের বিষয়টি বর্তমানে বিবেচনাধীন আছে। কারা অধিদপ্তরকে সম্পূর্ণরূপে আন্ত:নেটওয়ার্কিং এর আওতায় আনা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে ইনফো-সরকার শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬৪টি কারাগারকে কানেক্টিভিটির আওতায় আনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। রাজশাহীতে কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের লক্ষ্যে ৭৩.৪২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১টি উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে।

কারাগারে আটক অসুস্থ, বৃদ্ধ, চলাচলে অক্ষম, গুরুতর অসুস্থ ও কারা বিধি অনুযায়ী লঘু অপরাধে দন্ডপ্রাপ্ত মুক্তিযোগ্য কারাবন্দিদের মুক্তি প্রদানের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন ধারায় ২০০৯-২০১০ সালে মোট ২,৬১২ (দুই হাজার ছয়শত বার) জন বন্দিকে কারাগার থেকে মুক্তি প্রদান করা হয়েছে। গত ০৪ (চার) বছরে সর্বমোট ১,১৬৪ (এক হাজার একশত চৌষট্টি) জন বন্দিকে বিভিন্ন ধারায় মুক্তি দেয়া হয়েছে। এপ্রিল'২০১৫ পর্যন্ত বিভিন্ন ধারায় ১৯ (উনিশ) জন বন্দিকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। সকল কারাগারে বন্দিদের ডাটাবেজ তৈরি করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কারাগারে আটক বন্দিদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে কথা বলার সুবিধার্থে কারা অভ্যন্তরের ফোন বুথ স্থাপনের জন্য ফোন বুথ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে, যা অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। কারা নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি (যেমনঃ লাগেজ স্ক্যানার, বডি স্ক্যানার, মোবাইল জ্যামার, সিসিটিভি ক্যামেরা, মেটাল ডিটেকটর) স্থাপনসহ আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

বার্ষিক প্রতিবেদন ঃ ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর

পটভূমি ঃ

বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ১৯৭৩ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর প্রধানত নাগরিকদের জন্য পাসপোর্ট ইস্যু ও বাংলাদেশে ভ্রমনেচ্ছু বিদেশি নাগরিকদের জন্য ভিসা ইস্যু ও মেয়াদ বৃদ্ধি করে থাকে। ইমিগ্রেশন ব্যবস্থাপনা তথা এয়ারপোর্ট ও চেক পোস্টের মাধ্যমে গমনাগমন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ও বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত। এ অধিদপ্তর পাসপোর্ট, ভিসা ও বহিরাগমন সংক্রান্ত সরকারের নীতিমালা প্রণয়নে পরামর্শ প্রদান এবং সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে থাকে।

বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সরকারের অন্যতম প্রধান রাজস্ব আয়কারী প্রতিষ্ঠান। রাজস্ব আয় ছাড়াও পাসপোর্ট ইস্যুর মাধ্যমে বিদেশ গমন সহজীকরণের ফলে বৈদেশিক রেমিট্যান্স প্রবাহও ত্বরান্বিত হচ্ছে। এ অধিদপ্তর ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে দেশে বিদেশি বিনিয়োগও পর্যটন শিল্পের উন্নতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিদেশে কর্মসংস্থান ছাড়াও সরকারের নানামুখী উন্নয়ন সহায়ক নীতির ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, ভ্রমণ, ধর্মীয় ইত্যাদি কারণে এদেশের নাগরিকদের বিদেশ ভ্রমণের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সমস্ত কারণে সারা দেশে পাসপোর্টের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর জনগণের ক্রমবর্ধমান পাসপোর্টের চাহিদার প্রেক্ষিতে পাসপোর্ট সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়া এবং সেবার মান উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং সরকারের ভিশন '২১ বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ক্রমবিকাশ ঃ

১৯৬২ ঃ বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ১৯৬২ সালে পরিদপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করে এবং ঢাকায় মাত্র একটি পাসপোর্ট অফিস থেকে সমগ্র বাংলাদেশে পাসপোর্ট প্রার্থীদের পাসপোর্ট প্রদান কার্যক্রম শুরু করে।

১৯৭৩ ঃ পরিদপ্তর থেকে পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর যাত্রা শুরু করে। জোনাল কার্যালয় ঢাকার অধীনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী ও খুলনায় মোট পাঁচটি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে।

১৯৮১ ঃ রংপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও বরিশাল-এ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন আরও ৪টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস সৃজন করা হয়।

১৯৮২ ঃ প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটির রিপোর্টে অধিদপ্তরের অনুমোদিত মোট জনবল উল্লেখ করা হয়- ৩২৪ জন।

১৯৯৮ ঃ নোয়াখালী, ফরিদপুর ও যশোরে জনবলসহ আরও নতুন ৩টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস সৃজন করা হয়। একই সাথে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা'য় অন-এ্যারাইভাল ভিসা প্রদানের জন্য একটি ভিসা সেল সৃজন করা হয়। এতে অধিদপ্তরের জনবল দাঁড়ায় ৩৭০ জন।

২০০১ ঃ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস হবিগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ সৃজনের মাধ্যমে মোট অফিসের সংখ্যা হয় ১৬ টি এবং জনবল হয় ৩৯৭ জন।

২০১০ ঃ সরকার আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO)-এর মানদন্ড অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মানের পাসপোর্ট ও ভিসা ইস্যুর উদ্যোগ নেয়। ২০১০ সালে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) প্রবর্তনের ফলে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে আসে ব্যাপক পরির্বতন। সাংগঠনিক কাঠামো পুনঃবিন্যাসের আওতায় ঢাকার যাত্রাবাড়ী ও উত্তরা, পটুয়াখালী, পাবনা, কুষ্টিয়া, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, মৌলভীবাজার, দিনাজপুর, চট্টগ্রামের চাঁদগাঁও, ফেনী, চাঁদপুর, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, কিশোরগঞ্জ, টাংগাইল, বগুড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মোট ১৯টি নতুন আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস সৃজন করা হয়। প্রধান কার্যালয়ে পার্সোনালাইজেশন সেন্টার, ডাটা সেন্টার ও যশোর ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার সৃজন করা হয়। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা'য় স্থাপিত ১টি ভিসা সেল-এর অতিরিক্ত ৫টি ভিসা সেল (বেনাপোল স্থলবন্দর, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, এমএজি ওসমানি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর, আখাউড়া স্থলবন্দর, টেকনাফ সমুদ্রবন্দর) এবং সোনা মসজিদ (শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ), বুড়িমারী (পাটগ্রাম, লালমনিরহাট), হিলি (হাকিমপুর, দিনাজপুর), বিবির বাজার (কুমিল্লা), বিলোনিয়া (মজুমদারহাট, পরশুরাম, ফেনী), তামাবিল (গোয়াইনঘাট, সিলেট), ভোমরা (সাতক্ষীরা), দর্শনা (দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা), বাংলাবান্ধা (তেতুলিয়া, পঞ্চগড়) মোট ৯টি ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের জনবল সৃজন করা হয়। উপরোক্ত অফিসগুলোতে সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আরও ২৮৮ জন জনবল বৃদ্ধি করা হয়।

২০১১ ঃ পাসপোর্ট সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে সর্বশেষ ২০১১ সালে সারা দেশে আরও ৩৩ টি জেলায়-গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা, শরিয়তপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, লক্ষীপুর, নাটোর,

নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, লালমনিরহাট, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, ঝিনাইদহ, নড়াইল, মাগুড়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, ভোলা ও বরগুনায় জনবলসহ ৩৩টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস সৃজন করা হয়। এর মাধ্যমে অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন মোট অফিসের সংখ্যা হয় ৮৬টি এবং মোট জনবল দাড়ায় ১১৮৪ জন। এই ৩৩টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস সৃজনের মাধ্যমে দেশের সকল জেলায় অর্থাৎ ৬৪টি জেলায় পাসপোর্ট অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রশাসনিক জটিলতার কারণে উপরোক্ত ভিসা সেল এবং বহিরাগমন চেকপোস্টে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কার্যক্রম এখনও শুরু করা সম্ভব হয়নি।

২০১৬ ঃ জনগণকে কাঙ্খিত পাসপোর্ট সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ঢাকায় অতিরিক্ত ৪টি পাসপোর্ট অফিস স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

২০১৭ ঃ অধিদপ্তরের ৬৮তম অফিস হিসেবে পাসপোর্ট অফিস, ঢাকা সেনানিবাস ১লা ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে এবং ৬৯তম অফিস হিসেবে পাসপোর্ট অফিস বাংলাদেশ সচিবালয় ৬ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে উদ্বোধন করা হয়। অবশিষ্ট দুটি অফিস; পাসপোর্ট প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র-ঢাকা পশ্চিম অঞ্চল, পাসপোর্ট প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র-ঢাকা পূর্ব অঞ্চল চালুর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

রূপকল্প (Vision) ঃ নাগরিকদের বহির্বিশ্বে ভ্রমণ নিরাপদ করা এবং ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সহজতর করা।

অভিলক্ষ্য (Mission) ঃ বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সমুজ্জল করা এবং নাগরিকদের বহির্বিশ্বে ভ্রমণ নিরাপদ করার লক্ষ্যে পাসপোর্ট প্রত্যাশী সকল নাগরিককে সহজে ও দ্রুততম সময়ে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পাসপোর্ট প্রদান এবং বিদেশিদের বাংলাদেশে গমনাগমন/অবস্থানের জন্য আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ভিসা প্রদান, ভিসা ইস্যু প্রক্রিয়া যুগোপযোগীকরণ এবং এয়ারপোর্টসমূহে ই-গেইট (e-Gate) প্রবর্তনের মাধ্যমে সহজে ও দ্রুততম সময়ে ইমিগ্রেশন সম্পন্নকরণ ।

কার্যাবলি (Functions) ঃ

১. নাগরিকদের অর্ডিনারি/অফিসিয়াল /ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্ট প্রদান;

২. বিদেশি নাগরিকদের বিভিন্ন শ্রেণির ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ;

৩. বিদেশি নাগরিকদের অন-এ্যারাইভাল ভিসা প্রদান;

৪. বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত বিদেশি নাগরিকদের নো-ভিসা প্রদান;

৫. সার্ক ভিসা এক্সাম্পশন স্টিকার প্রদান;

৬. কালো তালিকা সংরক্ষণ;

৭. ভিসার জন্য বিদেশি নাগরিকদের কালো তালিকাভুক্তকরণ;

৮. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাসপোর্ট বাতিল, আটক ও রহিতকরণ;

৯. এমআরপি পার্সোনালাইজড করে দেশে ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে সরবরাহকরণ;

১০. পাসপোর্ট বুকলেট ও ভিসা স্টিকার ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ করা;

১১. বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে এমআরপি আবেদন ফরম, ভিসা স্টিকার ও ট্রাভেল পারমিট সরবরাহকরণ;

১২. বিদেশিদের পরিচিতি সনদ (Certificate of Identify) প্রদান;

১৩. বিদেশি নাগরিকদের বাংলাদেশ হতে বহির্গমনের জন্য রুট পরিবর্তন অনুমতি (Route Change Permit) দেওয়া;

১৪. বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের Consular Wing এর কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় সাধন করা;

১৫. পাসপোর্ট ও ভিসা ইস্যুর ক্ষেত্রে সরকারের হালনাগাদ নীতিমালা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি মিশনগুলোকে অবহিত করা;

১৬. সপ্তাহের প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা নেটওয়ার্ক কন্ট্রোল টিম ও সাপোর্ট সেলের মাধ্যমে দেশে ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে এমআরপি ও এমআরভি কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা দেওয়া;

১৭. ফেসবুকের মাধ্যমে পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের তথ্য সহায়তা প্রদান;

১৮. বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করা ইত্যাদি।

জনবল ঃ

বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের জনবলের তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	পদের শ্রেণি	মঞ্জুরিকৃত পদ	পূরণকৃত পদ	শূণ্য পদ	মন্তব্য
১	প্রথম শ্রেণি	১৩৩	৮২	৫১	
২	দ্বিতীয় শ্রেণি	৪৭	৩১	১৬	
৩	তৃতীয় শ্রেণি	৬৮৩	৬৪৪	৩৯	
৪	চতুর্থ শ্রেণি	৩২১	২৯৭	০১	মৃত্যু/পদত্যাগ/অপসারণ/ পদোন্নতি/অবসরজনিত কারণে মোট ২৩টি পদ বিলুপ্ত
৫	মোট	১১৮৪	১০৫৪	১০৭	

অধিদপ্তরের সেবার পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বল্প সংখ্যক জনবল দিয়ে জনগণকে কাঙ্খিত সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে না। এ কারণে পর্যাপ্ত জনবলসহ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ঃ

নির্ধারিত সময়ে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন শাখা) বেগম বিলকিস আফরোজা সিদ্দিকাকে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রার মূল্যায়ন প্রতিবেদন ঃ

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৬-২০১৭ (Target/ Criteria Value for FY 2016-2017)	অর্জন (achievement)
১. সহজ ও দ্রুততম উপায়ে পাসপোর্ট প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশী নাগরিকদের বিদেশ গমনাগমন সহজীকরণ	[১.১] নির্ধারিত সময়ে এমআরপি ইস্যুকরণ	[১.১.১] নির্ধারিত সময়ে তদন্তে প্রেরণকৃত আবেদন	সংখ্যা	১০	১৬৯০০০০	১৬৭৮৫৭৭
		[১.১.২] নির্ধারিত সময়ে প্রাপ্ত অনুকূল পুলিশ প্রতিবেদন	সংখ্যা	১০	১৬৮৫০০০	১৬৪২২৭১
		[১.১.৩] নির্ধারিত সময়ে AFIS অনুমোদনকৃত আবেদন	সংখ্যা	১০	৩৩৩০০০০	৩১৮১৫৩৮
		[১.১.৪] নির্ধারিত সময়ে ডেমোগ্রাফিক তথ্য যাচাইকৃত আবেদন	সংখ্যা	৮	৩৩৬০০০০	৩২৪৬২৯২
		[১.১.৫] নির্ধারিত সময়ে সেন্ট্রাল রি-ইস্যু ইনভেস্টিগেশন সম্পন্নকৃত আবেদন	সংখ্যা	৬	২১০০০০	১১৯৩৯৫
		[১.১.৬] NOC যাচাইয়ের ভিত্তিতে ইস্যুকৃত আবেদন	সংখ্যা	৬	৬৬৫০০০	৫৯৩৯১২
	[১.২] নির্ধারিত সময়ে পার্সোনালাইজড পাসপোর্ট গ্রাহকের প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ	[১.২.১] নির্ধারিত সময়ে ডাকবিভাগ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অফিসে হস্তান্তরকৃত পার্সোনালাইজড পাসপোর্ট	সংখ্যা	১০	৩২০০০০০	৩২৭৫৯৫৮

২. বিদেশিদের বাংলাদেশে অবস্থান ও গমনাগমন সহজীকরণের লক্ষ্যে দ্রুততম সময়ে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি ও দেশত্যাগের অনুমতি প্রদান	[২.১] নির্ধারিত সময়ে এমআরভি ইস্যুকরণ ও দেশত্যাগের অনুমতি প্রদান	[২.১.১] নির্ধারিত সময়ে তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ইস্যুকৃত এমআরভি অথবা দেশত্যাগের অনুমতি	সংখ্যা	২০	৫১০০০	১৫৬৬৮০

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) ঃ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের নিম্নোক্ত লক্ষ্যমাত্রা সমূহ অর্জনে অধিদপ্তর সুরক্ষা সেবা বিভাগের সাথে কাজ করছে ঃ

লক্ষ্যমাত্রা ১০.৭ : পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু অভিবাসন নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এবং অপরাপর উদ্যোগ গ্রহণ করে সুশৃঙ্খল, নিরাপদ, নিয়মিত ও দায়িত্বশীল উপায়ে জনগণের অভিবাসন ও যাতায়াত সহজতর করা;

লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৬ : সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ;

লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৯ : ২০৩০ সালের মধ্যে জন্মনিবন্ধনসহ সকলের জন্য বৈধ পরিচয়পত্র প্রদান;

লক্ষ্যমাত্রা ১৬.১০ : জাতীয় আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী জনসাধারণের তথ্য-অধিকার নিশ্চিত করাসহ মৌলিক স্বাধীনতার সুরক্ষা দান;

লক্ষ্যমাত্রা ১৬.ক : আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে সকল পর্যায়ে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সহিংসতা প্রতিরোধসহ সন্ত্রাস ও অপরাধ মোকাবেলার সক্ষমতা বিনির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা।

উল্লেখিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনে অধিদপ্তর কর্তৃক ইতোমধ্যে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট প্রশিক্ষণকেন্দ্র এবং ই-পাসপোর্ট বাস্তবায়নের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ শুরু করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত ১ কোটি ৭৬ লক্ষ ১০ হাজার ৫ শত ৮৩টি মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এবং ৪লক্ষ ৯৮ হাজার ৪ শত ৫৫টি মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য কার্যক্রম চলমান আছে।

উদ্ভাবন (Innovation) সংক্রান্ত ঃ

অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিম সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের দ্বারা গৃহীত ৩টি উদ্যোগ ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে (ফেডারেল এক্সপ্রেসের মাধ্যমে ৩-৫ দিনে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে পাসপোর্ট প্রেরণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওয়েববেজড ডাটাবেজ তৈরী এবং অনলাইনে তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের নিয়োগের আবেদন গ্রহণ)। এছাড়াও পাসপোর্ট তথ্য সহায়তা প্রদানের জন্য হেল্পলাইন চালুকরণ এবং ভিসা ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের জন্য ই-কিউ ম্যানেজম্যান্ট সিস্টেম চালুকরণের উদ্যোগ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন। অধিদপ্তরের নবসৃষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কারিকুলামে ডিজিটাল বাংলাদেশ ও ইনোভেশন সেশন যুক্ত করা হয়েছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার প্রতিবেদন

ক্র. নং	বিষয়	বাস্তবায়ন কার্যকাল	দলনেতা/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	অর্জিত ফলাফল	পরিমাপ
১	৩ থেকে ৫ দিনের মধ্যে বিদেশস্থ মিশনসমূহে আবেদনকারী প্রবাসী বাংলাদেশিদের হাতে পাসপোর্ট পৌঁছে দেওয়া।	২৫ জুন ২০১৬ হতে ০২ এপ্রিল ২০১৭	মহাপরিচালক / (অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন)	বেসরকারি কুরিয়ার সার্ভিস ফেডারেল এক্সপ্রেসের মাধ্যমে ৩ থেকে ৫ দিনের মধ্যে বিদেশস্থ মিশনসমূহে আবেদনকারী প্রবাসী বাংলাদেশিদের হাতে পাসপোর্ট পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। ফলে অনেক কম সময়ে বিদেশস্থ মিশনসমূহে আবেদনকারী প্রবাসী বাংলাদেশিরা পাসপোর্ট পাচ্ছেন। এতে তাদের বিভিন্ন ধরনের হয়রানিও লাঘব হচ্ছে।	৩ থেকে ৫ দিনের মধ্যে বিদেশস্থ মিশনসমূহে আবেদনকারী প্রবাসী বাংলাদেশিদের হাতে পাসপোর্ট বিতরণকৃত।
২	অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের web based ডাটাবেজ তৈরী।	০১ ডিসেম্বর ২০১৬ হতে ৩১ জানুয়ারি ২০১৭	সহকারি পরিচালক (পরিকল্পনা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন)	অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ও চাকুরি সংক্রান্ত তথ্য ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা হয়েছে। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন কার্যক্রম সহজে সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে।	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের web based ডাটাবেজ তৈরীকৃত।
৩	অনলাইনে তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের নিয়োগের আবেদন গ্রহণ।	০৯ মে ২০১৭ হতে ১৬ জুন ২০১৭	অতিরিক্ত মহা পরিচালক (পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন শাখা)	নিয়োগ প্রক্রিয়া সহজে ও স্বচ্ছতার সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।	অনলাইনে তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের নিয়োগের আবেদন গ্রহণের জন্য টেলিটকের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ঃ

ক্র. নং	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল		দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যে কর্মকর্তার নেতৃত্বে সম্পাদিত হবে তাঁর নাম ও পদবী)	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুনগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে)	পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কি না তা)
		শুরু তারিখ	সমাপ্তির তারিখ			
১	পাসপোর্ট আবেদন ফরমে সত্যায়নের বিধান বাতিল করা।	০১ জুলাই ২০১৭	৩০ জুন ২০১৮	বেগম সেলিনা বানু অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন)	জনগণের হয়রানি কমবে এবং দালালের চক্রে পড়ার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে। আবেদনকারী পাসপোর্ট ফরমটি সহজেই পূরণ করে আবেদনপত্র দাখিল করতে পারবে।	পাসপোর্ট আবেদন ফরম পূরণ সহজ হবে। জনগণের হয়রানি কমবে এবং দালালের চক্রে পড়ার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে।
২	স্মার্ট কার্ড প্রাপ্ত নাগরিকদের পুলিশ প্রতিবেদন স্থগিত রেখে এমআরপি প্রদানের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	০১ জুলাই ২০১৭	৩০ জুন ২০১৮	বেগম সেলিনা বানু অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন)	জাতীয়তা নিশ্চিত হয়ে নির্ধারিত সময়ে পাসপোর্ট ইস্যু করা সম্ভব হবে।	স্মার্ট কার্ড প্রাপ্ত নাগরিকদের পুলিশ প্রতিবেদন স্থগিত রেখে এমআরপি প্রদান।
৩	প্রধান কার্যালয়ে হেল্পলাইনসহ 'কেন্দ্রীয় তথ্য কেন্দ্র স্থাপন'।	০১ জুলাই ২০১৭	৩১ ডিসেম্বর ২০১৭	বেগম বিলকিস আফরোজা সিদ্দিকা, সহকারি পরিচালক, (পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন শাখা)	আবেদনকারী নির্দিষ্ট ফোন নাম্বারে (হেল্পলাইনে) ফোন করে অথবা E-mail এর মাধ্যমে 'কেন্দ্রীয় তথ্য কেন্দ্র' হতে পাসপোর্ট ও ভিসা সম্পর্কিত তথ্য জানতে পারবে।	সেবা প্রত্যাশীদের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তি সহজীকৃত।
৪	ভিসা শাখায় ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে ডিজিটাল সিস্টেমে ক্রম (Serial) ব্যবস্থাপনা চালু করা (e-Queue Management)	০১ জুলাই ২০১৭	৩১ ডিসেম্বর ২০১৭	বেগম নাদিরা আক্তার উপপরিচালক (ভিসা ও ইমিগ্রেশন)	ভিসা প্রার্থীদের আবেদন জমা ও ভিসা প্রাপ্তি সহজতর হবে এবং সেবার মান উন্নয়ন হবে।	প্রধান কার্যালয়ে ভিসা শাখায় ডিজিটাল সিস্টেমে ক্রম ব্যবস্থাপনা চালুকৃত।

তথ্য অধিকার আইন ঃ

সেবা গ্রহীতাদের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে দর্শনীয়স্থানে সিটিজেন চার্টার স্থাপন করা হয়েছে। অধিদপ্তরের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা উপপরিচালক (প্রশাসন ও সংস্থাপন) জনাব মো: আবু সাঈদ এবং আপীল কর্মকর্তা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক। এছাড়া, সকল বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা এবং আপীল কর্মকর্তা নির্ধারণ করা হয়েছে। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dip.gov.bd নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। ফেসবুকপেজের মাধ্যমে পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের তথ্য সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া হেল্পলাইনের মাধ্যমে তথ্য সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS) ঃ

অধিদপ্তরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS) ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে উপপরিচালক (প্রশাসন ও সংস্থাপন) জনাব মো: আবু সাঈদকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সকল বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে সাপ্তাহিক গণশুনানির মাধ্যমে অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উত্তম চর্চা (Good Practices) ঃ

বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক উত্তম চর্চা হিসেবে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

- বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের সম্মুখ ভাগে সিটিজেন চার্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- সোনালী ব্যাংকের পাশাপাশি বেসরকারি ০৫টি ব্যাংক (ঢাকা ব্যাংক, ট্রাস্ট ব্যাংক, ওয়ান ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক ও ব্যাংক এশিয়া) এর মাধ্যমে অনলাইনে পাসপোর্ট ফিস গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাসপোর্ট প্রত্যাশীগণ পাসপোর্ট ফি অন-লাইনের মাধ্যমে উল্লেখিত ব্যাংকসমুহে জমা প্রদান করতে পারছেন। এতে করে পাসপোর্ট আবেদনকারীদের পাসপোর্ট ফি জমাদানের দুর্ভোগ দূর হয়েছে এবং পাসপোর্ট ফি জালিয়াতি রোধ করাও সহজ হয়েছে।
- প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাসপোর্ট পেতে দীর্ঘ বিলম্বের বিষয়টি বিবেচনা করে বেসরকারি কুরিয়ার সার্ভিস ফেডারেল এক্সপ্রেসের সাথে চুক্তি করা হয়েছে। ফেডারেল এক্সপ্রেস গত ২ এপ্রিল ২০১৭খ্রিঃ থেকে কার্যক্রম শুরু করেছে। ফলে ৩ থেকে ৫ দিনের মধ্যে বিদেশস্থ মিশনসমূহে আবেদনকারী প্রবাসী বাংলাদেশিদের হাতে পাসপোর্ট পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।
- অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটের মাধ্যমে অনলাইনে মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের আবেদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে আবেদনকারী নিজেই নির্ভুলভাবে আবেদনপত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য সংযোজন করতে পারছেন।
- পাসপোর্টের আবেদনের স্ট্যাটাস মোবাইলে SMS এর মাধ্যমে জানানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবেদনকারীগণ ৬৯৬৯ নাম্বারে SMS করে আবেদনপত্রের অবস্থান, পাসপোর্ট তৈরি হয়েছে কিনা ইত্যাদি জানতে পারেন। তাছাড়া পাসপোর্ট তৈরী হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবেদনকারীর মোবাইলে SMS করা হয়।
- প্রতিটি বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে পাসপোর্ট প্রার্থীদের অভিযোগ শোনা ও নিষ্পত্তির জন্য প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত এক দিন গণশুনানির আয়োজন রাখা হয়েছে।
- দেশের ৬৭টি বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে মোট ৯২ টি হেল্পডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। হেল্পডেস্ক সমূহ হতে পাসপোর্ট প্রার্থীগণ পাসপোর্ট সেবা সংক্রান্ত তথ্যাদি গ্রহণ করছেন। হেল্পডেস্কের মাধ্যমে পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের পাসপোর্ট আবেদনে সহায়তা করা হচ্ছে।
- অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটের মাধ্যমে এমআরপি এবং এমআরভি এর অনুসন্ধান প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। অফিসে না এসেই পাসপোর্ট ও ভিসা প্রার্থীগণ ইন্টারনেট এর মাধ্যমে তাদের আবেদনপত্রের অবস্থান, পাসপোর্ট তৈরি হয়েছে কিনা ইত্যাদি জানতে পারেন। এতে পাসপোর্ট ও ভিসা ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জনসেবা নিশ্চিত হচ্ছে।
- ২০১৬ সাল থেকে 'পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ' উদযাপন করা হচ্ছে; যার মাধ্যমে সেবা প্রার্থীগণ তাদের নিজ নিজ সমস্যাবলী সরাসরি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে পারেন।
- অধিদপ্তরের ফেসবুক পেজের মাধ্যমে নাগরিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করা হয়। বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ সকল বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিসসমূহে মোট ৬৮ টি Facebook page খোলা হয়েছে। Facebook এর মাধ্যমে জনগণ তাদের সমস্যা ও পরামর্শ কর্তৃপক্ষের নজরে আনছেন এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মকর্তাগণ গুরুত্বের সাথে সেসব বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। Facebook পেজ এ সিটিজেন চার্টার সংযুক্ত করা হয়েছে। পাসপোর্ট আবেদন প্রস্তুত সংক্রান্ত নির্দেশাবলীও প্রদর্শন করা হয়েছে। Facebook এর মাধ্যমে গ্রাহক থেকে বিভিন্ন ধরণের পরামর্শ পাওয়া যাচ্ছে যা সেবার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।
- অসুস্থ, বৃদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পৃথক কাউন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- পাসপোর্ট সেবা প্রার্থীদের জন্য অফিসের দর্শনীয় স্থানে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে আবেদনপত্র পূরণের প্রয়োজনীয় শর্ত ও তথ্যাবলী প্রর্দশন করা হচ্ছে।
- সকল অফিসে ওয়েটিং রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং অপেক্ষমানদের জন্য ফ্ল্যাট স্ক্রিন টিভির ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- সপ্তাহের প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা নেটওয়ার্ক কন্ট্রোল টিম ও সাপোর্ট সেলের মাধ্যমে অনলাইন রেসপন্স সিস্টেম চালু করার মাধ্যমে দেশে ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে এমআরপি ও এমআরভি কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।
- ১৫. দাপ্তরিক কাজে উত্তম চর্চার স্বীকৃতি স্বরূপ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও এটি চলমান থাকবে।

পাসপোর্ট অধিদপ্তরের আধুনিক প্রি-এ্যানরোলমেন্ট কার্যক্রম।

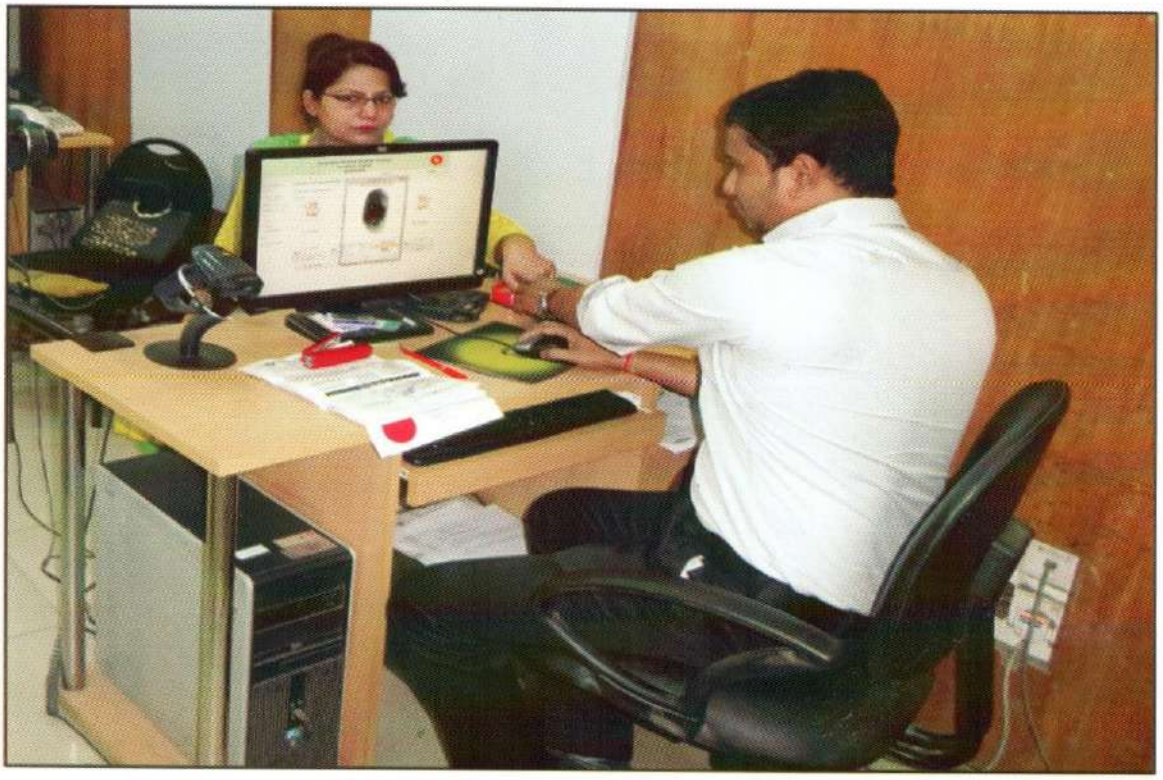

পাসপোর্ট অধিদপ্তরের আধুনিক বায়ো-এ্যানরোলমেন্ট কার্যক্রম।

পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ-২০১৭

পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহে শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর অগ্রগতি ও অবস্থান ঃ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন শাখা) জনাব বিলকিস আফরোজা সিদ্দিকাকে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কারিকুলামে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সেশন যুক্ত করা হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও অগ্রগতি প্রতিবেদন: ২০১৬-২০১৭

কার্যক্রম	সূচক	একক	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ প্রশাসনিক ইউনিট	ভিত্তিরেখা (Base line)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ প্রশাসনিক ইউনিট	প্রকৃত অর্জন	মন্তব্য
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা							
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা	অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	০০	০২	০২	
১.২ অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	নৈতিকতা কমিটি/ প্রশাসন ও অর্থ অধিশাখা	০০	০২	০০	
২. সচেতনতা বৃদ্ধি							
২.১ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা	অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	সকল শাখা	৮	১২	১২	
২.২ শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণার্থী	সংখ্যা	পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ শাখা	১১২	২০০	১৫৯	
৩.আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কার							
৩.১ পাসপোর্ট আইন, ২০১৬ প্রণয়ন	প্রণীত	সময়	পাসপোর্ট ও পরিকল্পনা অধিশাখা	খসড়া মতামতের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	অংশীজনের মতামতের অপেক্ষায়	
৩.২ ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২ বাংলায় ভাষান্তর	ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২ বাংলায় ভাষায় রূপান্তরিত	সময়	পাসপোর্ট ও পরিকল্পনা অধিশাখা	খসড়া মতামতের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২ রহিত হওয়ায় ইমিগ্রেশন আইন, ২০১৭ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	
৩.৩ পাসপোর্ট বিধি, ১৯৭৪ এর পাসপোর্টের মেয়াদ ও সত্যায়ন সম্পর্কিত ধারাটি সংশোধন	পাসপোর্ট বিধি, ১৯৭৪ এর পাসপোর্টের মেয়াদ ও সত্যায়ন সম্পর্কিত ধারাটি সংশোধিত	সময়	পাসপোর্ট ও পরিকল্পনা অধিশাখা	মতামতের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং সম্পন্ন হয়েছে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক জিও জারীর অপেক্ষায় রয়েছে।	

৪. শুদ্ধাচার চর্চার জন্য প্রণোদনা প্রদান							
৪.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান	প্রদত্ত পুরস্কার	সংখ্যা	প্রশাসন ও অর্থ অধিশাখা	০০	০৪	৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে পুরস্কার প্রদান	
৫. ই-গভর্ন্যান্স							
৫.১ অনলাইন রেসপন্স সিস্টেম চালু	ই-মেইল/ এসএমএস-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত বিষয়	সংখ্যা	সিস্টেম এনালিস্ট	০০	৪০	সাপোর্ট শাখা, ডাটা সেন্টার হতে দৈনিক গড়ে ২০০ এর অধিক ই-মেইলের মাধ্যমে পাসপোর্ট ও ভিসা ইস্যু সম্পর্কিত সমস্যা নিষ্পত্তি করা হচ্ছে	
৫.২ ভিডিও কনফারেন্স	অনুষ্ঠিত ভিডিও কনফারেন্স	সংখ্যা	এ্যাসিসটেন্ট সিস্টেম এনালিস্ট	০১	০৩	০২	
৫.৩ ই-টেন্ডার চালুকরণ	ই-টেন্ডার চালুকৃত	তারিখ	সহকারি পরিচালক, সংস্থাপন	০০	৩০/০৬/২০১৭	৫ জন কর্মকর্তাকে সিপিটিইউতে ই-টেন্ডার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তী ক্রয় ই-টেন্ডার এর মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।	
৫.৪ অনলাইনে সেবা প্রদান চালুকরণ	অনলাইন সেবা চালুকৃত	সংখ্যা	প্রোগ্রামার	০০	০২	অধিদপ্তরের প্রধান সেবাসমূহ অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে। নতুন অনলাইন সেবা চিহ্নিত হলে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	
৫.৫ ই- ফাইলিং চালুকরন	ই- ফাইলিং চালুকৃত	তারিখ	সহকারি পরিচালক, (পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ)	০০	২৮/০২/২০১৭	২৮/০২/২০১৭ এর মধ্যে ০৩টি শাখায় ই-ফাইলিং চালু করা হয়েছে	
৬. উদ্ভাবনী উদ্যোগ							
৬.১ ইনোভেশন টিম কর্তৃক উপস্থাপিত উদ্ভাবনী ধারণা (Innovative Idea) বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা	সংখ্যা	ইনোভেশন টিম/ প্রশাসন ও অর্থ অধিশাখা	০০	০৩	০৩ উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন শেষ পর্যায়ে	
৭. জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ							
৭.১ অডিট কমিটির সভা আয়োজন	আয়োজিত সভা	সংখ্যা	উপপরিচালক (অর্থ ও নিরীক্ষা)	০০	০২	০০	
৮. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে উল্লিখিত মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম							
৮.১ নির্ধারিত সময়ে এমআরপি ইস্যুকরণ	ইস্যুকৃত এমআরপি	সংখ্যা	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন)	৩১৪৩৩০১	৩২০০০০	৩২৭৫৯৫৮	

৮.২ নির্ধারিত সময়ে এমআরভি ইস্যুকরণ	ইস্যুকৃত এমআরভি	সংখ্যা	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন)	৫০৪০৬	৫১০০০	১৫৬৬৮০	
৯. মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম							
৯.১ হয়রানিমুক্তভাবে পাসপোর্ট সেবা প্রদানের জন্য প্রত্যেক কর্মদিবসের শুরুতে পাসপোর্ট সেবা প্রদান কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনা সভা আয়োজন	আয়োজিত আলোচনা সভা	সংখ্যা	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (মাসব্য ও অর্থ)	১২০	১৫০	১৫০	
৯.২ পাসপোর্ট সেবা প্রার্থীদের বিভিন্ন সমস্যা দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে ফেসবুক পেইজের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা	ফেসবুক পেইজের মাধ্যমে পরিচালিত কার্যক্রম	সংখ্যা	এ্যাসিসটেন্ট সিস্টেম এনালিস্ট	২০	১০০	১১০	
১০. বাজেট বরাদ্দ							
১০.১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য আনুমানিক (Indicative) বাজেট বরাদ্দ	বরাদ্দকৃত অর্থ	লক্ষ টাকা	উপপরিচালক (অর্থ ও নিরীক্ষা)	০০	২০০০০০	০০	
১১. পরিবীক্ষণ							
১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল	পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত	তারিখ	ফোকাল পয়েন্ট	০৭/০৪/২০১৪	২০/০৩/২০১৭	সংশোধিত কর্মপরিকল্পনা ২২ মার্চ ২০১৭ তারিখে দাখিলকৃত	
১১.২ মন্ত্রণালয় বিভাগে পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিল	পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	-	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যথাসময়ে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিল	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যথাসময়ে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত	

২০১৬-২০১৭ সনের উন্নয়ন কর্মকান্ডের বিবরণ ঃ

১. এমআরপি ও এমআরভি কার্যক্রম সম্প্রসারণ ঃ

বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "ইন্ট্রোডাকশন অব মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এন্ড মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৭টি বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, ৬৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ৭টি ভিসা সেল, ৩৩ টি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট, ৭০টি এসবি/ডিএসবি অফিস, কেন্দ্রীয় পার্সোনালাইজেশন সেন্টার, কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার, ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং ৬৫টি বাংলাদেশ দূতাবাসে এমআরপি ও এমআরভি কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রায় সম্পন্ন হয়েছে।

জনসংখ্যার ঘনত্ব ও জনগণের চাহিদার কথা বিবেচনা করে জনগণকে দ্রুত পাসপোর্ট সেবা দেয়ার নিমিত্ত ঢাকা জেলায় অতিরিক্তি ৪(চারটি) স্থানে (ঢাকা পূর্বাঞ্চল, ঢাকা পশ্চিমাঞ্চল, ঢাকা সেনানিবাস ও সচিবালয়) ৪(চারটি) পাসপোর্ট আবেদন প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র সৃজন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২টি অফিস এমআরপি প্রদান কার্যক্রম শুরু করেছে। অবশিষ্ট ২টি অফিস স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট(এমআরপি) ইস্যু হয়েছে ৩২,৭৫,৯৫৮টি। এমআরপি প্রদানের পাশাপাশি বিদেশস্থ মিশনসমূহ হতে মেশিন রিডেবল ভিসা(এমআরভি) প্রদানের কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। ফলে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এমআরভি ইস্যুর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

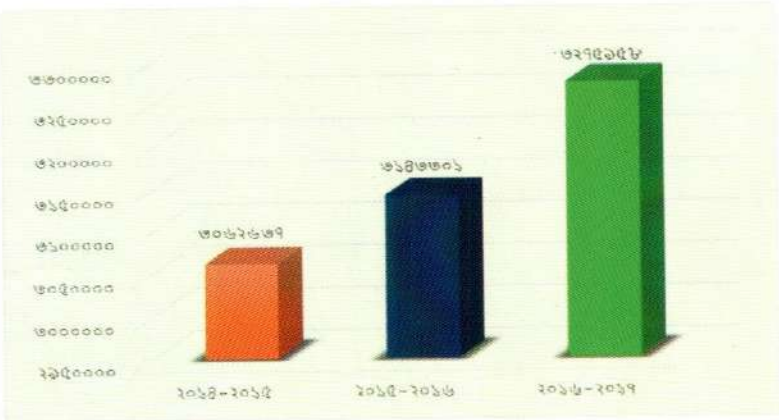

লেখচিত্র (ক): ২০১৬-২০১৭ সালে এমআরপি ইস্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি

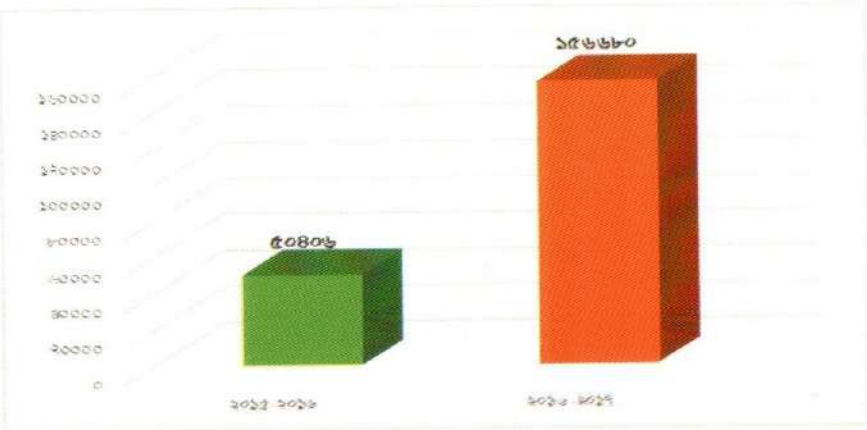

লেখচিত্র (খ): ২০১৬-২০১৭ সালে এমআরভি ইস্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি

২. পাসপোর্ট সেবায় ডিজিটাল কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্তি ঃ

প্রতিটি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের জন্য আলাদা Facebook ID খোলার মাধ্যমে পাসপোর্ট সেবা প্রদানের লক্ষ্যে Facebook পেজ এ সিটিজেন চার্টার সংযুক্ত করা হয়েছে। পাসপোর্ট আবেদন প্রস্তুত সংক্রান্ত নির্দেশাবলীও প্রদর্শন করা হয়েছে। Facebook এর মাধ্যমে গ্রাহক থেকে বিভিন্ন ধরণের পরামর্শ পাওয়া যাচ্ছে যা সেবার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। জেলার ওয়েব পোর্টালে আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসসমূহ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে।

৩.আইন প্রণয়ন ও বিধি সংশোধন ঃ

পাসপোর্ট আইন ২০১৬ এর খসড়া প্রস্তুত করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ পাসপোর্ট বিধিমালা-১৯৭৪ এর বিধি ৪ এর উপধারা-২ (আবেদনপত্র সত্যায়নের পদ্ধতি) প্রত্যাহার এবং বিধি-৫ এর উপ-বিধি(১) সংশোধন পূর্বক পাসপোর্টের মেয়াদ প্রাথমিকভাবে সর্বনিম্ন ৫ বছর এবং সর্বোচ্চ ১০ বছর করার প্রস্তাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণলায়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৪.'পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ-২০১৭' উদযাপন ঃ

''পাসপোর্ট নাগরিক অধিকার, নিঃস্বার্থ সেবাই অঙ্গীকার" এই মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ থেকে দ্বিতীয়বারের মতো ''পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ-২০১৭" পালন করা হয়। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি "পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ- ২০১৭" উদ্বোধন করেন।

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে "পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ-২০১৭" উদ্বোধন করেন

সেবা সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ।

সেবা সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখছেন মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অদিদপ্তর।

৩. অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঃ

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৯টি বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের নিজস্ব ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ১০৭ কোটি ৬০ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা ব্যয়ে ১৭(সতের)টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। আরও ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন। ঢাকার উত্তরায় প্রায় ৪৫(পঁয়তাল্লিশ) কোটি টাকা ব্যয়ে একটি পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্সের নির্মাণ কাজ চলছে।

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, কক্সবাজার এর নবনির্মিত ভবন শুভ উদ্বোধন

আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, কক্সবাজার এর নবনির্মিত ভবন।

আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, যাত্রাবাড়ি এর নবনির্মিত ভবন

আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, উত্তরা এর নবনির্মিত ভবন

চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	সংস্থার নাম	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)
১	২	৩	৪	৫
১.	বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর	ইন্ট্রোডাকশন অব মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এন্ড মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) ইন বাংলাদেশ	(জানু: ১২- জুন ২০১৭) (প্রস্তাবিত ডিসেম্বর' ২০১৭)	৭১০২৬.০০
২.		পাসপোর্ট তথ্য সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন	(জানু: ১৫- জুন ২০১৯)	৪৪৯৮.৭৯
৩.		"১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ"	(জুলাই' ২০১৬ - জুন ২০২০)	১০৭৬০.৯৯

উত্তরায় নির্মাণাধীন পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশান কমপ্লেক্স এর স্থাপত্য নকশা।

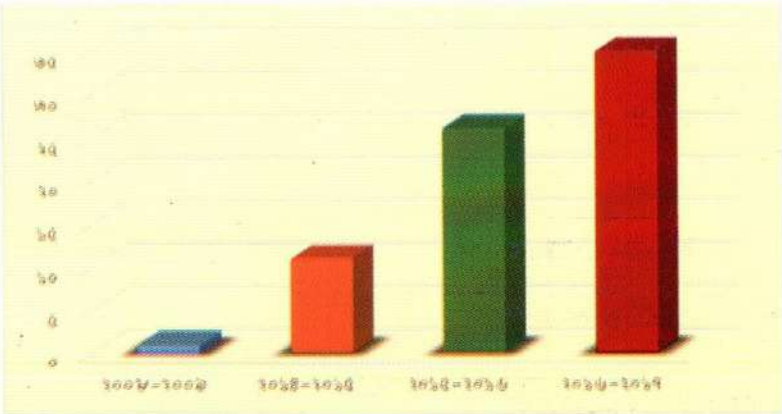

লেখচিত্র গ : ২০০৮ হতে ২০১৭ সালের মধ্যে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের নিজস্ব ভবনের সংখ্যা বৃদ্ধি।

৪. ই-পাসপোর্ট প্রবর্তন ঃ

এমআরপি এর উন্নত সংস্করণ ই-পাসপোর্ট প্রবর্তনের জন্য অধিদপ্তর কর্তৃক খসড়া DPP প্রণয়ন করা হয়েছে।

৫. AFIS সিস্টেম আপগ্রেডেশন ঃ

AFIS সিস্টেমের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি ও আপগ্রেডেশনের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে অধিদপ্তর কর্তৃক IRIS JV এর সাথে চুক্তি করা হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সম্প্রসারণের বিবরণ ঃ

২০১০ এ মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) প্রবর্তনের ফলে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসের আওতায় দেশের সকল জেলায় পাসপোর্ট অফিস স্থাপন করা হয়। প্রধান কার্যালয়ে পার্সোনালাইজেশন সেন্টার, ডাটা সেন্টার ও ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার সৃজন করা হয়। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকায় স্থাপিত ১টি ভিসা সেল-এর অতিরিক্ত ৬টি ভিসা সেল এবং মোট ৯টি বহিরাগমন চেকপোষ্টে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের জনবল সৃজন করা হয়। এর মাধ্যমে অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন মোট অফিসের সংখ্যা হয় ৮৬টি এবং মোট জনবল দাঁড়ায় ১১৮৪ জন।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে জনগণকে দ্রুত পাসপোর্ট সেবা দেয়ার নিমিত্ত ঢাকা জেলায় ৪(চার)টি স্থানে (ঢাকা পূর্বাঞ্চল, ঢাকা পশ্চিমাঞ্চল, ঢাকা সেনানিবাস ও সচিবালয়) ০৪(চার)টি পাসপোর্ট আবেদন প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র সৃজন করা হয়েছে। তারমধ্যে ২টি অফিস এমআরপি প্রদান কার্যক্রম শুরু করেছে। অবশিষ্ট ২টি অফিস স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

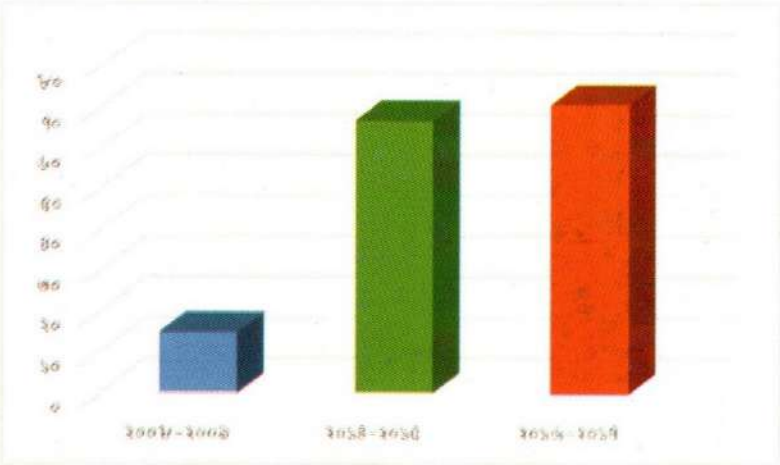

লেখচিত্র ঘ : ২০১৬-২০১৭ সালে কার্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি

পরিকল্পনাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণ ঃ

বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দবিহীনভাবে অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের বিবরণ ঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল
১।	''১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ'' (জুলাই'২০১৭ হতে জুন'২০১৯)
২।	ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ (জুলাই'২০১৭ হতে জুন'২০২০)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল
৩।	ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের জন্য আধুনিক প্রশিক্ষণকেন্দ্র নির্মাণ (জুলাই'২০১৭ হতে জুন'২০২০)
৪।	``Implementation of E-Passport and Automated Border Control Management in Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৪)

প্রশিক্ষণ ঃ

বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বহিরাগমন ও পাসপোর্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ও বিদেশস্থ মিশনে প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২ জন কর্মকর্তাসহ ২৭৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন বিধি-বিধান ও এমআরপি এন্ড এমআরভি প্রযুক্তি ও সফটওয়্যারের ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৯ জন নবনিযুক্ত সহকারী পরিচালকদের ২ মাস ব্যাপি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ বিভিন্ন বিষয়ে দেশে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন।

ক্র. নং	প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	ইন হাউজ প্রশিক্ষণ	১৯ টি	২৬০ জন
২	অন্যান্য সংস্থায় প্রশিক্ষণ	৩ টি	১৬ জন

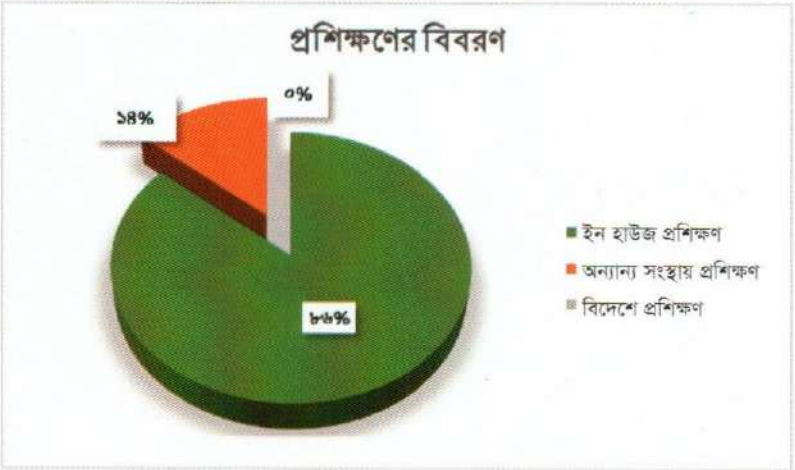

লেখচিত্রঃ (ঙ) ২০১৬-২০১৭ সালে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি

ইনোভেশন বিষয়ে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণের স্থিরচিত্র :

বিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাউন্ডেশন কোর্সে প্রথমবারের মত অংশগ্রহন কারী বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালকগণ

ফাউন্ডেশন কোর্সের সনদ বিতরণী অনুষ্ঠান

সেবা প্রদানের তুলনামূলক বিবরণী ঃ

ক্র. নং	বিষয়	২০১৫-২০১৬ অর্থবছর	২০১৬-২০১৭ অর্থবছর
১	মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট ইস্যু	৩১,৪৩,৩০১টি	৩২,৭৫,৯৫৮টি
২	মেশিন রিডেবল ভিসা ইস্যু	৫০৪০৬টি	১৫৬৬৮০টি
৩	গণশুনানির মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পত্তি	১৯৮ টি	১৫০৪ টি

অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমের বিবরণ ঃ

১. ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় অংশগ্রহণ।

সকল জেলায় অনুষ্ঠিত ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন জেলায় ও বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ও সনদ অর্জন করেছে।

বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় অংশগ্রহণ করে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ও সনদ গ্রহণের কিছু স্থির চিত্র।

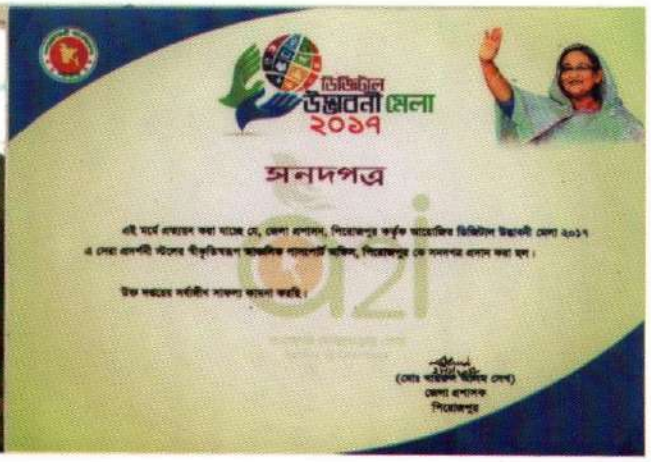

ঢাকায় অনুষ্ঠিত ডিজিটাল উদ্বোধনী মেলায় দর্শকের ভিড়

বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় অংশগ্রহণ করে প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ সনদের কয়েকটি।

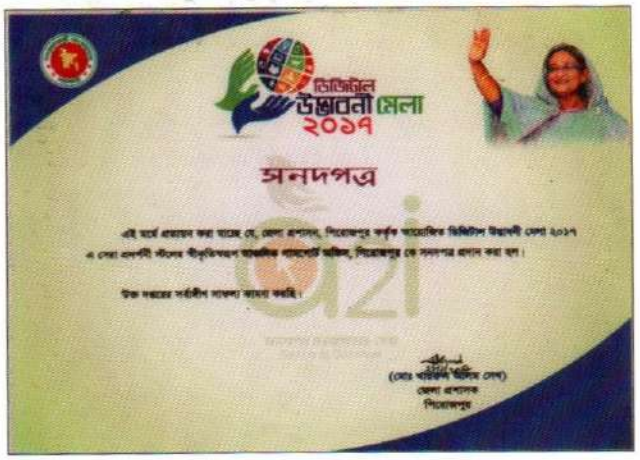

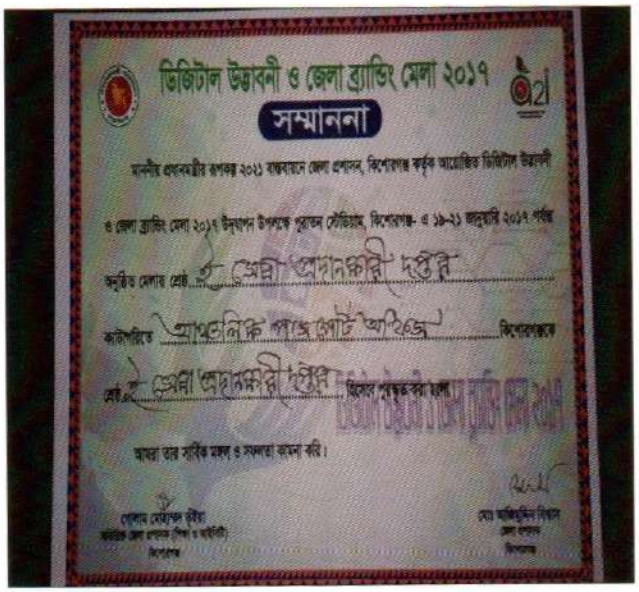

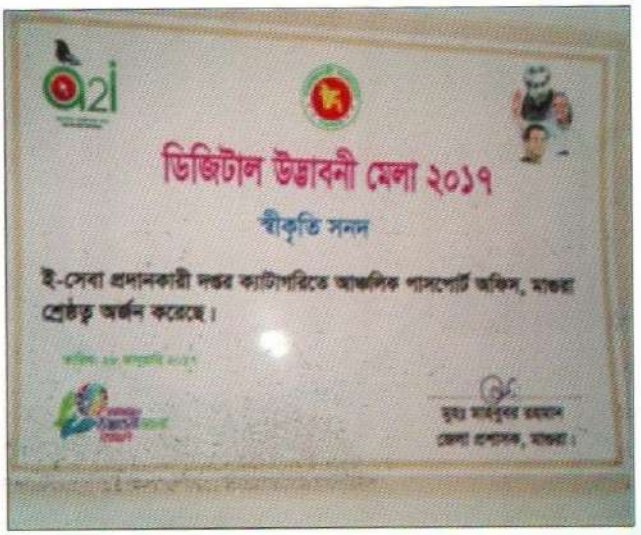

বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপ ঃ

স্বল্প মেয়াদী ঃ

(১) অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এমআরপি-এমআরভি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ।

(২) সেবার মান উন্নতকরণের লক্ষ্যে এমআরপি-এমআরভি কার্যক্রমটি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

(৩) এমআরপি-এমআরভি প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত যন্ত্রপাতি ডিআইপি'র নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। এ সকল যন্ত্রপাতির ওয়ারেন্টি সময় ছিল ০৫(পাঁচ) বৎসর। যন্ত্রপাতিসমুহে ওয়ারেন্টি পিরিয়ড শেষ হয়ে যাওয়ায় এগুলো প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন। সে জন্য টেন্ডারের মাধ্যমে যন্ত্রপাতি ক্রয় করার উদ্যোগ গ্রহণ।

(৪) এমআরপি-এমআরভি প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রয়কৃত সফট্ওয়্যারসমূহ প্রয়োজন অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য টেন্ডারের মাধ্যমে ভেন্ডর নিয়োগ।

(৫) যন্ত্রপাতি, পার্সোনালাইজেশন মেশিন, জেনারেটর, এসি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য Annual Maintenance Contract টেন্ডারের মাধ্যমে সম্পন্নকরণ।

(৬) পাসপোর্ট আইন যুগোপযোগীকরণ।

(৭) শূন্য পদসমূহ সরাসরি/ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ।

(৮) নিয়োগবিধি সংশোধন।

(৯) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাতায়াতের জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(১০) পরামর্শক নিয়োগ।

(১১) বাংলাদেশ মিশনসমূহে জনবল পদায়নসহ আহরিত রাজস্ব প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।

(১২) একজন লিগ্যাল এডভাইজার নিয়োগ।

(১৩) নতুন সাংগঠনিক কাঠামো বাস্তবায়ন।

মধ্য মেয়াদী ঃ

(১) প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ।

(২) প্রধান কার্যালয়ের জন্য জায়গা নির্ধারণপূর্বক ভবন নির্মাণ।

(৩) অবশিষ্ট আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের নিজস্ব ভবন নির্মাণ।

(৪) পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স নির্মাণ।

দীর্ঘ মেয়াদী ঃ

(১) ই-পাসপোর্ট বাস্তবায়ন।

(২) ইমিগ্রেশন ই-গেইট প্রচলন।

(৩) নিজস্ব পাসপোর্ট ফ্যাক্টরীতে পাসপোর্ট তৈরী।

(৪) ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত সমগ্র কার্যক্রমকে এক ছাতার নীচে পরিচালনা করা।

আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস উত্তরার নবনির্মিত ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

বেসরকারি সংস্থা FedEx এর মাধ্যমে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে পাসপোর্ট দ্রুত পৌছানো কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাদককে না বলি

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

বার্ষিক প্রতিবেদন ঃ ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর

১. পটভূমি ও ক্রমবিকাশ ঃ

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মাদকদ্রব্যের উপস্থিতি অতি প্রাচীন। পূজা-পার্বণ, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান এবং বিনোদনে এদেশের অনেক আদি জনগোষ্ঠির মধ্যে মদ, তাড়ী, পচুঁই ও গাঁজা-ভাং -এর প্রচলন ছিল। উপজাতীয় সংস্কৃতিতে জগরা, কানজি ও দোচোয়ানি ইত্যাদির ব্যবহার এখনও অব্যাহত রয়েছে। বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থে এদেশে আফিম চাষ ও আফিম ব্যবসা করে। ১৮৫৭ সালে বৃটিশ ইন্ডিয়ান সরকার আফিম ব্যবসাকে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে এর পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য প্রথম আফিম আইন প্রবর্তন করে এবং আফিম ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে ১৮৭৮ সালে সংশোধিত আফিম আইন প্রণয়ন করা হয়। অতঃপর গাঁজা ও মদ থেকেও রাজস্ব আদায় শুরু হয় এবং ১৯০৯ সালে বেঙ্গল এক্সাইজ এ্যাক্ট প্রণয়ন ও বেঙ্গল এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব প্রাপ্ত বেঙ্গল এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টকে ষাটের দশকে এক্সাইজ এন্ড ট্যাক্সেশন ডিপার্টমেন্ট হিসেবে নামকরণপূর্বক অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। ১৯৭৬ সালে এ ডিপার্টমেন্টকে পুনরায় নারকটিকস এন্ড লিকার পরিদপ্তর নামে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

১৯৮৯ সাল পর্যন্ত নারকটিকস এন্ড লিকার পরিদপ্তরের মূল লক্ষ্য ছিল দেশে উৎপাদিত মাদকদ্রব্য থেকে রাজস্ব আদায় করা। আশির দশকে সারা বিশ্বে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৮৪ সালে আফিম এবং মদের বিকল্প হিসেবে বহুল ব্যবহৃত মৃতসঞ্জীবনী সুরা ও ১৯৮৭ সালে গাঁজার চাষ বন্ধ করা হয় এবং ১৯৮৯ সালে সমসত্ত্ব গাঁজার দোকান তুলে দেয়া হয়। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধ, মাদকের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গণসচেতনতার বিকাশ এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনকল্পে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ প্রণয়ন এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (Department of Narcotics Control) প্রতিষ্ঠা করা হয়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন যুগোপযোগী করার জন্য সময়ে সময়ে সংশোধন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৯৭ সালে সরকার নতুন করে কোন মদের দোকান চালু না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

২. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission) ঃ

রূপকল্প (Vision) ঃ মাদকাসক্তি মুক্ত বাংলাদেশ গড়া।

অভিলক্ষ্য (Mission) ঃ দেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধে এনফোর্সমেন্ট ও আইনী কার্যক্রম জোরদার, মাদকবিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে দেশে মাদকের অপব্যবহার কমিয়ে আনা।

৩. কার্যাবলী (Functions) ঃ

১. মাসিক বুলেটিন প্রকাশ;

২. মাদকবিরোধী প্রচারণা, লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ;

৩. মাদকবিরোধী শর্ট ফিল্ম প্রদর্শন;

৪. ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ায় মাদকবিরোধী আলোচনা ও প্রচার সম্প্রসারণ;

৫. শিক্ষা কারিকুলামে মাদক সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ;

৬. মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম;

৭. কারাগারসমূহে মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম;

৮. মাদক পাচার প্রতিরোধে অভিযান পরিচালনা;

৯. নিয়মিত মামলা রুজুকরণ;

১০. গোয়েন্দা নজরদারী বৃদ্ধির মাধ্যমে রুট ও স্পট চিহ্নিতকরণ;

১১. মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী ও মজুদদারীদের তালিকা প্রস্তুতকরণ;

১২. বিভাগীয় পর্যায়ে নিরাময় কেন্দ্র চালুকরণ;

১৩. ইউনিভার্সেল ট্রিটমেন্ট কারিকুলাম অনুযায়ী চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ, কাউন্সিলর ও মনোবিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ;

১৪. সকল জেলায় বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন;

১৫. দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান;

১৬. পোশাক ও ওয়াকিটকি সরবরাহ;

১৭. ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/উন্নয়ন;

১৮. কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার আধুনিকীকরণ এবং

১৯. প্রিকারসর কেমিক্যালসসহ অন্যান্য লাইসেন্সিদের সেবা প্রদান।

৪. জনবল ঃ

শ্রেণির নাম	মঞ্জুরিকৃত	কর্মরত	শূন্য	মন্তব্য
১ম শ্রেণি	১৫৯	৯০	৬৯	
২য় শ্রেণি	১৭১	১৪৩	২৮	এছাড়া বিলুপ্তকৃত পদে ০৪ জন কর্মরত আছে।
৩য় শ্রেণি	১০৩৩	৬৩৪	৩৯৯	এছাড়া বিলুপ্তকৃত পদে ১৪ জন কর্মরত আছে।
৪র্থ শ্রেণি	৩৪৩	৮৫	২৫৮	-
মোট	১৭০৬	৯৫২	৭৫৪	-

২১ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে শিশু একাডেমি কমপ্লেক্স ঝিনাইদহে এনজিও দুরন্ত এর উদ্যোগে মাদকবিরোধী সাইকেল র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন স্থানে মাদকের কুফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়

৫। বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তির বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রার মূল্যায়ন প্রতিবেদন ঃ

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৬-১৭ (Target/Criteria Value for FY2 2016-2017)	অর্জন (Achievement)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.মাদকবিরোধী গনসচেতনতা সৃষ্টি ও সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ। (মাদক চাহিদা হ্রাস)	১.১ মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ	১.১.১ বিতরণকৃত লিফলেট	সংখ্যা	৭	২৫০০০০	৭,২৬,০০০
	১.২ মাদকবিরোধী পোষ্টার	১.২.১ বিতরণকৃত পোষ্টার	সংখ্যা	৮	১১০০০০	১,৫২,৯৮৮
	১.৩ মাদকবিরোধী সভা ও সেমিনার	১.৩.১ আয়োজিত সভা ও সেমিনার	সংখ্যা	৪	৫৭০০	৭,১৯১
	১.৪ মাদকবিরোধী সর্ট ফ্লিম প্রদর্শণ।	১.৪.১ প্রদর্শিত শর্ট ফ্লিম।	সংখ্যা	৮	৫০০	১,৪৬৩
২. মাদক সরবরাহ হ্রাস।	২.১. মাদক পাচার প্রতিরোধে অভিযান পরিচালনা।	২.১.১ পরিচালিত অভিযান।	সংখ্যা	৮	৩৪১৮৯	৩৫৫২৬
	২.২. মামলা রুজুকরণ।	২.২.১ রুজুকৃত মামলা	সংখ্যা	৪	৯৭৭০	১০৩৩৯ [নিয়মিত মামলা-৪৪১৮ মোবাইল কোর্টের মামলা-৫৯২১]
	২.৩. গোয়েন্দা নজরদারী বৃদ্ধির মাধ্যমে স্পট চিহ্নিতকরণ	২.৩.১ চিহ্নিত স্পট	সংখ্যা	৫	৪৩০	৬০০
	২.৪. মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী ও মজুদদারীদের তালিকা প্রস্তুতকরণ।	২.৪.১ প্রস্তুতকৃত তালিকা।	সংখ্যা	৬	১৮৩০	১৮৩৫
৩. মাদকের ক্ষতি হ্রাস ও মাদকাসক্ত চিকিৎসা	৩.১.মাদকাসক্ত ব্যক্তির চিকিৎসা প্রদান	৩.১.১ চিকিৎসা প্রদানকৃত মাদকাসক্তি ব্যক্তি	সংখ্যা	৫	১৮০০০	২৩,৭৫১
	৩.২ মাদকাসক্তদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান	৩.২.১ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে স্থাপিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে প্রদানকৃত প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৪	৫৫	১৬৬
৪. মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা	৪.১.দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।	৪.১.১ প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা-কর্মচারী	সংখ্যা	৮	৬৯০	৯৯৭
	৪.২ অফিস পরিদর্শন।	৪.২.১ পরিদর্শিত অফিস।	সংখ্যা	৫	১৭৪	১০৮ (লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি)
	৪.৩ প্রিকারসর কেমিক্যালসসহ অন্যান্য লাইসেন্সীদের সেবা প্রদান ।	৪.৩.১প্রদানকৃত লাইসেন্স।	সংখ্যা	৮	২৯	৪৭

৬. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) ঃ এসডিজির ৩.৫.১ ও ৩.৫.২ এর বিষয়ে অধিদপ্তর লীড এজেন্সি হিসেবে কাজ করছে, যার এ্যাকশন প্লান প্রস্তুত পূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৭. উদ্ভাবন (Innovation) ঃ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত ইনোভেশন ঃ

ক্রম	বিষয়	বাস্তবায়ন কার্যকাল	দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা	অর্জিত ফলাফল	পরিমাপ
১.	২টি টিভি ফিলার, ২টি নাটিকা, ০৮টি টকশো প্রস্তুত পূর্বক প্রদর্শন করা।	০১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ থেকে ৩০ জুন,২০১৭	পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)।	বিপুল সংখ্যক স্টেক হোল্ডারকে সচেতন করা গেছে, এতে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং মাদকাসক্তের সংখ্যা হ্রাস পাবে।	স্টেক হোল্ডারদের সংখ্যা ।
২.	অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ওয়াইফাই কার্যক্রম বাস্তবায়ন।	০১ মার্চ,২০১৭ -২৫ মার্চ,২০১৭	সিস্টেম এনালিস্ট ও সহকারী প্রোগ্রামার	প্রধান কার্যালয়ের যে কোন স্থান হতে সকল কর্মচারী ইন্টারনেট সংযোগ পাচ্ছে। ফলে দ্রুততম সময়ে, স্বল্প খরচে তথ্য ই-মেইলে আদান প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে ।	ইন্টারনেট আদান প্রদানের সংখ্যা ও ইমেইল আদান প্রদানের সংখ্যা
৩.	প্রধান কার্যালয়ের সকল অধিশাখার কম্পিউটারসমূহের মধ্যে ল্যান স্থাপন।	০১ মার্চ,২০১৭ থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭	সিস্টেম এনালিস্ট ও সহকারী প্রোগ্রামার	অনলাইন কার্যক্রম, ই-ফাইল কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে সহায়ক হচ্ছে।	ল্যান কার্যক্রমে সংযুক্ত কম্পিউটারের সংখ্যা ৪৮টি।
৪.	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সহায়তায় অধিদপ্তরের মাঠ কার্যালয়সহ সকল কার্যালয়ের জন্য ডোমেইনভুক্ত ই-মেইল চালু করা।	০১অক্টোবর,২০১৬ থেকে ৩০ জুন,২০১৭	সিস্টেম এনালিস্ট ও সহকারী প্রোগ্রামার	অধিক নিরাপদভাবে তথ্য প্রদান করা যাচ্ছে।	অধিদপ্তরে ডোমেইনভুক্ত ই-মেইলের সংখ্যা ৫৩৬টি।
৫.	উপ অঞ্চল/জেলা কার্যালয় হতে প্রতি মাসে মাদকবিরোধী গণসচেতনতা কার্যক্রমের তথ্য অন-লাইনে প্রেরণ এবং প্রেরিত তথ্য ইনপুট দেয়ার জন্য ডাটাবেইজ তৈরী।	০১ জুলাই,২০১৬ থেকে মে,২০১৭	সহকারী পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)	দ্রুত ও কম খরচে তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হচ্ছে।	অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়।
৬.	আসন্ন অমর একুশে গ্রন্থ মেলা -২০১৭ এ অধিদপ্তরের পক্ষে একটি স্টল বরাদ্দ নিয়ে মেলায় আগত বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থীকে মাদকের কুফল সম্পর্কে অবহিত ও সচেতন করা এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা সেবা বিষয়ে জানা যাবে।	০১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি,২০১৭	পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)।	দীর্ঘ এক মাসব্যাপী চলমান মেলায় বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থীর আগমন হয়েছে। ফলে একই স্থানে দীর্ঘ সময়ব্যাপী বিপুল সংখ্যক লোককে মাদকের ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে সহজে সচেতন করা সম্ভব হয়েছে।	দর্শনার্থী প্রায় ৩০,০০০(ত্রিশ হাজার) জন।

৮। তথ্য অধিকার আইন ঃ তথ্য অধিকার আইন মোতাবেক চাহিত তথ্যাদির সরবরাহ প্রদান করা হয়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-পরিচালক (প্রশাসন) এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত আপীল কর্তৃপক্ষ পরিচালক(প্রশাসন)। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (**www.dnc.gov.bd**) হালনাগাদ করা হচ্ছে এবং এ থেকে যে কেউ অধিদপ্তরের তথ্যাদির সরবরাহ পাচ্ছে। এছাড়া অধিদপ্তরের নিজস্ব ফেসবুক পেজের মাধ্যমেও তথ্য সহায়তা দেয়া হচ্ছে।

৯। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS) ঃ অধিদপ্তরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (**GRS**) এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে পরিচালক (প্রশাসন) কে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। অধিদপ্তরে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের বিষয়ে শুনানীপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

১০। উত্তম চর্চা (Good practice) ঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত উত্তম চর্চা (Good practice) সমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এসব উত্তম চর্চা অনুসরণসহ বহুল প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিপ্তরের যাবতীয় অফিস সরঞ্জামাদি, নথি পত্র, রেজিস্টার, চাকুরী বহি, এসিআর ও অন্যান্য মালামাল বিধি মোতাবেক যথাযথভাবে সংরক্ষণকরণ।
- অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রত্যেক কার্যালয়ে প্রাপ্ত পত্রসমূহ যথাসময়ে নথিতে উপস্থাপনসহ প্রাপ্ত পত্রের চাহিত তথ্যাদি নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার কমপক্ষে ০২(দুই) কর্মদিবস পূর্বে প্রেরণকরণ।
- অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রত্যেক অফিস ও অফিস আঙ্গিনা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।
- প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যথাসময়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং কর্মঘন্টা শেষ হওয়ার পূর্বে অফিস ত্যাগ না করা।
- মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিরা (বিশেষ করে সিপাই, এএসআই, এসআই ও পরিদর্শকগণ) অভিযান, তথ্য/গোপন সংবাদ সংগ্রহ বা অন্যকোন সরকারি কাজে অফিসের বাহিরে গমনকালে বিষয়টি মুভমেন্ট রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং বাহির হতে অফিসে ফিরে আসার সময়টিও মুভমেন্ট রেজিস্টারে অন্তর্ভূক্তকরণ।
- অফিস সহায়ক, নৈশপ্রহরী/দারোয়ান, গাড়ীচালক, সিপাই, এএসআই, এসআই ও পরিদর্শকগণ কর্তৃক অধিদপ্তর হতে প্রদানকৃত নির্ধারিত সরকারি পোশাক পরিধানপূর্বক অফিসকরণ।
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পিআরএল/পেনশন সংক্রান্ত কার্যাদি যথাসময়ে নিস্পত্তিকরণ। অবসরজনিত আর্থিক সুবিধাদি গ্রহণের জন্য পিআরএল এ যাওয়ার পূর্বে কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে চাহিদামত স্থানে বদলিকরণ।
- জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে তাৎক্ষণিক প্রকাশকরণ।
- জনগণকে সেবা প্রদান করার জন্য প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসে সিটিজেন চার্টার ও অভিযোগ বক্স স্থাপনসহ সেবা গ্রহণকারীদের সাথে সদ্ব্যবহারকরণ।

১১। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর অগ্রগতি ও অবস্থান ঃ অধিদপ্তরের প্রতিটি প্রশিক্ষণে শুদ্ধাচার বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ২০১৬-২০১৭ সালের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো নিম্নরূপ ঃ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি প্রতিবেদন ঃ ২০১৬-২০১৭

সংস্থার নাম ঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

কার্যক্রম	সূচক	একক	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ প্রশাসনিক ইউনিট	ভিত্তি রেখা (Baseline)	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	মন্তব্য
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা							
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা।	অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	পরিচালক (প্রশাসন)	০১	০৪	০৪	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে
১.২ অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা।	অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	ঐ	০০	০৪	০৪	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে
২. সচেতনতা বৃদ্ধি							
২.১ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা।	অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	পরিচালক (প্রশাসন)	০০	০৪	০৪	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে
২.২ শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সচেতনতা, বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ।	প্রশিক্ষণার্থী	সংখ্যা	সহকারী পরিচালক (কমন সার্ভিস)	৩০২	৩৩০	৯৯৭	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে
৩. আইন/ বিধি/ নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কার।							
৩.১ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর সংশোধন।	সংশোধিত আইন প্রণীত	%	উপপরিচালক (প্রশাসন)	২৫	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ সংশোধন	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের খসড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	

৩.২ কর্মকর্তা ও কর্মচারি নিয়োগ বিধিমালা-১৯৯৪ সংশোধন।	সংশোধিত বিধিমালা	%	উপপরিচালক (প্রশাসন)	২৫	নিয়োগ বিধিমালা সংশোধন	নিয়োগ বিধিমালা সংশোধনের কার্যক্রম অধিদপ্তরে চলমান রয়েছে।	
৩.৩ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (এ্যালকোহল) বিধিমালা-২০১৬ প্রণয়ন।	প্রণীত বিধিমালা	%	উপপরিচালক (প্রশাসন)	২৫	এ্যালকোহল বিধিমালা প্রণয়ন	মন্ত্রণালয়ের সংশোধন অনুযায়ী অধিদপ্তরে খসড়ার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	
১. শুদ্ধাচার চর্চার জন্য প্রণোদনা প্রদান							
৪.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান	প্রদত্ত পুরস্কার	সংখ্যা	পরিচালক (প্রশাসন)	০০	০৪		পুরস্কার প্রদানের জন্য কমিটি গঠনসহ মাঠ পর্যায়ে প্রস্তাব আহ্বান করা হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর হতে পুরস্কার প্রদান করা হবে।
২. ই-গভর্ন্যান্স							
৫.১ অনলাইন রেসপন্স সিস্টেম চালু	ই-মেইল/ এস.এম.এস এর মাধ্যমে নিস্পত্তিকৃত বিষয়	সংখ্যা	সিস্টেম এনালিস্ট	১২০	১৪৪	১৫২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে
৫.২ ভিডিও কনফারেন্স	অনুষ্ঠিত ভিডিও কনফারেন্স	সংখ্যা	সিস্টেম এনালিস্ট	০০	০৬	০৫	লক্ষ্যমাত্রা প্রায় অর্জিত হয়েছে
৫.৩ ই-টেন্ডার চালুকরণ	ই-টেন্ডার চালুকৃত	সংখ্যা	উপপরিচালক (প্রশাসন)	০০	০২	০০	২০১৭-২০১৮ অর্থবছর হতে চালু করা হবে।
৫.৪ অনলাইনে সেবা প্রদান চালুকরণ	অনলাইনে সেবা চালুকৃত	সংখ্যা	সিস্টেম এনালিস্ট	০০	০২	০১	-
৫.৫ ই-ফাইলিং চালুকরণ	ই-ফাইলিং চালুকৃত	তারিখ	সহকারী প্রোগ্রামার	০০	২৮/০২/১৭	-	এ বিষয়ে কমিটি গঠনসহ সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৬. উদ্ভাবনী উদ্যোগ							
৬.১ ইনোভেশন টিম কর্তৃক উপস্থাপিত উদ্ভাবনী ধারণা (Innovative ideas) বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা	সংখ্যা	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	০২	০৪	০৪	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে
২. জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ							
৭.১ অডিট কমিটির সভা আয়োজন।	আয়োজিত সভা	সংখ্যা	সহ: পরিচালক (অর্থ)	০৩	০৪	০২	
৩. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম							
৮.১ মাদক বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী কমিটি গঠন।	গঠিত মাদক বিরোধী কমিটি	সংখ্যা	পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)	১৫,১০০	১৬,৯৫৭	১৬৯৫৭	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে
৮.২ মাদক পাচার প্রতিরোধকল্পে অভিযান পরিচালনা।	পরিচালিত অভিযান	সংখ্যা	পরিচালক (অপা:)	৩২১১৫	৩৩০০০	৩৫৫২৬	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে
৮.৩ মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা প্রদান।	চিকিৎসা প্রদানকৃত মাদকাসক্ত ব্যক্তি	সংখ্যা	পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন)	১৭৮১০	১৮০০০	২৪৩১৩	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে
৪. বাজেট বরাদ্দ							
৯.১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য আনুমানিক (Indicative) বাজেট বরাদ্দ।	বরাদ্দকৃত অর্থ	লক্ষ টাকা	পরিচালক (প্রশাসন)	০০	১০০০০০	০০	উক্ত খাতে চলতি অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ পত্র প্রেরণের জন্য মন্ত্রণালয় হতে চাহিদা পত্র পাওয়া গিয়েছে। চলতি অর্থবছর হতে পুরস্কার প্রদান করা হবে।

খ) পরিকল্পনাধীন উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ ঃ

২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দবিহীনভাবে অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের বিবরণ ঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল
১	বিভাগীয় শহরে (রংপুর, খুলনা ও ময়মনসিংহ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই' ২০১৭ হতে জুন' ২০১৯)
২	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা অফিস ভবন নির্মাণ (৪১টি জেলা) (জুলাই'২০১৭ হতে জুন'২০১৯)
৩	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ (জুলাই'২০১৭ হতে জুন'২০১৯)
৪	সাতটি বিভাগীয় শহরে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ (জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০১৯)
৫	The project for illicit Drug Eradication and Advanced Management through It (I DERAM it)

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ঢাকার প্রস্তাবিত ভবন।

১. পরিবীক্ষণ							
১০.১ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন।	প্রণীত পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো।	তারিখ	পরিচালক (প্রশাসন)	০৬/০৮/২০১৪	৩১/০৭/১৬	১০-০৭-২০১৭	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে
১০.২ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিল।	পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত।	তারিখ	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিল	যথাসময়ে প্রতিবেদন দাখিল	মন্ত্রণালয়ে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে

১২। ২০১৬-২০১৭ সনের উন্নয়ন কর্মকান্ডের বিবরণ ঃ

ক) অধিদপ্তরের ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত ঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	২০১৬-২০১৭ সনের উন্নয়ন কর্মকান্ড		মন্তব্য
		ভৌত অগ্রগতি	উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যয় লক্ষ টাকা	
০১	বিভাগীয় শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কার্যালয় নির্মাণ।	প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী এবং সিলেট বিভাগীয় শহরে আঞ্চলিক কার্যালয় নির্মাণ সমাপ্ত করন।	প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৪৯২.১২	
০২	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণ।	প্রকল্পের আওতায় অফিস ভবনের ৮ম তলা পর্যন্ত ছাদ নির্মাণ সমাপ্ত। ইটের গাঁথুনী/প্লাস্টার কাজ চলমান।	প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩৭৬.৫৪	

বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ঢাকা।

১৩। প্রাতিষ্ঠানিক সম্প্রসারণের বিবরণ ঃ বর্তমানে প্রতিটি জেলায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অফিস স্থাপন করা হয়েছে এবং নবসৃস্ট সিলেট ও বরিশাল বিভাগে বিভাগীয় কার্যালয় ও গোয়েন্দা কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

১৪। প্রশিক্ষণ ঃ

শ্রেণির নাম	দেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	মোট
১ম শ্রেণি	২৪৫	৪৩	২৮৮
২য় শ্রেণি	০২	-	০২
৩য় শ্রেণি	৪৭৬	১৮	৪৯৪
৪র্থ শ্রেণি	০২	-	০২
মোট	৭২৫	৬১	৭৮৬

১৫। সেবা প্রদানের তুলনামূলক বিবরণী ঃ

ক) লাইসেন্স প্রদান ঃ

লাইসেন্স প্রদান	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭
বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র/ পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনা লাইসেন্স প্রদান।	৪৮ টি	২৪ টি
মোট	৪৮ টি	২৪ টি

খ) মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসা প্রদান সংক্রান্ত তথ্য ঃ

চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭
সরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্ত চিকিৎসা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	১০৩৯৪	১৩৮১১
বেসরকারি পর্যায়ে চিকিৎসা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	৭৪১৬	১০৬২৬
মোট=	১৭৮১০	২৪৪৩৭

গ) অন্যান্য সেবা ঃ

বিষয়	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭
আমদানির ছাড়পত্র প্রদান	৪৯	১০৬
শুল্ক খালাসের অনাপত্তি প্রদান	২২৯	২৫৭
এনজিও নিবন্ধন	০১	০২
মাদকাসক্তি চিকিৎসার পাঠ্যক্রমের বেসিক লেভেল কারিকুলাম সংক্রান্ত ইকো প্রশিক্ষণ প্রদান।	২৫	২১৩

১৬। অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমের বিবরণ ঃ

২৬ জুন মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবসকে 'গ' শ্রেণি থেকে 'খ' শ্রেণিতে উন্নীতকরণ ঃ

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের ডাইরেক্টরি প্রকাশ ঃ

মাদকাসক্তদের চিকিৎসার জন্য সরকারি পর্যায়ে ৪টি এবং বেসরকারি পর্যায়ে নিবন্ধিত ১৮৫ টি (মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত) মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র আছে। কিন্তু দেশে মাদকাসক্ত ও তাদের পরিবারের অনেকেই মাদকাসক্তদের কোথায় চিকিৎসা দেয়া হয় সে সম্পর্কে অবহিত নন। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন ডাইরেক্টরি প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়সহ অন্যান্য দপ্তরে ডাইরেক্টরি প্রেরণ করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিচালিত নিরাময় কেন্দ্র সম্পর্কে ডাইরেক্টরির মাধ্যমে মাদকাসক্ত ব্যক্তি ও পরিবার তথ্য জানতে পারবেন।

ইকো প্রশিক্ষণ ঃ

Colombo Plan এর International Centre for Credentialing and Education of Addiction professionals (ICCE) এর ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় নিয়োজিত চিকিৎসক, মনোচিকিৎসক ও কাউন্সিলর পেশার ১৪ জন ব্যক্তিকে ৯টি UTC (Universal Treatment Curriculam) এর উপর Training of Trainers (TOT) প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ২০১৩ সাল হতে সরকারি ও বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রের চিকিৎসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে ইকো প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। অধিদপ্তর কর্তৃক এ পর্যন্ত ৪১৫ জন অংশগ্রহণকারীকে বিভিন্ন ব্যাচে ইকো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৩ সালে ২টি ব্যাচে ৪০ জনকে, ২০১৪ সালে ৩টি ব্যাচে ৬৭ জনকে, ২০১৫ সালে ১টি ব্যাচে ২৫ জন, ২০১৬ সালে ৫টি ব্যাচে ১৪৪ জন ও ২০১৭ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ৫টি ব্যাচে ১৩৯ জনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে এডিকশান প্রফেশনাল তৈরির প্রচেষ্টা অব্যহত আছে।

২৪ মে, ২০১৭ তারিখ বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মালিক/প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী।

Child Substance Use Disorder Treatment প্রশিক্ষণ ঃ

Colombo Plan এর Drug Advisory Programme এর আওতায় শিশু মাদকাসক্তদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের ১০ জন এবং বিদেশের ২০ জনসহ মোট ৩০ জন এডিকশন প্রফেশনালদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র হতে আগত ৩ জন বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্ত শিশুদের চিকিৎসা প্রদান ঃ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আওতায় ঢাকার তেজগাঁওস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্ত শিশু/পথশিশুদের জন্য ১০ শয্যার চিকিৎসা সুবিধা চালু করার জন্য ১০.১২.২০১৩ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়। শিশু মাদকাসক্তদের চিকিৎসার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মধ্যে ০৬.০২.২০১৬ তারিখে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। উক্ত চুক্তি অনুযায়ী আহছানিয়া মিশন মাদকাসক্ত শিশুদের চিকিৎসার জন্য ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে প্রেরণ করে। কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে তাদেরকে ২৮ দিনের চিকিৎসা শেষে পুনর্বাসনের জন্য তাদেরকে পূনরায় আহছানিয়া মিশনের কাছে ফেরত দেয়া হয়। ২০১৬ সাল হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ১৩১ জন মাদকাসক্ত শিশুকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক পদটি ৩য় শ্রেণি হতে ২য় শ্রেণিতে উন্নীতকরণ ঃ

অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত পরিদর্শক পদটি ২য় শ্রেণির গেজেটেড পদে উন্নীতকরণ করা হয়েছে। মাদক অপরাধ নিয়ন্ত্রণে অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণ মাঠ পর্যায়ে মাদক নিয়ন্ত্রণে প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা পালন করে থাকেন। তারা মাদক অপরাধের তথ্য সংগ্রহ, অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা, মামলা রুজু, তদন্ত, বিজ্ঞ আদালতে প্রতিবেদন দাখিল, আদালতে সাক্ষ্য প্রদান, অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন, লাইসেন্স প্রিমিসেস পরিদর্শনসহ মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেন। পরিদর্শক পদটি দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত হওয়ায় অধিদপ্তরের দীর্ঘ দিনের একটি দাবী নিরসন হয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মচারিদের পোশাক ও পোশাক সামগ্রী প্রদান ঃ

এ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক, পরিদর্শক, উপ-পরিদর্শক, সহকারী উপ-পরিদর্শক এবং সিপাইসহ মোট ০৫টি শ্রেণির কর্মচারিদের পোশাক ও পোশাক সামগ্রী প্রদানের কার্যক্রম চলমান আছে।

যন্ত্রপাতি ক্রয় সংক্রান্ত ঃ

সন	ক্র:	যন্ত্রপাতি/ সরঞ্জামাদির বিবরণ	সংখ্যা
২০১৬-১৭	১	রিপিটার	২৫ টি
	২	কার/ফিক্সড বেইস সেট	১০ টি
	৩	রিপিটারে আইপি লিংক স্থাপন	০৫ টি
	৪	কম্পিউটার, ইউপিএস, স্ক্যানার, প্রিন্টার {(রঙ্গিন ৫ + সাদা কালো (২০)}	প্রতিটি ২৫ টি করে
	৫	ফটোকপিয়ার মেশিন	০৭ টি
	৬	যানবাহন ডাবল কেবিন পিকআপ	০৭ টি

১৭। মামলা, আসামী ও উদ্ধারকৃত আলামতের তুলনামূলক বিবরণী ঃ

ক্রমিক	মাদকদ্রব্যের নাম	অর্থ বছর ২০১৫-১৬				অর্থ বছর ২০১৬-১৭			
		মামলা	আসামী	মাদকদ্রব্যের পরিমাণ		মামলা	আসামী	মাদকদ্রব্যের পরিমাণ	
১.	হেরোইন	৩৫২	৪১৩	১২.৫৫	কেজি	৫০৩	৫৭৪	১৪.৫৯৮	কেজি
২.	পচুই	১০৩	১০২	১০৫৪৭.২৫	লিটার	২৩	২৩	২৫৭০	লিটার
৩.	গাঁজা	৫৩১৪	৫৫১৬	৩৫৪৩.২৫২	কেজি	৪৭২৩	৪৯৪৪	৩৮২০.৬৩৪	কেজি
৪.	গাঁজাগাছ	২২	২১	৫৯৬	টি	২০	১৮	৮৮	টি
৫.	অবৈধ চোলাই মদ	৭৯৩	৮১১	১৯০৮৯.৪	লিটার	৮৬৩	৯৩৪	১২৩৪৮.৪৪	লিটার
৬.	কোকেন	২	৪	৫.৩	কেজি	১	১	০.৭৫	কেজি
৭.	আফিম	১	৪	১	কেজি	০	০	০	কেজি
৮.	বিদেশি মদ	৪১	৪৭	১৪৯.৪৯	লিটার	৩৩	৩৩	৭৮.৫৩	লিটার
৯.	এ্যালকোহল	৩	৩	৬	লিটার	১৪	১৫	১০৬৬.৩	লিটার
১০.	দেশি মদ	৪৭	৫৫	৩৯২.৫৮	লিটার	২১	২৩	৪৩৫৫	লিটার
১১.	ফার্মেন্টেড ওয়াশ (জাওয়া)	৭৮	৭৮	১০৭৯৬৫.৫	লিটার	৫৮	৭০	২৭৪৩৯০	লিটার
১২.	বিদেশি মদ	১০৪	১২০	৩৭২৩	বোতল	১৯৪	২০৮	৫২০৪	বোতল
১৩.	বিয়ার	৫৪	৫৪	৯৬০৬	ক্যান	৪৯	৫০	১২৮৮০	ক্যান
১৪.	বিয়ার					১	০	১৫২	বোতল

১৫.	রেক্টিফাইড স্পিরিট	৪৭	৫০	১৭৯২.৫৪	লিটার	৪৪	৪৪	১৭৩২.৯১	লিটার
১৬.	ডিনেচার্ড স্পিরিট	১৭৮	১৭৮	১১৭৯৩	লিটার	১৬০	১৬০	৮০৯৪.৫	লিটার
১৭.	কোডিনের মিশ্রণ (ফেন্সিডিল)	৪৯৯	৬০৭	২৬৩৮২	বোতল	৫০২	৬১৯	২৬২৭২	বোতল
১৮.	তরল ফেন্সিডিল	৪	৫	৩৯.৫	লিটার	১০	১০	১৮৯.৮৭	লিটার
১৯.	তাড়ী (টোডি)	১৬২	১৬৪	৫১৫৮.৫	লিটার	১৩৪	১৩৭	৪১১৫.৭	লিটার
২০.	বুপ্রেনরফিন (টি.ডি. জেসিক ইঞ্জেকশন)	১৫	১৯	৬০৯৮	এ্যাম্পুল	১৫	১৬	২৬৮	এ্যাম্পুল
২১.	বুপ্রেনরফিন (বুনোজেসিকইঞ্জেকশন)	৪	৪	২১৭	এ্যাম্পুল	৪	৬	৩২৭	এ্যাম্পুল
২২.	লুপিজেসিক ইঞ্জেকশন	১১২	১২৩	২০২৬১	এ্যাম্পুল	৮৪	৯০	৬৩৭১	এ্যাম্পুল
২৩.	ইয়াবা টেবলেট	১৬০৩	১৮২০	২০৩৮৮১০	পিস	২৬৩৩	২৯৭৮	৮৩১২৭৫	পিস
২৪.	রিকোডেক্স/অন্যান্য কোডি নসিরাপ	৭	৬	৫৭৫	বোতল	১	১	২০	বোতল
২৫.	ডায়াজিপাম	১১	১২	২৫৪	টি	১৭	১৭	২৩৬	টি
২৬.	কোডিন ট্যাবলেট				পিস			৫০০	পিস
২৭.	এনার্জি ডিংকস (ইত্যাদি)	৯৬	৯৬	১৬৫৯১	বোতল	১১৩	১১৩	২০৬৫৩	বোতল
২৮.	নগদ অর্থ			১৫৬১৯৬৭	টাকা			২৬৩৫৫০৪	টাকা
২৯.	প্রাইভেটকার			৮	টি			১৫	টি
৩০.	মোবাইল সেট			৬৭	টি			৭৪	টি
৩১.	ট্রাক			৫	টি			৫	টি
৩২.	সিএনজি			৪	টি			১৪	টি
৩৩.	গুলি	১	১	৩৪	রাউন্ড	১	১	৯৪	রাউন্ড
৩৪.	মোটরসাইকেল			৩৭	টি			৪৯	টি
৩৫.	কভার্ড ভ্যান			৬	টি			১	টি
৩৬.	পিস্তল	১	১	৩	টি	৩	৫	৮	টি
৩৭.	ম্যাগাজিন			১	টি			১৫	টি
৩৮.	পিকআপ			৫	টি			৫	টি
৩৯.	বাইসাইকেল			৩	টি			১১	টি
৪০.	দেশী অস্ত্র (চাপাতি, তরয়ারি)			২	টি	১	১	৯	টি
৪১.	মরফিন	২	২	১০	এ্যাম্পুল	৩	৩	১২	এ্যাম্পুল
৪২.	পেথিডিন	২	২	১০৮	এ্যাম্পুল	৩	৩	২২৫	এ্যাম্পুল
৪৩.	বাখর	১	১	৫২১	পিস	৩	৩	৪৫০.০৪	পিস
৪৪.	অপিয়েট মিশ্রিত ড্রিংক্স	২৫	২৪	৩৬২৭	বোতল	১	১	২০০	বোতল
৪৫.	পারভোকফ	১	২	১০	বোতল	৩	৩	১৮৭	বোতল
৪৬.	ঘুমের ইনজেকশন	২	২	১৪৪	এ্যাম্পুল	৮	৮	৩৭	এ্যাম্পুল
৪৭.	ঘুমের ট্যাবলেট					২	২	১১০	পিস
৪৮.	আইকন এক্স পি	৮	১০	৪২১	বোতল	৩	১	৩৬৫	বোতল

৪৯.	নৌকা ও অন্যান্য জলযান			২ টি			৪ টি
৫০.	মাইক্রোবাস			৩ টি			৫ টি
৫১.	ভায়াগ্রা/সানাগ্রা ট্যাবলেট	১	১	১৩০০০ পিস	১	১	৭৫০০ পিস
৫২.	ড্যান্ডি ও নেশাজাতীয় গাম				৪	৪	০.৫৮ কেজি
৫৩.	নিশাদল				১	২	২৬.২ কেজি
৫৪.	রিভলভার				২	২	২ টি
৫৫.	পাসপোর্ট						১ টি
৫৬.	রিক্সা ভ্যান						৮ টি
৫৭.	স্বর্ণ (অলঙ্কার)						০.১৫ ভরি
৫৮.	রূপা (অলঙ্কার)						২ ভরি
	মোট =	৯৭৬৬	১০৪২৬		১০৪৪৩	১১৩১৫	

২৬ জুলাই ২০১৬ তারিখে ঝিনাইদহ জেলায়, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষ্যে মানববন্ধন ও র‍্যালী, জেলা সদরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করা হয়

ঢাকা মেট্রো: উপঅঞ্চল বিশেষ অভিযানে ৭৫০ গ্রাম হেরোইন ও ৩০,০০০ টাকাসহ ০৩ (তিন) জন আসামীকে গ্রেফতার করে।

১৯.০৩.১৭ তারিখে চট্টগ্রাম হালিশহর এলাকা থেকে ২৫ কেজি গাঁজা ও ৯৭ বোতল ফেন্সিডিলসহ ০২জন আসামীকে গ্রেফতার করে চট্টগ্রাম মেট্রো: উপঅঞ্চল, চট্টগ্রাম।

১৮। অধিদপ্তরের রাজস্ব আদায় বিবরণী ঃ

	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
রাজস্ব আদায় (টাকা)	৬৮,৫৭,৯৩,৭৬৬/-	৬৭,৪৩,৯৫,৯২৫/-

১৯। মাদকবিরোধী প্রচার প্রচারণা সংক্রান্ত কার্যক্রম ঃ

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মাদকদ্রব্যের চাহিদা হ্রাস সংক্রান্ত কার্যক্রমের তথ্য

মাদকবিরোধী নিরোধ শিক্ষা কার্যক্রমের পরিচালনার মাধ্যমে দেশে মাদকের চাহিদা হ্রাস করা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকৌশল। অধিদপ্তরের নিরোধ শিক্ষা অধিশাখা এবং মাঠ পর্যায়ে অফিসসমূহের মাধ্যমে নিরোধশিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ঃ লিফলেট, পোস্টার বিতরণ, স্টিকার বিতরণ, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন ঃ মাদকবিরোধী আলোচনা সভা, র‍্যালি, মানববন্ধন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমিটি গঠন, শ্রেণি বক্তৃতা, মাসিক বুলেটিন প্রকাশ, ২৬ জুন মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন, বার্ষিক ড্রাগ-রিপোর্ট প্রকাশ, স্যুভেনির প্রকাশ ইত্যাদি।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের গণসচেতনতামূলক কার্যক্রমের তথ্য

ক্রমিক	কার্যক্রমের নাম	২০১৬-২০১৭
০১	লিফলেট বিতরণ	৭,০৮,৭৪০
০২	পোস্টার বিতরণ	১,৪৩,০৩৮
০৩	স্টিকার বিতরণ	৫১,৭০০
০৪	শর্ট ফিল্ম প্রদর্শন	১,১৯০
০৫	মাদকবিরোধী আলোচনা সভা	৬,৩১৩
০৬	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী কমিটি গঠন	৩,৬৭৫
০৭	মাসিক বুলেটিন প্রকাশ	১৮,০০০
০৮	বার্ষিক ড্রাগ রিপোর্ট	১,২০০
০৯	স্যুভেনির	২,৬০০

মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণামূলক কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নরূপ ঃ

১। **মাদকবিরোধী সাইনবোর্ড, বিলবোর্ড স্থাপন ঃ** প্রথমবারের মত সারাদেশে বিভাগীয় জেলা ও উপজেলা শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মাদকবিরোধী সাইনবোর্ড, বিলবোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণা করা হয়েছে।

২। **জানুয়ারি-২০১৭ মাসব্যাপী সারাদেশে মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান ঃ** ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসব্যাপী সারাদেশে মাদকবিরোধী বিশেষ প্রচারাভিযানে মাননীয় মন্ত্রী, সংসদ সদস্যবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ সকল শ্রেণি পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করা হয়। মাসব্যাপী প্রচারাভিযানে নানা ধরনের কর্মসূচির সাথে মাদকবিরোধী উঠান বৈঠক, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ ও শুক্রবার জুমআর নামাজের খুৎবার আগে মাদকবিরোধী বয়ানের মত কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৩। মাদকবিরোধী অভিযান ও প্রচার প্রচারণার লক্ষ্যে বিটিভির সাথে একটি এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারক মোতাবেক মাদকবিরোধী ০৮(আট)টি টকশো রেকর্ডিং, ০২(দুই)টি টিভি ফিলার ও ০২(দুই)টি নাটিকা নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

৪। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় অধিদপ্তরের কার্যক্রম নির্ভর একটি প্রামাণ্য চিত্র ও ৩টি টিভি ফিলার নির্মাণ করা হয়েছে।

৫। গোপালগঞ্জ ও টুংগীপাড়ায় স্টল নির্মাণ ঃ বাংলাদেশ স্কাউট এর উদ্যোগে গত ২৫-৩১ জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত গোপালগঞ্জে একাদশ জাতীয় রোভার মুট ২০১৭ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত রোভার মুটে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নির্মিত দু'টি স্টল প্রতিদিন প্রচুর সংখ্যক দর্শনার্থী পরিদর্শন করেন। সারাদেশের ১০,০০০ রোভার অংশগ্রহণ করে।

৬। অমর একুশে বই মেলায় প্রথমবারের মতো স্টল নির্মাণ ঃ ২০১৭ সালে অমর একুশে গ্রন্থ মেলায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জন্য প্রথমবারের মতো স্টল নির্মাণ করে মাসব্যাপী মাদকবিরোধী প্রচারণা চালানো হয়েছে। উক্ত স্টলে প্রতিদিন প্রচুর সংখ্যক দর্শনার্থী পরিদর্শন করেন।

৭। ৭ মে ২০১৭ তারিখ বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে ''মাদকের ভয়াবহ পরিণতিঃ আমাদের করণীয়'' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে দূর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. অরূপ রতন চৌধুরী। সেমিনারে বিভিন্ন পর্যায়ের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন শ্রেণি পেশার প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

৮। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক ৩০ সেকেন্ডের মাদকবিরোধী বিজ্ঞাপন/টিভি স্পট নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত বিজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ টেলিভিশনে সপ্তাহের বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার রাত ৮ টার বাংলা সংবাদের পূর্বে এবং রাত ৮.৩০ টায় প্রচারিতব্য অনুষ্ঠানের পূর্বে প্রচার করা হচ্ছে।

৯। মাদকবিরোধী Theme song নির্মাণ ঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী জনাব হায়দার হোসেনের কণ্ঠে গাওয়া একটি Theme song নির্মাণ করা হয়েছে। Theme song টি প্রচারের জন্য সিডি করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়সমূহে প্রেরণ করা হয়েছে। বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয় তা নিয়মিত প্রচার করছে।

১০। গত ১৬.১০.২০১৬ তারিখে অফিসার্স ক্লাব, ঢাকায় ''মাদকাসক্তি ও পরিবারের করণীয়'' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে মাননীয় মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও ক্লাব চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ড. মোজাম্মেল হক খান, সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এছাড়া বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

১১। গত ২২.১০.২০১৬ তারিখ ফারস হোটেল এন্ড রিসোর্টস, পুরানা পল্টন, ঢাকায় ''মাদক অপরাধ দমনে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ভূমিকা'' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব খন্দকার রাকিবুর রহমান। এছাড়া অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

১২। গত ০৬.১২.২০১৬ তারিখ মোটেল সৈকত, চট্রগ্রামে ''মাদক অপরাধ দমনে ভ্রাম্যমান আদালতের ভূমিকা'' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার, চট্রগ্রাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত ডিআইজি চট্রগ্রাম রেঞ্জ ও পুলিশ সুপার, চটগ্রাম। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক, চট্রগ্রাম। এছাড়া অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৪ মে, ২০১৭ তারিখ জেলা প্রশাসন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ফেনী এর যৌথ উদ্যোগে ফেনীতে ''মাদকবিরোধী সমাবেশ'' এর আয়োজন করা হয়। উক্ত সমাবেশে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব নিজাম উদ্দিন হাজারী, মাননীয় সংসদ সদস্য, ফেনী-২ ও জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

ফেনীতে মাদকবিরোধী সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

০৭ মে ২০১৭ তারিখে বিয়াম মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন ঃ আমাদের করণীয় শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন জনাব ইকবাল মাহমুদ, চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন।

০৭ মে ২০১৭ তারিখে বিয়াম মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত "মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন ঃ আমাদের করণীয়" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ।

২০। অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

স্বল্প মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা ঃ

১. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে আরো কার্যকর এবং শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিদ্যমান কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন এনে নতুন সাংগঠনিক কাঠামো প্রনয়ণ, যাতে নব সৃষ্ট বিভাগ, আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, স্থল বন্দর, আইসিটি, অপারেশনস ও গোয়েন্দা কার্যক্রমের জন্য জনবল সৃজন ও TO&E তে যানবাহনসহ অফিস সরঞ্জামাদি অন্তর্ভুক্তকরণ।

২. স্ট্রাইকিং ফোর্স গঠন ঃ মাদকপ্রবণ এলাকায় গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক অভিযান পরিচালনার জন্য বিশেষ স্ট্রাইকিং ফোর্স গঠন।

৩. অধিদপ্তরের জনবলের শূন্য পদে নিয়োগ প্রদান।

৪. ইসলামিক ফাউন্ডেশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে মাদকবিরোধী কর্মশালার আয়োজন।

৫. প্রয়োজনীয় যানবাহন ও অন্যান্য অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডইতে অন্তর্ভুক্তকরণ।

৬. অধিদপ্তরের অপারেশন ও গোয়েন্দা শাখার আধুনিকায়নঃ মোবাইল ট্র্যাকিং সুবিধা পাওয়ার জন্য অধিদপ্তরকে বিটিআরসির সংশ্লিষ্ট শাখায় অন্তর্ভূক্ত করা এবং মাদকপ্রবণ এলাকায় আলাদা মোবাইল ট্র্যাকিং যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা।

৭. এনফোর্সমেন্টে নিয়োজিত জনবলকে ক্ষুদ্রাস্ত্র প্রদান।

৮. এ্যালকোহল নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০১৭ চূড়ান্তকরণ।

৯. বেসরকারি মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৫ সংশোধন।

১০. মাদক অপরাধীদের মাদক মামলায় দ্রুত বিচার নিশ্চিতকল্পে আলাদা আদালত গঠন।

১১. চিকিৎসাধীন মাদকাসক্তদের ডাটাবেজ তৈরীর জন্য Online Patient Management System চালুকরণ।

১২. উচ্চ শিক্ষাঙ্গণ/ক্রীড়াঙ্গনে ভর্তি এবং সকল চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে ডোপ টেস্ট চালুকরণ।

১৩. কর্মকর্তা-কর্মচারিদের হাজিরা নিশ্চিত করার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল দপ্তরে Web based biometric attendance device স্থাপন।

১৪. দুর্নীতি ও অনিয়ম প্রতিরোধ করার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল দপ্তরে Web based CCTV স্থাপন।

মধ্য মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা ঃ

১. মাদকের অপব্যবহার ভিত্তিক মাদকবিরোধী শর্টফিল্ম, টিভি ফিলার, প্রামাণ্য চিত্র ও মাদকবিরোধী অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার;

২. মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণায় ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াকে সম্পৃক্তকরণ;

৩. মাধ্যমিক হতে তদুর্ধ্ব পর্যায়ের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন;

৪. খসড়া সাংগঠনিক কাঠামোর আলোকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা প্রনয়ন;

৫. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জন্য অস্ত্র বিধিমালা প্রনয়ণ;

৬. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জন্য সোর্সমানি বিধিমালা প্রনয়ণ;

৭. কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (বর্তমান ৫০ শয্যাবিশিষ্ট) কে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট (১০০ শয্যা নিরাময় এবং ১৫০ শয্যা পুনর্বাসন) কেন্দ্রে রূপান্তর করা;

৮. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেকনাফ বিশেষ জোন, উপ-পরিচালকের কার্যালয় স্থাপন;

৯. অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো যুগোপযোগীকরণ;

১০. বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের সংখ্যা জরিপ করা;

১১. কারাগারে মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও কাউন্সিলিং এর ব্যবস্থা করা;

১২. অধিদপ্তরের অপারেশন ও গোয়েন্দা শাখার আধুনিকায়নঃ গোয়েন্দা সংস্থা ও পুলিশ বিভাগের সহায়তায় অধিদপ্তরের সকল এনফোর্সমেন্ট সদস্যকে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ দেয়া ও ডাটাবেজ তৈরির জন্য দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা।

দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা ঃ

১. প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গঠিত কমিটির ফোকাল পয়েন্ট শিক্ষককে মাদক সচেতনতামূলক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;

২. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন;

৩. ০৭ (সাত)টি (রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম, রংপুর ও ময়মনসিংহ) বিভাগীয় শহরে ৫০ (পঞ্চাশ) শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন;

৪. ৪১টি জেলায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ের জন্য নিজস্ব ভবন নির্মাণ;

৫. কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার আধুনিকায়ন ও বিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপন;

৬. ১৫টি জেলায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ের জন্য নিজস্ব ভবন নির্মাণ।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

বার্ষিক প্রতিবেদন ঃ ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর

১. পটভূমি ঃ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সরকারের একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। দুর্জয় সাহস, অমিত মনোবল আর দৃঢ় প্রত্যয়ে গতি, সেবা ও ত্যাগের মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণ দিবা-রাত্রি ২৪ ঘণ্টা মানব সেবায় নিয়োজিত। সংবাদ প্রাপ্তির পর তারা দ্রুততম সময়ের মধ্যে সাড়া প্রদানের লক্ষ্যে কাজ শুরু করেন। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট সকল দুর্যোগে সরকারের প্রথম সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এখন বহুমাত্রিক সেবায় নিয়োজিত। বর্তমান সরকার তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাস্তবমুখী নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করায় প্রতিষ্ঠানটির সেবার মান যেমন উন্নত হয়েছে, তেমনি তাদের সেবাক্ষেত্রও অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এখন অগ্নি নির্বাপণ এবং ভবনধস, সড়ক ও নৌযান দুর্ঘটনায় উদ্ধার কার্যক্রমের পাশাপাশি জঙ্গি দমন অভিযানে অংশগ্রহণ, ভিভিআইপি ও ভিআইপিদের অগ্নি নিরাপত্তা প্রদান, সারা দেশের হাইওয়েসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে টহল ইউনিট মোতায়েন, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বহুতল ভবনের অগ্নিনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, অগ্নি প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনা, জাতীয় প্রদর্শনী ও মেলাসমূহে নিরাপত্তা ইউনিট মোতায়েন, পোশাক শিল্পের অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়মিত পরিদর্শন, গণসংযোগ, বহির্গমন মহড়া, পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। পেশাগত দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এখন গণমানুষের আস্থা আর নির্ভরতার প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

২. ক্রমবিকাশ ঃ

১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন ফায়ার সার্ভিস পরিদপ্তর, সিভিল ডিফেন্স পরিদপ্তর এবং রোডস এন্ড হাইওয়ে ডিপার্টমেন্টের রেসকিউ ইউনিট সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর। তখন বাংলাদেশে, বিশেষ করে শহর এলাকায় যে পরিমাণ জনসংখ্যা, আবাসিক ও বাণিজ্যিক অবকাঠামো, শিল্প প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাটবাজার, দোকানপাট, মার্কেট-শপিং মল বিদ্যমান ছিল বর্তমানে তা বহুগুন বৃদ্ধি পেয়েছে, বেড়েছে অগ্নি দুর্ঘটনাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্ঘটনার সংখ্যা। দেশে নতুন নতুন ফায়ার স্টেশন নির্মিত হলেও সে তুলনায় অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধি পায়নি বরং প্রথম শ্রেণির ফায়ার স্টেশনের জনবল প্রাধিকার পূর্বে যা ছিল এখনো তাই-ই রয়ে গেছে। এ ছাড়া স্বাধীনতা উত্তর মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করার পর দেশের সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের জনবলের প্রাধিকার মহকুমা সেটআপ থেকে জেলা সেটআপে উন্নীত ও সম্প্রসারিত করেছে। কিন্তু ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এখনো মহকুমা সেটআপেই রয়ে গেছে এবং এর জনবল প্রাধিকার ১৯৮৩ সালের এমএল কমিটির অনুমোদিত সেটআপেই সীমাবদ্ধ আছে।

বর্ধিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সেবা কার্যক্রমকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সারা বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় ন্যূনতম একটি করে ফায়ার স্টেশন নির্মাণের ঘোষণা দেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ যুগান্তকারী ঘোষণা বাস্তবায়নে ৪টি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কাজ চলছে। বর্তমানে সারা দেশে চালু ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা ৩২৪টি, উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর ফায়ার স্টেশনের এই সংখ্যা ৫৫২ তে উন্নীত হবে।

৩. মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিসের ভূমিকা ঃ

বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেনঃ 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' বঙ্গবন্ধুর এই অগ্নিঝরা আহ্বানের ধারাবাহিকতায় দেশে শুরু হয় মহান মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী শুরু করে নারকীয় হত্যাকান্ড! এ সময় হানাদার বাহিনীর চলাচলকে বাধাগ্রস্ত করতে পলাশী ফায়ার স্টেশনের অগ্নিসেনারা প্রকান্ড সব অর্জুন গাছ কেটে পলাশী-লালবাগ রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। তখন মুক্তিযুদ্ধের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত পলাশী ফায়ার স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ নূরুল ইসলাম স্থানীয় ছাত্র-জনতাকে 'অগ্নি নিরাপত্তা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়ার নামে মূলত মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করেন। খবর পেয়ে প্রচন্ড ক্ষিপ্ত হয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পলাশী ফায়ার স্টেশনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে অগ্নিসেনা ও সংগ্রামী ছাত্র-জনতার ওপর ব্রাশ ফায়ার করে। এতে ঘটনাস্থলেই শহীদ হন পলাশী ফায়ার স্টেশনের ৯ জন অগ্নিসেনা ও ৭ জন ছাত্র-জনতা। একইভাবে সারা দেশের বিভিন্ন ফায়ার স্টেশনের অগ্নিসেনারা মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। ফায়ার সার্ভিস ফুটবল দলের তদানীন্তন খেলোয়াড় শহীদ চান্দুর নামে পরে বগুড়ায় গড়ে ওঠে শহীদ চান্দু স্টেডিয়াম। মহান মুক্তিযুদ্ধে সারা দেশে শহীদ অগ্নিসেনাদের মধ্যে ৩২ জনের নামের তালিকা পাওয়া যায়। নাম না জানা আরো অনেক অগ্নিসেনাই মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মাহুতি দিয়েছেন।

মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিসের অগ্নিসেনা বীর শহীদদের স্মরণে ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত ফায়ার সার্ভিসের ট্রেনিং কমপ্লেক্সে বর্তমান সরকারের সময়ে গড়ে উঠেছে 'শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ'।

৪. মিশন ও ভিশন ঃ

রূপকল্প (Vision) : 'অগ্নিকান্ডসহ সকল দুর্যোগ মোকাবেলায় এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সক্ষমতা অর্জন'।

অভিলক্ষ্য (Mission): 'দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় জীবন ও সম্পদ রক্ষার মাধ্যমে নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তোলা।'

৫. কার্যাবলি (Function) ঃ

- যে কোনো সময়ে সংঘটিত অগ্নি নির্বাপণ, অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করা এবং যে কোনো দুর্ঘটনা/দুর্যোগে অনুসন্ধান ও উদ্ধারকার্য পরিচালনা করা;
- দুর্ঘটনা ও দুর্যোগে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, গুরুতর আহতদের দ্রুত হাসপাতালে প্রেরণের মাধ্যমে অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান;
- দেশের অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করে অগ্নি দুর্ঘটনাসহ যে কোনো দুর্যোগ মোকাবেলা ও জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা;
- বহুতল ভবন, বাণিজ্যিক ভবন, শিল্প কারখানা ও বস্তি এলাকায় অগ্নিদুর্ঘটনা রোধকল্পে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, পরামর্শ ও মহড়া পরিচালনা করা;
- দেশের সার্বিক অগ্নি নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে কমিউনিটি লেভেলে, স্কুল-কলেজসহ অন্যান্য শিক্ষা ও সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে, সরকারি-বেসরকারিসহ অন্য প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রয়োজন ও চাহিদার আলোকে অধিদপ্তরের প্রচলিত নীতিমালা অনুসরণে স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

- জান-মালের নিরাপত্তা বৃদ্ধিসহ দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রয়োজন হলে সকল পর্যায়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করা;
- অগ্নি দুর্ঘটনাসহ যে কোনো দুর্ঘটনা ও দুর্যোগ তাৎক্ষণিকভাবে মোকাবেলার জন্য হাইওয়েসহ দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় টহল ডিউটি কার্যক্রম পরিচালনা;
- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মীদের অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং নিয়মিত বিরতিতে সতেজকরণ প্রশিক্ষণ বা রিফ্রেশ ট্রেইনিংয়ের ব্যবস্থা করা;
- বহুতল ভবনের অগ্নি নিরাপত্তামূলক ছাড়পত্র প্রদান ও ছাড়পত্রের শর্তসমূহ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
- বিমান হামলার হাত থেকে রক্ষার জন্য হুঁশিয়ারি সংকেতের মাধ্যমে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিতসহ সকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করা;
- আন্তর্জাতিক অগ্নি নির্বাপণ ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থাসমূহের (INSARAG, IFCA etc.) সংগে লিঁয়াজো রক্ষা, সমন্বয় সাধন, কার্যক্রম গ্রহণ এবং এতদসংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সভা-সেমিনারে প্রতিনিধিত্ব করা;
- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়নসহ অগ্নিনির্বাপণ ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
- অগ্নি নির্বাপণ ও উদ্ধারকারী সাজ-সরঞ্জামাদি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকারকে কৌশলগত পরামর্শ প্রদান;
- অগ্নি প্রতিরোধসহ যে কোনো দুর্যোগ মোকাবেলায় জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;
- সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারী, জনসাধারণ ও শিক্ষার্থীদের অগ্নিনির্বাপণ, অগ্নি প্রতিরোধ এবং বেসামরিক প্রতিরক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- অধিদপ্তরের অধীন সকল স্থাপনা ভূমিকম্প সহনীয় করে জনবল ও সাজ-সরঞ্জামাদির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- অধিদপ্তরের জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুগোপযোগী আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- ওয়্যারহাউজ ও ওয়ার্কশপসমূহের অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ ব্যবস্থা বাস্তবায়নপূর্বক ফায়ার লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন করা;
- চাহিদার আলোকে সংঘটিত অগ্নিকান্ডের তদন্ত করে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- আধুনিক অগ্নি নির্বাপণ ও উদ্ধার সাজ-সরঞ্জামাদির চাহিদা প্রণয়ন ও সংগ্রহ;
- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ, স্থান নির্বাচন, জমি অধিগ্রহণ, স্টেশন ভবন নির্মাণ এবং প্রয়োজনীয় জনবল ও সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, অগ্নি নির্বাপণ ও উদ্ধারসহ সকল পেশাগত বিষয়ে সরকারকে কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- দেশের কি-পয়েন্ট ইন্সটলেশন, সরকারি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা পরিদর্শন এবং অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা;
- দেশের নদীপথে অগ্নি দুর্ঘটনা ও উদ্ধার অভিযান সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;
- কেমিক্যাল, নিউক্লিয়ার প্লান্ট সকল রাসায়নিক অগ্নি দুর্ঘটনায় অগ্নি নিরাপত্তা প্রদান;

- পাহাড় ধস, ভবন ধস, সুনামি বা ভূমিকম্পসহ সকল প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে অগ্নি নির্বাপণ ও উদ্ধারকাজ পরিচালনা করা;
- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সেবা সামর্থ্য ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠানটিকে যুগোপযোগী ও আধুনিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের শৃঙ্খলার মান সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সকল প্রকার প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;
- ক্যানাইন সার্ভিস বা ডগ স্কোয়াডের মাধ্যমে ভিকটিম শনাক্তকরণ এবং পর্যায়ক্রমে এ সেবা আরো সম্প্রসারণ করা;
- জঙ্গি দমন অভিযানে অংশগ্রহণ;
- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের আওতাধীন এলাকাসমূহে অগ্নি নির্বাপণ ও উদ্ধার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নিয়মিত টপোগ্রাফি ও গণসংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- ভিভিআইপি ও ভিআইপিদের অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অগ্নি নির্বাপণ ইউনিট ও জনবল মোতায়েন;
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মেলা, প্রদর্শনী এবং বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অগ্নি নিরাপত্তা প্রদান;
- আইন অনুযায়ী সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে অগ্নি নিরাপত্তা, উদ্ধার ও অন্যান্য সেবা প্রদান করা।

৬. জনবল ঃ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বর্তমান জনবলের বিবরণী (জুন-২০১৭)

জনবলের সারসংক্ষেপ বিবরণ					
ক্রঃ নং	পদের শ্রেণি	অনুমোদিত	কর্মরত পদ	শূন্য পদ	মন্তব্য
১	প্রথম শ্রেণি	৪৮	৩৪	১৪	
২	দ্বিতীয় শ্রেণি	৪৪১	৩৭০	৭১	
৩	তৃতীয় শ্রেণি	২৩২৯	১৮৭৭	৪৫২	
৪	চতুর্থ শ্রেণি	৬০৪৫	৫৫৪৭	৪৯৮	
	মোট=	৮৮৬৩	৭৮২৮	১০৩৫	

৭. বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি ঃ

এ অধিদপ্তরের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সর্বমোট নম্বর ১০০-এর মধ্যে ৯৭.৯৭ খসড়া স্কোর অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। কৌশলগত উদ্দেশ্যের ফায়ার রিপোর্ট ও লাইসেন্স বাবদ ফি আদায়, আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ৯০% অর্জন সম্ভব হয়েছে। ই-ফাইলিং পদ্ধতি প্রর্বতন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অন্যান্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ১০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়েছে।

৮. ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রার মূল্যায়ন প্রতিবেদন ঃ

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৬-১৭ (Target/Criteria Value for FY 2016-17)	২০১৬-১৭ অর্থবছরে অর্জন (Achievement)
১. অগ্নি নির্বাপণ, উদ্ধার কার্যক্রম ও চিকিৎসা সেবা পরিচালনা	১.১ অগ্নি নির্বাপণ কার্যক্রম গ্রহণ:	১.১.১ সাড়া প্রদানকৃত অগ্নিদুর্ঘটনা	%	২০	১০০	১০০
	১.২ দুর্ঘটনার বিপরীতে উদ্ধার কার্যক্রম গ্রহণ:	১.২.১ পরিচালিত উদ্ধার কার্য (অগ্নিকান্ড ব্যতীত)	%	৮	১০০	১০০
	১.৩ দুর্ঘটনায় প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান:	১.৩.১ দুর্ঘটনা কবলিতদের প্রদানকৃত প্রাথমিক চিকিৎসা	সংখ্যা (জন)	৪	৮০০০	১২০৮৪
	১.৪ এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস পরিচালনা:	১.৪.১ প্রদানকৃত এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস	সংখ্যা (জন)	৩	৯৮৫০	১২৮১৬
২. দুর্ঘটনা রোধে প্রতিরোধ মূলক কার্যক্রম পরিচালনা	২.১ অগ্নি ও অন্যান্য দুর্ঘটনা প্রতিরোধমূলক মহড়ার আয়োজন	২.১.১ পরিচালিত অগি নির্বাপণী মহড়ার সংখ্যা	সংখ্যা	১০	৪৩০০	৮৬৯৬
	২.২ প্রশিক্ষিত কমিউনিটি ভলান্টিয়ার তৈরি	২.২.১ প্রস্তুতকৃত কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	সংখ্যা (জন)	৩	২০০০	৮৩০০
	২.৩ মৌলিক অগ্নি নির্বাপণ প্রশিক্ষণ আয়োজন	২.৩.১ প্রদানকৃত মৌলিক প্রশিক্ষণ	সংখ্যা (জন)	১০	৭৫০০০	৮০১৮০
	২.৪ মালগুদাম বা কারখানার জন্য ফায়ার লাইসেন্স প্রদান	২.৪.১ প্রতিষ্ঠান/স্থাপনা বরাবর প্রদত্ত লাইসেন্স	সংখ্যা	১০	১০৭০০	১২৬৮২
	২.৫ অনলাইনে বহুতল ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণে ছাড়পত্র প্রদান।	২.৫.১ প্রতিষ্ঠান/স্থাপনা বরাবর ইস্যুকৃত ছাড়পত্র	সংখ্যা	৬	২৭০	৩১৪
	২.৬ ফায়ার রিপোর্ট ও লাইসেন্স বাবদ ফি আদায়।	২.৬.১ আদায়কৃত ফি	লক্ষ টাকা	৩	১০০০	৯৫৬
	২.৭ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ	২.৭.১ অংশগ্রহণকৃত উচ্চতর প্রশিক্ষণ	সংখ্যা (জন)	৩	২২০	২৩৭

৯. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) ঃ

এসডিজি টার্গেট ১৩.১-এর পরিপ্রেক্ষিতে দুর্যোগ-ঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগ মোকাবেলার সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষের জান-মাল সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এ্যাকশান প্লান তৈরি করেছে।

এসডিজি টার্গেট অনুযায়ী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর লিড ডিপার্টমেন্ট নয়; লিড ডিপার্টমেন্ট হলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। অ্যাসোসিয়েট ডিপার্টমেন্ট হিসেবে MOHA, MOEF, LGED, MOP, MOD-এর সাথে কাজ করে।

১০. এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য টার্গেটের বিপরীতে গৃহীত অ্যাকশন প্ল্যান ঃ

SDG Action Plan through National Mid-Term and Long-Term Development Plans

SDG Targets	Global Indicators for SDG Targets	Lead/Co-Lead Ministries/Divisions	Associate Ministries/Divisions	7th FYP Goals/ Targets related to SDG Targets and Indicators	On-going Project/ Program to achieve 7th FYP Goals/ Targets		Requirement of New Project/Programme up to 2020		Actions/ Projects beyond 7th FYP Period(2021-2030)	Policy/ Strategy if needed (in relation with column 8)	Remarks
					Project Title and Period	Cost in BDT (million)	Project Title and Period	Cost in BDT (million)			
1.5 By 2030, build the resilience of the poor and those in vulnerable situations and reduce their exposure and vulnerability to climate related extreme events and other economic, social and environmental shocks and disasters		Lead: MoEF Co-Lead: MoDMR	MoHA;MoInf; PTD;MoE; MoEWOE; MoF;MoHFW;MoSW;MoFL; MoWR;LGD;MoLWA; MoWCA;BB;SID;MoA								
3.a Strengthen the implementation of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control in all countries as appropriate		Lead: MoHFW	MoInf;MoHA								

10.7 Facilitate orderly ,safe, regular and responsible migration and mobility of people including through the implementation of planned and well managed migration policies		Lead: MoEWOE Co-Lead: MoFA	MoE;MoHA;MoInf;MoPA;MoCAT									
11.b By 2020, Substantially increase the number of cities and human settlements adopting and implementing integrated policies and plans towards inclusion resource efficiency, mitigation and adaptation to climate change, resilience to disasters and develop and implement in line with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, holistic disaster risk management at all levels		Lead:LGD Co-Lead: MoDMR	AWRRID;MoEF;MoHA; MoFA;MoHPW									

13.1 Strengthen resilience and adaptive capacity to climate-related hazards and natural disasters in all countries		Lead: MoDMR	MoEF;MoHA(FSCD);LGD; MoPA;MoD		1.Establishment of 156 Fire Stations in Various Upazillas/ Important places project 2.Establishment of 78 Fire Stations in Various Upazillas/ important places project	12579.98 2771.15	1.Establishment of 10 Modern Fire Stations in Garments-dense Area Project 2.Expansion of Divers Unit of FSCD project 3. Establishment of Fire Training Academy Project	4389.77 3551.00	1.Establishment of Fire & Rescue Special Operation Wing (FARSOW) Project 2.Establishment of 7 modern Fire Stations in Dhaka City Area project	Strategies: •Strengthening Disaster management education, training and research •Strengthening operational capability of FSCD •Strengthening Regional and global cooperation	At present only 328 Fire Stations are in function with 8000 Manpower (approx) all over the country. As the Manpower and resources of FSCD are inadequate, it is of great need to strengthen its operational capability in terms of Fire Stations, Manpower, Resources, Equipment and Training.

					3.Establishment of 25 Fire Stations in Various Upazillas/ important places project		4.Establishment of 26 Offices/Residential Buildings of FSCD Project		3. Modernization and Expansion of Telecommunicati	•Strengthening Community participatory approach	As per the kind directives of Honorable Prime Minister, 3 (three) development projects are being implemented to establish at least 1 (one) fire station in
					4.Establishment of FSCD Burn Treatment Hospital project 5. Modernization of Fire Service & Civil Defence project 6. Expansion of Ambulance Services of FSCD Project 7. 40 Feet Air breathing & Gas	1611.71 238.80	5. Establishment of Land-cum-River Fire Stations in Cox's Bazar and Kuakata sea beach area Project	1908.50	on System of FSCD Project	•Strengthening coordination and cooperation among stake holders •Develop and Implementation of Disaster Contingency plan •Strengthening Volunteer activities through training and providing rescue equipment for Volunteers •Strengthen the impleme •Strengthen the implementation of rules and regulations. •Establish EOC to manage disasters more efficiently.	each Upazilla. As a result the service of Fire Service & Civil Defence will reach to the door steps of general people and urban resilience will be further strengthened. Fire Service & Civil Defence has formed 9 (nine) Urban Search and Rescue Team (USAR team) following International Search and RescueAdvisory Group (INSARAG) guide lines to ensure quick and effective search and rescue operation in Earthquake and building collapse incidents. In order to conduct surface water rescue and under water rescue, 10 (ten)Land cum River fire stations are being constructed under 156 project and 25 project. Besides this, more 12 (twelve) Land cum River fire stations will be constructed under a new project. Fire Service & Civil Defence has introduced two diploma training courses on fire safety issues namely (i) Fire Safety Manager Course and (ii)Fire Science and Occupational Safety Course to educate people particularly serving in various organizations and industries.

১১. ইনোভেশন কার্যক্রম ঃ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ২০১৬-১৭ খ্রিষ্টাব্দের উদ্ভাবনী উদ্যোগের (Innovetion) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন ঃ

কর্মপরিকল্পনায় কতটি কার্যক্রম (Action Item) যুক্ত আছে	কতটি কার্যক্রম শুরু হয়েছে?	যে গুলো হয়েছে, সেগুলোর আনুমানিক অগ্রগতির হার (%)	পরিকল্পিত সময় অনুযায়ী কতটি কার্যক্রম সম্পন্ন হবে বলে প্রত্যাশা	মন্তব্য
০১টি	০১টি	৬০(%)	০১টি	

১২. উদ্ভাবনী কার্যক্রম মনিটরিং ও পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য ঃ

উদ্দ্যোগের শিরোনাম	গৃহীত ব্যবস্থা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
ফায়ার লাইসেন্স সহজীকরণ প্রক্রিয়া	সহজীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।	১০০%	অনলাইন প্রক্রিয়ার কাজ ৯০% সম্পন্ন।

১৩. তথ্য অধিকার আইন ঃ তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুযায়ী অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)-কে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নির্বাচন করা হয়। তবে তথ্য অধিকার আইনে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ অধিদপ্তরে তথ্য চাহিত কোনো অনুরোধপত্র পাওয়া যায়নি।

১৪. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS) ঃ অভিযোগ নিষ্পত্তি বিষয়ে অধিদপ্তরের অভিযোগ নিষ্পত্তি বিষয়ক কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। এ অধিদপ্তরে এমন কোনো অভিযোগ বিদ্যমান নেই যার নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

১৫. উত্তম চর্চা (Good Practice) ঃ

- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে অফিস কক্ষ ত্যাগ করার আগে সব ধরনের বৈদ্যুতিক সুইচ বন্ধ করা হচ্ছে। নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে এটি নিশ্চিত করা হচ্ছে।
- অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অধিক যানবাহন এবং প্রয়োজনের তুলনায় রাস্তার স্বল্পতার কারণে তীব্র যানজট বিদ্যমান থাকায় অগ্নিকান্ড ও দুর্ঘটনায় দ্রুত সাড়া প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা শহরের ঝুঁকিপূর্ণ ০৪টি স্থানে (হোটেল সুন্দরবন মোড়, কাঁটাবন মোড়, বাংলাদেশ ব্যাংক-মতিঝিল ও হাতিরপুল) ০৪টি অগ্রগামী অগ্নি নির্বাপক ও উদ্ধার ইউনিট পিক আওয়ারে মোতায়েন করা থাকে।
- অগ্নিকান্ড ও দুর্ঘটনা সংঘটিত হবার পর সাড়া দেয়ার রীতি হতে বের হয়ে এসে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক দেশের শতাধিক ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে আধুনিক সাজসরঞ্জামে সজ্জিত হয়ে টহল ডিউটির ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

টহল ডিউটির স্থির চিত্র

১৬. জাতীয় শুদ্ধাচার (২০১৬-১৭) কৌশলের অগ্রগতি ও অবস্থান ঃ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করা হয়েছে। অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর							
কার্যক্রম	সূচক	একক	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রশাসনিক ইউনিট	ভিত্তিরেখা (Baseline) জুন ২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৬-২০১৭	প্রকৃত অর্জন	মন্তব্য
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা							
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা	অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	১০	১২	১২	
১.২ অংশীজনের অংশ গ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	০৪	০৪	০৪	
২. সচেতনতা বৃদ্ধি							
২.১ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা	অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	০৬	০৩	০৩	
২.২ শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণার্থী	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	১৫০	২০০	২০০	

ভিয়েতনামে সেমিনারে অংশ নেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক

৩.আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কার							
৩.১ কর্মকর্তা ও কর্মচারি (বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর) নিয়োগ, বিধিমালা ১৯৯৯ সংশোধন	সংশোধিত বিধিমালা	-	উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	-	নিয়োগ বিধিবালা, ১৯৯৯ সংশোধন	কর্মকর্তা ও কর্মচারী (বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর) নিয়োগ বিধিমালা সংশোধনের জন্য খসড়া প্রস্তুতকরণ কার্যক্রম চলমান	
৩.২ অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা ২০১৪ সংশোধন	সংশোধিত বিধিমালা	-	উপপরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ)	-	অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা ২০১৪ সংশোধন	অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা ২০১৪ সংশোধন উপলক্ষে ভেটিং এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ	
৩.৩ The Bangladesh Fire Service Medal Regulation, 1983 সংশোধন	সংশোধিত রেগুলেশন	-	উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	-	The Bangladesh Fire Service Medal Regulation, 1983 সংশোধন চূড়ান্তকরণ	The Bangladesh Fire Service Medal Regulation, 1983 সংশোধন চূড়ান্তকরণ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কার্যক্রম চলমান	
৪. শুদ্ধাচার চর্চার জন্য প্রণোদনা প্রদান							
৪.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান	প্রদত্ত পুরস্কার	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	-	০৪	০৪	
৫. ই-গভর্ন্যান্স							
৫.১ অনলাইন রেসপন্স সিস্টেম চালু	ই-মেইল/এসএমএস-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত বিষয়	সংখ্যা	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	-	নিয়োগ/ভর্তি পরীক্ষা, শুদ্ধাচার/এপিএ সংক্রান্ত কার্যক্রম ই-মেইল/এসএমএস এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা	শুদ্ধাচার/এপিএ সংক্রান্ত কার্যক্রম ই-মেইল/এসএমএস এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি কর হচ্ছে,নিয়োগ/ভর্তি পরীক্ষা প্রক্রিয়াধীন	

৫.২ ভিডিও কনফারেন্স	অনুষ্ঠিত ভিডিও কনফারেন্স	সংখ্যা	পরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ)	-	০৬	৩৯	
৫.৩ ই-টেন্ডার চালুকরণ	ই-টেন্ডার চালুকৃত	তারিখ	উপপরিচালক (পরিকল্পনা কোষ)	-	ই-টেন্ডার চালু	ই-টেন্ডার চালু করা হয়েছে	
৫.৪ অনলাইনে সেবা প্রদান চালুকরণ	অনলাইন সেবা চালুকৃত	সংখ্যা	সহকারী পরিচালক (ওঃ ও ফাঃ প্রিঃ)	-	০১টি সেবা ই-সেবায় রূপান্তরকরণ	বহুতল ভবনের ছাড়পত্র অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে।	
৫.৫ ই-ফাইলিং চালুকরণ	ই-ফাইলিং চালু	তারিখ	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	-	ই-ফাইলিং চালু প্রক্রিয়াধীন	ই-ফাইলিং চালুকরণের লক্ষ্যে কর্মকর্তা কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে	
৬. উদ্ভাবনী উদ্যোগ							
৬.১ ইনোভেশন টিম কর্তৃক উপস্থাপিত উদ্ভাবনী ধারণা (Innovation idea) বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা	সংখ্যা	উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	-	০১	প্রক্রিয়াধীন	
৭. জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ							
৭.১ অডিট কমিটির সভা আয়োজন	আয়োজিত সভা	সংখ্যা	উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	০২	০৪	০৪	
৮. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে উল্লিখিত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার কার্যক্রম							
৯. মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম							
৯.১ বিভিন্ন দুর্যোগ সফলভাবে মোকাবেলার লক্ষ্যে কমিউনিটি ভলান্টিয়ার তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রশিক্ষিত কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	সংখ্যা	পরিচালক (পঃউঃপ্রঃ)	৭৩৪১	২০০০	৮৩০০	

১০. বাজেট বরাদ্দ							
১০.১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য আনুমানিক (Indicative) বাজেট বরাদ্দ	বরাদ্দকৃত অর্থ	লক্ষ টাকা	উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	-	০.৫	০.৫	
১১. পরিবীক্ষণ							
১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন	পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত	তারিখ	ফোকাল পয়েন্ট	-	৩১/০৭/২০১৬ তারিখের মধ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন	১৯/০৭/২০১৬ তারিখ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন দাখিল করা হয়েছে	
১১.২ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগে পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিল	পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	-	০৪	০৪	

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং কমপ্লেক্স এ আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান।

১৭. ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের উন্নয়ন কর্মকান্ডের বিবরণ ঃ

- বাস্তবায়নাধীন ৪টি উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে ৬৪টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন ভবন নির্মাণসহ আধুনিক গাড়ি-পাম্প ও সাজ-সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৫টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন চালু করা হয়েছে। বর্তমানে চালুকৃত সর্বমোট ফায়ার সার্ভিস স্টেশন সংখ্যা- ৩২৪টি।
- মডার্নাইজেশন অব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স প্রকল্পের অধীনে ৫৩৩৬.৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৮ প্রকারের সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ১৯ প্রকারের সরঞ্জাম সংগ্রহের নিমিত্ত এলসি খোলা হয়েছে।
- এ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের ও জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২৩.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বার্ন ট্রিটমেন্ট হাসপাতাল স্থাপনের নিমিত্ত ইতোমধ্যে চিকিৎসা সরঞ্জাম সংগ্রহসহ নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৭৪৯.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮ প্রকারের সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছে।
- ৫৪৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারির পদ সৃজন করে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
- ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সংঘটিত ১৮০৪৮টি অগ্নিকান্ড মোকাবেলা করে প্রায় ২৪৯৮ কোটি ৫৪ লক্ষ ৫২ হাজার টাকার সম্পদ রক্ষা করা হয়েছে। এছাড়া ফায়ার লাইসেন্স খাতে প্রায় ৮ কোটি ৩১ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা সরকারি রাজস্ব আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।
- এ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৩৪৮১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭৫টি এ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পে ইতোমধ্যে ৫০টি এ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহ করা হয়েছে এবং চলতি ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ডিপিপিতে সংস্থানকৃত অবশিষ্ট ২৫টি এ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন।

পদক ঃ অপারেশনাল কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অধিদপ্তরের পদকপ্রাপ্তদের নামের তালিকা নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

(ক) প্রেসিডেন্ট ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স পদক

ক্রমিক	নাম, পদবী ও কর্মস্থল	এককালীন অনুদানের পরিমাণ (টাকা)	মাসিক ভাতার পরিমাণ
১.	জনাব মোঃ আক্তারুজ্জামান (পিএন-৫২৩৬) উপ-সহকারী পরিচালক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, গাজীপুর।	৭৫,০০০/-	১,০০০/-
২.	জনাব মোঃ মাহতাব উদ্দিন তালুকদার (১৪৩১), লিডার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন	৭৫,০০০/-	১,০০০/-
৩.	জনাব মোঃ আবু ইউসুফ (৫৪৪৮), ড্রাইভার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, সিদ্দিকবাজার, ঢাকা।	৭৫,০০০/-	১,০০০/-
৪.	জনাব মোঃ ফজলুল হক (৪২৫৫), ফায়ারম্যান, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, বারিধারা, ঢাকা।	৭৫,০০০/-	১,০০০/-
৫.	জনাব মোঃ আরিফ-উল-ইসলাম (৬৪৯০), ওয়্যারহাউজ ইন্সপেক্টর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা।	৭৫,০০০/-	১,০০০/-
৬.	জনাব সোহাগ চন্দ্র কর্মকার, সংযুক্ত, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা।	৭৫,০০০/-	১,০০০/-
৭.	জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম (৬৩১৭) ফায়ারম্যান, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, তেজগাঁও, ঢাকা।	৭৫,০০০/-	১,০০০/-
৮.	জনাব দীন মোহাম্মদ (১১১৬), ফায়ারম্যান, (বর্তমান পদ লিডার) সংযুক্ত: মোহম্মদপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, ঢাকা।	৭৫,০০০/-	১,০০০/-
৯.	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম (৪৩৫৮), ফায়ারম্যান, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, মানিকগঞ্জ।	৭৫,০০০/-	১,০০০/-
১০	জনাব মোঃ সাজেদুল ইসলাম মন্ডল (৫২৩৮), ফায়ারম্যান, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, রংপুর।	৭৫,০০০/-	১,০০০/-

(খ) প্রেসিডেন্ট ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (সেবা) পদক (নতুন)

ক্রমিক	নাম, পদবি ও কর্মস্থল	এককালীন অনুদানের পরিমাণ (টাকা)	মাসিক ভাতার পরিমাণ
১.	জনাব মোঃ মতিউর রহমান (৫২৩২), ফায়ারম্যান, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, রাজশাহী।	৫০,০০০/-	১,০০০/-
২.	জনাব মোঃ গোলাম মাওলা (৬৬৩৪), ফোরম্যান, ফায়ারম্যান ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা।	৫০,০০০/-	১,০০০/-
৩.	জনাব কে.এম.টি.জে.টি. ইসলাম তারিক (৮৭৮৭), স্টাফ অফিসার, (বর্তমান পদ জুনিয়র প্রশিক্ষক), সংযুক্ত: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং কমপ্লেক্স, ঢাকা।	৫০,০০০/-	১,০০০/-
৪.	জনাব মোঃ আব্দুস সহিদ (১৪০৫) ওয়্যারহাউজ ইন্সপেক্টর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা।	৫০,০০০/-	১,০০০/-
৫.	জনাব মোঃ বেলাল হোসেন (৭৭৪৭), ডুবুরী, সংযুক্ত: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, খুলনা সদর।	৫০,০০০/-	১,০০০/-
৬.	জনাব হাজীরওশন জামিল (৩২৭৯), ফায়ারম্যান, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা।	৫০,০০০/-	১,০০০/-
৭.	জনাব রাহাত উল্লা (৭০৪১) ড্রাইভার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, মানিকগঞ্জ।	৫০,০০০/-	১,০০০/-
৮.	জনাব মোঃ উজ্জল কবীর (৭২৩২), ফায়ারম্যান, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, সুনামগঞ্জ।	৫০,০০০/-	১,০০০/-
৯.	জনাব মোঃ মেহেদী হাসান, (৭১৭৭) ফায়ারম্যান, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, চাপাইনবাবগঞ্জ।	৫০,০০০/-	১,০০০/-
১০.	জনাব মোঃ মানজুরুর রহমান (৪৯৮৩) ফায়ারম্যান, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, সংযুক্ত,: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা	৫০,০০০/-	১,০০০/-
১১.	জনাব সঞ্চয় কুমার বারুরী (২৬২১) ফায়ারম্যান, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, সিদ্দিকবাজার, ঢাকা।	৫০,০০০/-	১,০০০/-
১২.	জনাব এস এম শহিদুল ইসলাম (১২২৪), লিডার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, লালবাগ, ঢাকা।	৫০,০০০/-	১,০০০/-
১৩.	জনাব মোঃ আ ঃরব (৫০৩৪), লিডার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা।	৫০,০০০/-	১,০০০/-
১৪.	জনাব মোঃ আব্বাস উদ্দিন (৯২১৩), স্টেশন অফিসার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, বরিশাল।	৫০,০০০/-	১,০০০/-

(গ) বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স পদক

ক্রমিক	নাম, পদবি ও কর্মস্থল	এককালীন অনুদানের পরিমাণ (টাকা)	মাসিক ভাতার পরিমাণ
১.	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন (৫৫১৮), উপসহকারী পরিচালক (চ:দা), সংযুক্ত: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।	১,০০,০০০/-	১,৫০০/-
২.	জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল আরেফীন (৪৮৯১) সিনিয়র স্টেশন অফিসার (চ:দা:) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, মিরপুর, ঢাকা।	১,০০,০০০/-	১,৫০০/-
৩.	জনাব মোঃ মিরণ মিয়া (৬৪৬৫), ওয়্যারহাউজ ইন্সপেক্টর, সংযুক্ত: বারিধারা, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, ঢাকা।	১,০০,০০০/-	১,৫০০/-
৪.	জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম (৭২৯৪), ওয়্যারহাউজ ইন্সপেক্টর, সংযুক্ত: ভালুকা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, ময়মনসিংহ।	১,০০,০০০/-	১,৫০০/-
৫.	জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম, (৬২৪০), ওয়্যারহাউজ ইন্সপেক্টর, সংযুক্ত: ভালুকা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা।	১,০০,০০০/-	১,৫০০/-

৬.	জনাব পুলক কুমার গোস্বামী (৮৪৭৮), জুনিয়র প্রশিক্ষক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং কমপ্লেক্স, মিরপুর, ঢাকা।	১,০০,০০০/-	১,৫০০/-
৭.	জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম (২৮৮৬), ফায়ারম্যান, সংযুক্ত: টঙ্গী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, ঢাকা।	১,০০,০০০/-	১,৫০০/-
৮.	জনাব নাজির হোসেন (২৬৬৯) ফায়ারম্যান, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, ঢাকা।	১,০০,০০০/-	১,৫০০/-
৯.	জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ (৬৩২১) ফায়ারম্যান, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, সিদ্দিকবাজার, ঢাকা।	১,০০,০০০/-	১,৫০০/-

(ঘ) বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (সেবা) পদক (নতুন)

ক্রমিক	নাম, পদবি ও কর্মস্থল	এককালীন অনুদানের পরিমাণ (টাকা)	মাসিক ভাতার পরিমাণ
১.	জনাব মোঃ ছালেহ উদ্দিন (১৩৯৯), উপসহকারী পরিচালক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ঢাকা।	৭৫,০০০/-	১,৫০০/-
২.	জনাব মোঃ আব্দুল হালিম (৫৮৪৪), উপসহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা।	৭৫,০০০/-	১,৫০০/-
৩.	জনাব মোঃ আব্দুল আলীম (৫৫৩০) সিনিয়র স্টেশন অফিসার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, হাজারীবাগ, ঢাকা।	৭৫,০০০/-	১,৫০০/-
৪.	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন (২০৫৭), সিনিয়র স্টেশন অফিসার (চ:দা:), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, বরিশাল।	৭৫,০০০/-	১,৫০০/-
৫.	জনাব মোঃ শামসুল হুদা (৮৭৮২), স্টেশন অফিসার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা।	৭৫,০০০/-	১,৫০০/-
৬.	জনাব মোতাছিম বিল্লাহ (৭৭১৫), ফায়ারম্যান, সংযুক্ত: নড়াইল ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন।	৭৫,০০০/-	১,৫০০/-
৭.	জনাব মোঃ ময়নুল হক (৮১৭৫), ফায়ারম্যান, সংযুক্ত: উত্তরা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, ঢাকা।	৭৫,০০০/-	১,৫০০/-
৮.	জনাব বিষ্ণুপদ মিস্ত্রি (৮০৮৭), ফায়ারম্যান, সংযুক্ত: সিদ্দিকবাজার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, ঢাকা।	৭৫,০০০/-	১,৫০০/-
৯.	জনাব মোঃ কাজী সোহাগ হোসেন (৬৮৯৯), ফায়ারম্যান, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা।	৭৫,০০০/-	১,৫০০/-
১০.	জনাব ইদ্রিস আলী (২৬৭৯), ডুবুরী, সংযুক্ত: ময়মনসিংহ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন।	৭৫,০০০/-	১,৫০০/-
১১.	জনাব মোঃ ফখরুল ইসলাম (৭০৮৫), ফায়ারম্যান, ময়মনসিংহ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন।	৭৫,০০০/-	১,৫০০/-
১২.	জনাব মোঃ নূওে আলম (৪৪২৮), ফায়ারম্যান, সংযুক্ত: কাপ্তাই: কাপ্তাই ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন।	৭৫,০০০/-	১,৫০০/-
১৩.	জনাব মোঃ এজহারুল ইসলাম(৬৫৮১), ফায়ারম্যান, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, রাজশাহী।	৭৫,০০০/-	১,৫০০/-
১৪.	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ (৮৪৬৫), স্টেশন অফিসার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা।	৭৫,০০০/-	১,৫০০/-
১৫.	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম (১৯৭৭), লিডার, সংযুক্ত: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, রংপুর।	৭৫,০০০/-	১,৫০০/-

১৮. প্রাতিষ্ঠানিক সম্প্রসারণের বিবরণ ঃ

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বাস্তবায়িত ফায়ার স্টেশন স্থাপনের অগ্রগতি ঃ

ক্রঃ নং	স্টেশনের নাম	২০১৬-২০১৭ অগ্রগতি	মন্তব্য (স্টেশন চালুর তারিখ)
১	আড়াইহাজার-নারায়ণগঞ্জ	বাস্তবায়িত	১৬/০২/২০১৭
২	মাদারগঞ্জ-জামালপুর সদর	বাস্তবায়িত	০২/০৩/২০১৭
৩	দীঘিনালা-খাগড়াছড়ি	বাস্তবায়িত	০৩/০৭/২০১৬
৪	ফরিদপুর-পাবনা	বাস্তবায়িত	৩০/১২/২-১৬
৫	বাঘাবাড়ী নদী-সিরাজগঞ্জ	বাস্তবায়িত	৩০/১২/২-১৬
৬	বেলকুচি-সিরাজগঞ্জ	বাস্তবায়িত	১৬/১২/২০১৬
৭	মোহাম্মদপুর-মাগুরা	বাস্তবায়িত	২১/০৩/২০১৭

১৯. ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রকল্পাধীন অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ

লক্ষ টাকায়

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত অর্থ	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অগ্রগতির হার (%)	মন্তব্য
১.	দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।	১৩০০.০০	৯৩.৮২%	
২.	দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/স্থানে ৭৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।	-	-	প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন
৩.	দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/ স্থানে ৭৮টি (সংশোধিত-৮২টি) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।	৪৫০০.০০	৯৯.৯৬%	
৪.	দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/ স্থানে ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।	১৬৫০০.০০	৯৯.৯৯%	
৫.	এস্টাবলিশমেন্ট অব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বার্ণ ট্রিটমেন্ট হাসপাতাল প্রকল্প।	৬০৭.০০	৯৫.৯৪%	
৬.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের এ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প।	৪৮৩.০০	৯৯.৬০%	
৭.	মডার্নাইজেশন অব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স প্রকল্প।	৭৯৭৮.০০	৯৯.৫২%	
৮.	৪০ ফুট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এয়ার বিদ্রিং এবং গ্যাস ফায়ার্ড ফায়ার ফাইটিং ট্রেনিং গ্যালারি এবং ঘাটতি ফায়ার ফাইটিং রেসকিউ সরঞ্জাম সংগ্রহ প্রকল্প।	২৯৫৯.৫০	৬৫.৯৩%	
	মোট=	৩৪৩২৭.৫০	৯৬.০৩%	

২০. ২০১৭-১৮ সালের এডিপিতে বরাদ্দবিহীনভাবে অন্তর্ভূক্ত অননুমোদিত প্রকল্প সমুহের তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও প্রাক্কলিত ব্যয়
১	১০টি মর্ডান ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই' ২০১৭ হতে জুন ২০১৯)
২	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ২৬টি দপ্তর/আবাসিক ভবন নির্মাণ (জুলাই' ২০১৭ হতে জুন ২০১৯)
৩	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং কমপ্লেক্সকে একাডেমীতে রূপান্তর ও ট্রেনিং সাপোর্ট ফায়ার স্টেশন তৈরিসহ নতুন স্থানে স্থানান্তর (জুলাই' ২০১৭ হতে জুন ২০১৯)
৪	কক্সবাজার ডিএডি দপ্তরসহ কক্সবাজার ও কুয়াকাটা সৈকত ফায়ার ষ্টেশন স্থাপন (জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০১৯)
৫	ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও তৎসংলগ্ন এলাকায় নতুন ০৭টি মডার্ন ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প (জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০১৯)
৬	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ডুবুরী ইউনিট সম্প্রসারণ (জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০১৯)
৭	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ১০টি বিশেষায়িত অগ্নি নির্বাপণ ও উদ্ধার ইউনিট স্থাপন প্রকল্প (জুলাই ২০১৭ হতে জুন'২০২১)
৮	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ওয়ারলেস ও টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১)

২১. সেবা প্রদানের তুলনামূলক বিবরণী ঃ

২০১৫-১৬ খ্রিষ্টাব্দের সাথে ২০১৬-১৭ খ্রিষ্টাব্দের অগ্নিকান্ডের তুলনামূলক বিবরণ ঃ

বিষয়	সংখ্যা (টি)		আনুমানিক ক্ষতি (টাকা)		আনুমানিক উদ্ধার (টাকা)		মন্তব্য
	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	
অগ্নিকান্ড	১৪৩৭৭	১৮০৪৮	২৪৪১৩৩২৮৫৬	৪২৯৯৩৭৮০৪৮	৭৮৩১৭৫৪৭০২	২৪৯৮৫৪৫২৪১৮	

অগ্নিকান্ডের তুলনামূলক চিত্র ঃ

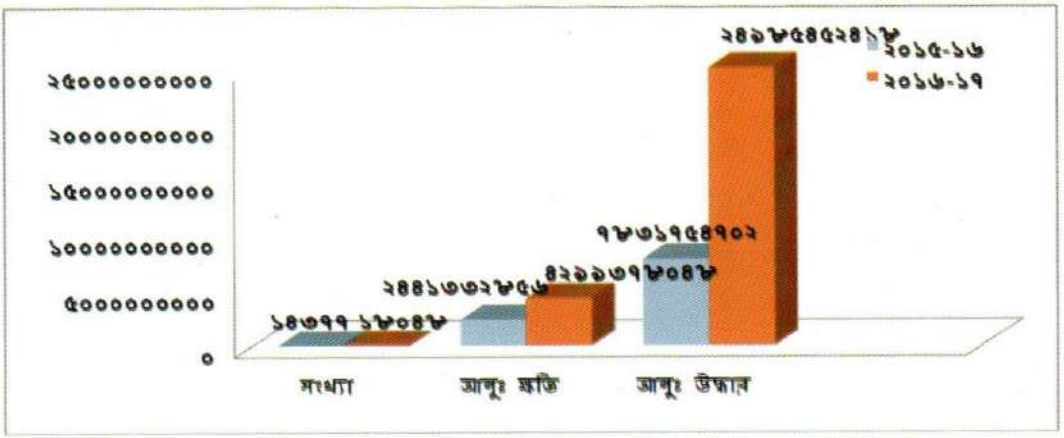

২০১৫-২০১৬ খ্রিষ্টাব্দের সাথে ২০১৬-২০১৭ খ্রিষ্টাব্দের অগ্নিকান্ডের তুলনামূলক চিত্র

২০১৫-১৬ খ্রিষ্টাব্দের সাথে ২০১৬-১৭ খ্রিষ্টাব্দের উদ্ধার কাজের তুলনামূলক বিবরণ ঃ

বিষয়ঃ	দুর্ঘটনার সংখ্যা (টি)		আহত (জন)		নিহত (জন)	
	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭
দুর্ঘটনা	৪৫৫১	৭৩০৩	৭৯২৪	১২০৮৪	১১০২	১৬০৯

উদ্ধার কাজের তুলনামূলক চিত্র ঃ

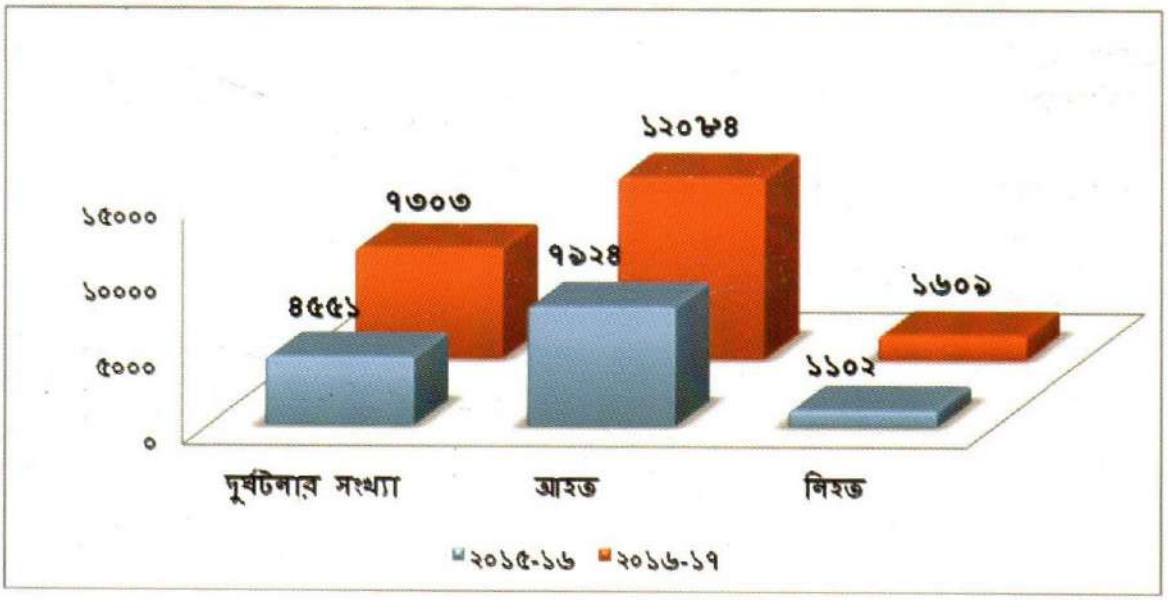

২০১৫-১৬ খ্রিষ্টাব্দের সাথে ২০১৬-১৭ খ্রিষ্টাব্দের প্রশিক্ষণ ও মাশুল আদায়-এর তুলনামূলক বিবরণ ঃ

বিষয়ঃ	প্রশিক্ষণের সংখ্যা (টি)		প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন)	
	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭
প্রশিক্ষণ	২৬১৫	২৯৬১	১১৪৪৮১	১৬৮০৭৯

২০১৫-১৬ খ্রিষ্টাব্দের সাথে ২০১৬-১৭ খ্রিষ্টাব্দের মহড়া, গণসংযোগ, বহুতল ভবন পরিদর্শন ও সার্ভের তুলনামূলক বিবরণ ঃ

মহড়া (টি)		গণসংযোগ (টি)		বহুতল ভবন পরিদর্শন (টি)		সার্ভে (টি)	
২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
৪৫৯৭	৮৬৯৬	১১০৪৪	১৫১৪৬	৭০২	১১৮৮	২৫১২	৩৬৫৪

মহড়া, গণসংযোগ, বহুতল ভবন পরিদর্শন ও সার্ভের তুলনামূলক চিত্র ঃ

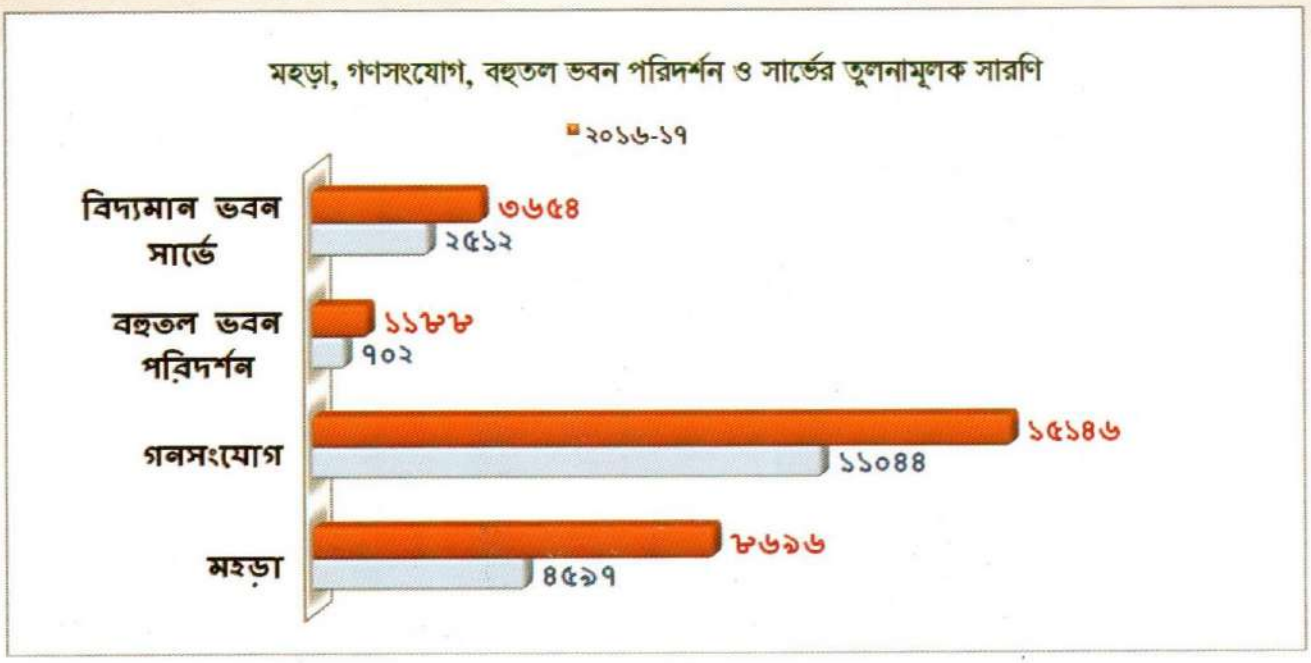

২০১৫-১৬ খ্রিষ্টাব্দের সাথে ২০১৬-১৭ খ্রিষ্টাব্দের এ্যাম্বুলেন্স কলের তুলনামূলক বিবরণ ঃ

বিষয়ঃ	কলের সংখ্যা (টি)		আদায়কৃত মাশুল (টাকা)	
	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭
এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস	১২৬০০	১৩৪০০	৫০৬১৯৬২	৫৩২২২১৯

২০১৫-১৬ খ্রিষ্টাব্দের সাথে ২০১৬-১৭ খ্রিষ্টাব্দের ফায়ার লাইসেন্স প্রদানের তুলনামূলক বিবরণ ঃ

বিষয়ঃ	লাইসেন্সের সংখ্যা (টি)		আদায়কৃত মাশুল (টাকা)	
	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭
ফায়ার লাইসেন্স প্রদান	১২২৪৯	১২৬৮৮	৯০৩৬৬২৩৩	৮৩১৮৬৭০২

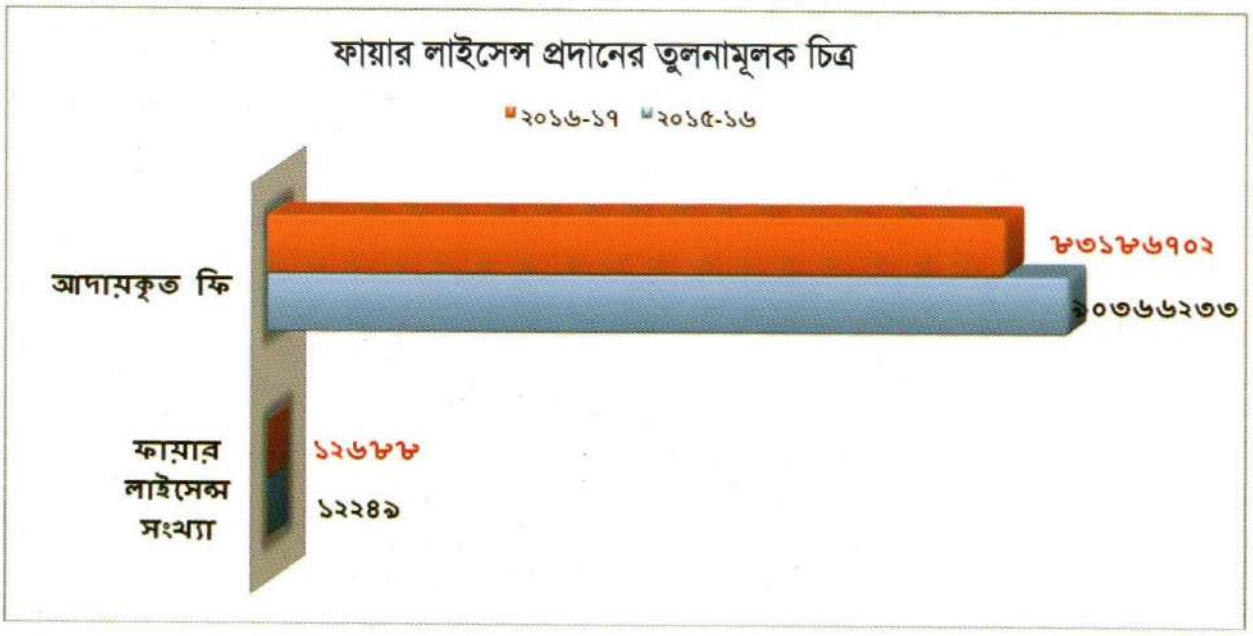

২০১৫-১৬ খ্রিষ্টাব্দের সাথে ২০১৬-১৭ খ্রিষ্টাব্দের ভবন নির্মাণের অনাপত্তি সনদ প্রদানের তুলনামূলক বিবরণ ঃ

বিষয়ঃ	আবেদনের সংখ্যা		অনাপত্তি সনদ প্রদানের সংখ্যা	
	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭
ভবন নির্মাণের অনাপত্তি সনদ	২৪৫	৩৫১	২৩৯	৩১৪

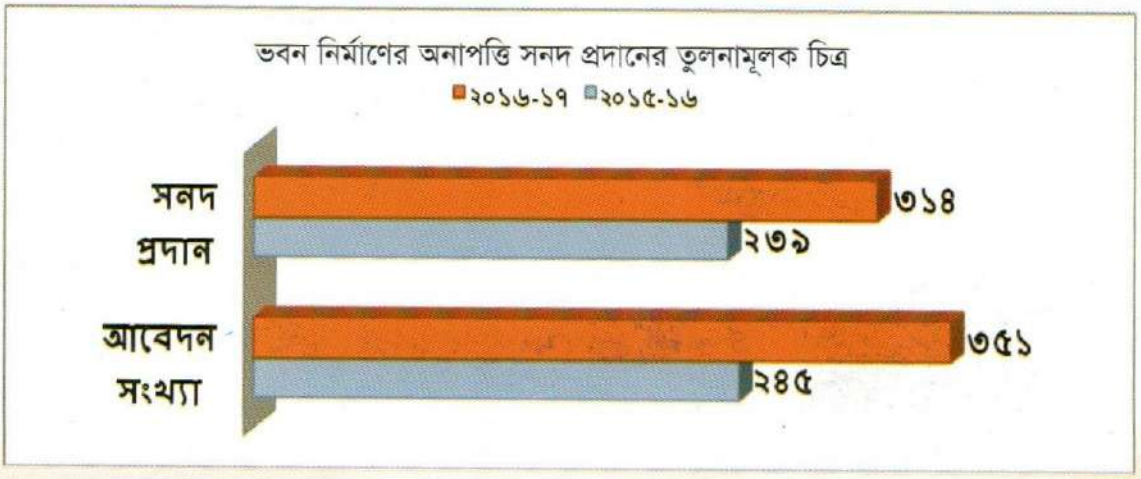

২২. প্রশিক্ষণ ঃ

ক. ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে অধিদপ্তর কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদানের বিবরণ ঃ

১.	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	৩,৯৩৩
২.	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	১৯৩
৩.	বেসামরিক প্যাকেজ প্রশিক্ষণ	৮৯,৪০০
৪.	নতুন ভলানটিয়ার প্রশিক্ষণ	৫,৮০০
৫.	সতেজকরণ ভলানটিয়ার প্রশিক্ষণ	১৬০
৬.	ভলানটিয়ারমক ড্রিল প্রশিক্ষণ	৮০
৭.	স্কুল-কলেজে ভলানটিয়ার প্রশিক্ষণ	৩৬০০
৮.	পোশাক শিল্পে ভলানটিয়ার প্রশিক্ষণ	৩০০০
৯.	মৌলিক সাধারণ প্রশিক্ষণ	৫৬,৮৩৭
১০.	সাপ্তাহিক মৌলিক প্রশিক্ষণ	৩৬,৪৫৫
১১.	সাপ্তাহিক ভলানটিয়ার প্রশিক্ষণ	৭,৮৫৮
১২.	সাপ্তাহিক প্যাকেজ প্রশিক্ষণ	১৮,৪০১
১৩.	ট্রেনিং কমপ্লেক্স প্যাকেজ প্রশিক্ষণ	৪,২৬৫
১৪.	ট্রেনিং কমপ্লেক্স অন্যান্য প্রশিক্ষণ	৪,৮৮৭
	সর্বমোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা=	**২,৩৪,৮৬৯**

লিফ্‌টিং এন্ড মুভিং প্রশিক্ষণ

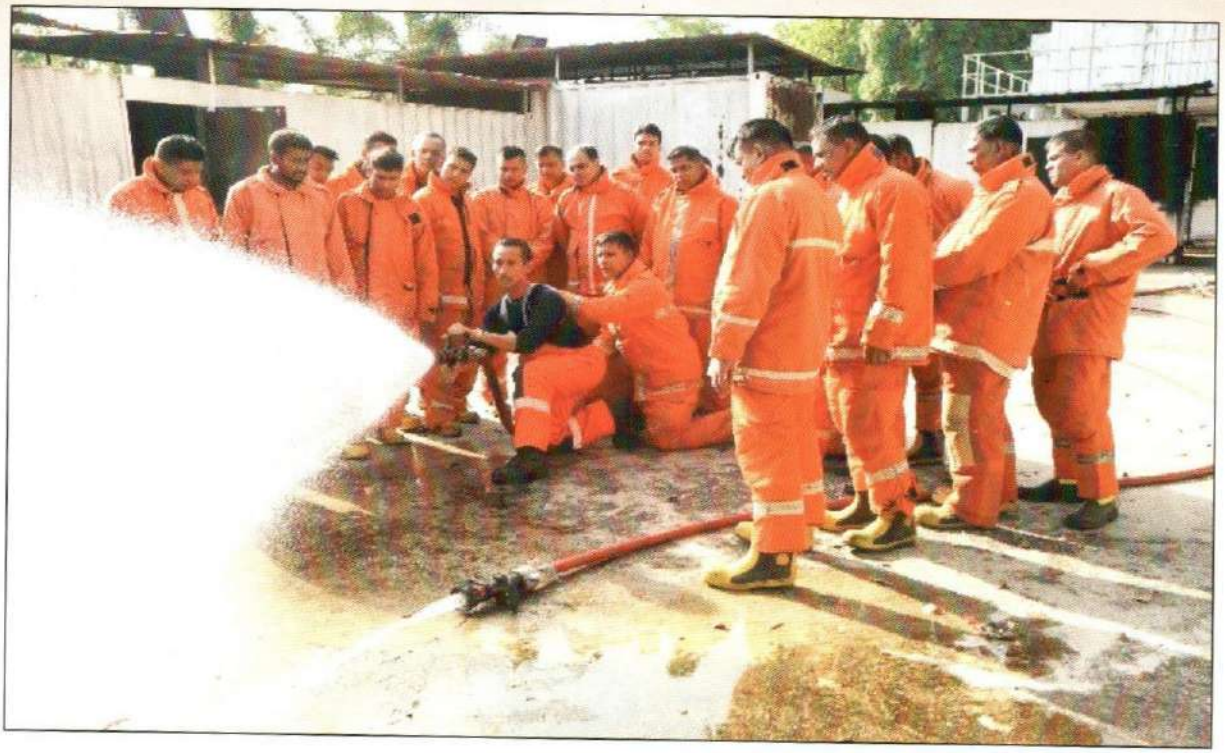

বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণের স্থিরচিত্র

খ. বিদেশে প্রশিক্ষণ ঃ ২০১৬-২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণের বিবরণী ঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	দেশ	উদ্দেশ্য	প্রশিক্ষণ সংখ্যা
১.	Emergency Rescue Response	দক্ষিণ কোরিয়া	প্রশিক্ষণ	২
২.	1st International Course on the Management of the Dead in Emergencies	পাকিস্তান	প্রশিক্ষণ	১
৩.	Structural Fire Fighting Course (Including TOT)	মালয়েশিয়া	প্রশিক্ষণ	২৫
৪.	Seminar on Natural Disasters Respons for Bangladesh	চীন	প্রশিক্ষণ	৫
৫.	Disaster Management Rescue	দক্ষিণ কোরিয়া	প্রশিক্ষণ	২
৬.	Handling Hazardous Meterial Incident Course	মালয়েশিয়া	প্রশিক্ষণ	১
৭.	Certificate Course in Fire Safety	ভারত	প্রশিক্ষণ	১৫
৮.	Comprehensive Crisis Management (CCM) 17-1	আমেরিকা	প্রশিক্ষণ	১
৯.	Certificate Course in Fire Safety	ভারত	প্রশিক্ষণ	১৫
১০.	Procurement Management for Equipment and Works in World Bank Funded Project	ইটালী	প্রশিক্ষণ	১
১১.	Earthquake Emergency Search and Rescue	চীন	প্রশিক্ষণ	১
১২.	Structural Fire Fighting	মালয়েশিয়া	প্রশিক্ষণ	২৫
১৩.	HAZMAT	মালয়েশিয়া	প্রশিক্ষণ	২৫
১৪.	Structural Fire Fighting	মালয়েশিয়া	প্রশিক্ষণ	২৫
১৫.	The Sixth Basic Training Course	ইরান	প্রশিক্ষণ	১
			সর্বমোট =	১৪৫

মালয়েশিয়ায় উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রস্তুতির একটি মুহূর্ত

আরবান ভলানটিয়ার প্রশিক্ষণ

পোশাক শিল্প কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান

স্কুল শিক্ষার্থীদের অগ্নি নির্বাপণ প্রশিক্ষণ

২৩. বিদেশ ভ্রমণ ঃ ২০১৬-২০১৭ সালে বিদেশ ভ্রমণের বিবরণী ঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	দেশ	উদ্দেশ্য	মন্তব্য
১.	Bangladesh Urban Resilience Project: Disaster Risk Management Knowledge Exchange Field Visit	পেরু	পরিদর্শন	২
২.	Structural Fire Fighting Course (Including TOT)	মালয়েশিয়া	পরিদর্শন	৫
৩.	ssian Nuclear Power Plant in Russian Federation	রশিয়া	পরিদর্শন	১
৪.	FSCD Flood Rescue Knowledge Exchange Field Visit-UK	ইংল্যান্ড	পরিদর্শন	৫
৫.	RNLI/FSCD Flood Rescue Knowledge Exchange Field Visit-UK	ইংল্যান্ড	পরিদর্শন	২
৬.	High-level Forum on Mega Disaster Response Capacity Building	চীন	কর্মশালা	১
৭.	ফ্যাক্টরী পরিদর্শন	নেদারল্যান্ড	পরিদর্শন	৫
৮.	Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction	ভারত	কর্মশালা	১
৯.	China (Kunming) Southeast Asia & South Asia Fire Safety and Emergency Rescue Technology Expo	চীন	প্রোগাম	১
১০.	Internation Elite Rescuers Exchange (IERE) Worksop	সিংগাপুর	কর্মশালা	৫
১১.	2nd Korea International Safety & Security Expo	কোরিয়া	অংশগ্রহণ	২
১২.	ফ্যাক্টরী পরিদর্শন	নেদারল্যান্ড	পরিদর্শন	২
১৩.	Capacity Building for Community-Based Disaster Risk Reduction (DDR)	ফিলিপাইন	কর্মশালা	১
১৪.	Incident Management System (IMS)	ফিলিপাইন	শিক্ষাসফর	২
১৫.	Strengthening Earthquake Resilience	নেপাল	পরিদর্শন	২
১৬.	PEER Swiftwater Rescue (SWR) Regional Course Development Workshop	নেপাল	সেমিনার	২
১৭.	কন্ট্রোল ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম পরিদর্শন	চীন ও সিংগাপুর	পরিদর্শন	২
১৮.	Sub Regional Table Top Exercise 2017 (TTX 2017)	ইন্দোনেশিয়া	কর্মসূচি	১
১৯.	Structural Fire Fighting	মালয়েশিয়া	পর্যবেক্ষণ	২
২০.	HAZMAT	মালয়েশিয়া	পর্যবেক্ষণ	২
২১.	Structural Fire Fighting	মালয়েশিয়া	পর্যবেক্ষণ	২
			সর্ব মোট=	৪৮

২৪. উল্লেখযোগ্য অপারেশনের বর্ণনা ঃ (২০১৬-১৭)

অগ্নি দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতের পরিসংখ্যান (২০১৬-১৭)

অগ্নিদুর্ঘটনার সংখ্যা	আহত সংখ্যা (জন)	নিহত সংখ্যা (জন)	মন্তব্য
১৮০৪৮	২৬৭	৫২	

অগ্নি দুর্ঘটনায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের উদ্ধার কাজের স্থিরচিত্র

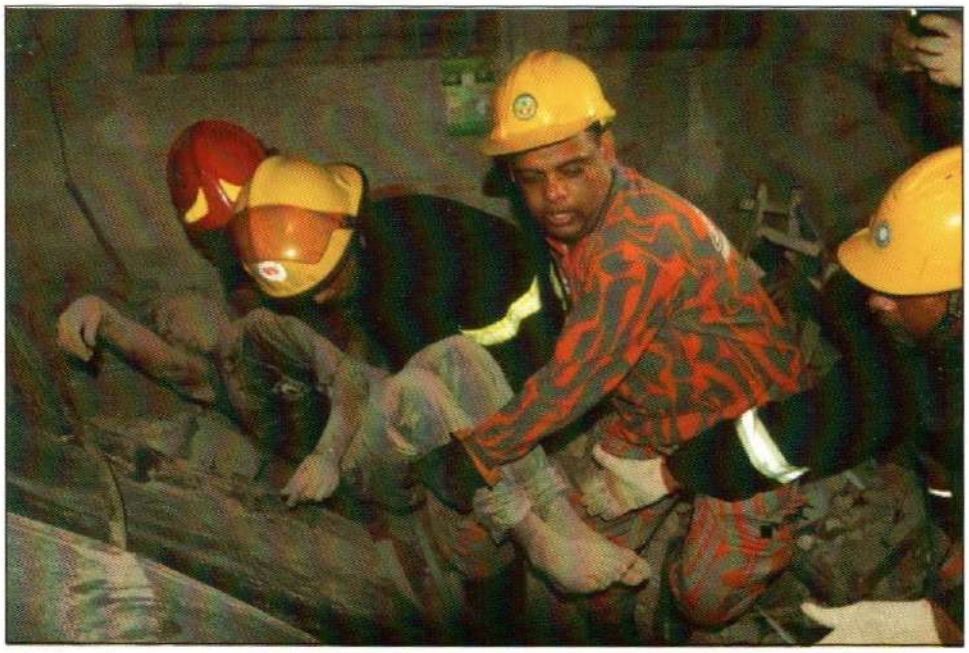

নৌ দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতের পরিসংখ্যান (২০১৬-১৭)

নৌ-দুর্ঘটনার সংখ্যা	আহত সংখ্যা (জন)	নিহত সংখ্যা (জন)	মন্তব্য
৪০১	৩২১	৪১০৯	

নৌযান দুর্ঘটনায় উদ্ধার কার্য

সড়ক দুর্ঘটনায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের উদ্ধার কাজের স্থিরচিত্র

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতের পরিসংখ্যান (২০১৬-১৭)

সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা	আহত সংখ্যা	নিহত সংখ্যা	মন্তব্য
৫৭৮৩	৭৪৩৬	১১৬২	

দুর্ঘটনা কবলিত গাড়িতে আটকে পড়া ব্যক্তিকে উদ্ধার কার্যক্রম

অন্যান্য দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতের পরিসংখ্যান (২০১৬-১৭)

অন্যান্য দুর্ঘটনার সংখ্যা	আহত সংখ্যা	নিহত সংখ্যা	মন্তব্য
১০৬৫		৩০	

পাহাড়ধসে উদ্ধার কার্যক্রম

ভবনধসে উদ্ধার কার্যক্রম

উল্লেখযোগ্য অগ্নি দুর্ঘটনার বর্ণনা ঃ

শপিং মলে অগ্নিকান্ড

২১.০৮.১৬ তারিখ বেলা ১১:২৩টায় পান্থপথ, ঢাকাস্থিত বসুন্ধরা শপিং সিটিতে অগ্নিকান্ডের সংবাদ পাওয়া যায়। এতে অগ্নি নির্বাপণে ঢাকার বিভিন্ন স্টেশন হতে এ্যাম্বুলেন্সসহ প্রায় ২৩টি অগ্নি নির্বাপণী ও উদ্ধার ইউনিট অংশগ্রহণ করে ২০:৫০ মিনিটের সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয় এবং ২২.০৮.১৬ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১৭:৩০ ঘটিকায় উক্ত আগুন সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত হয়। বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণে সৃষ্ট এ অগ্নিকান্ডে আনুমানিক ৮৯.২০ কোটি টাকার সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং আনুমানিক ২৫.৬০ কোটি টাকার সম্পদ উদ্ধার ও ভবনটির ব্যবহারকারীদের জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়।

অভিজাত বিপণি বিতান বসুন্ধরা শপিং মলে অগ্নি নির্বাপণের একটি দৃশ্য

ট্রপিক্যাল-নিটেক্স লিঃ অগ্নিকান্ড

২০.০৮.১৬ তারিখ বেলা ০০:৫৭ টায় সময় চন্দ্রা গাজীপুরস্থ ট্রপিক্যাল নিটেক্স লিঃ নামক কারখানায় অগ্নিকান্ডের সংবাদ পাওয়া যায়। বিভিন্ন স্টেশনের ১৩টি ইউনিট অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার কাজে অংশগ্রহণ করে বেলা ০৭:৩০ টায় সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৮.৭৪ কোটি টাকা এবং অগ্নিকান্ড হতে আনুমানিক ৭৫.৮১ কোটি টাকার সম্পদ উদ্ধার ও মূল্যবান জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়।

ট্রপিক্যাল নিটেক্স লিঃ-এ অগ্নি নির্বাপণের একটি দৃশ্য

মেডলার এ্যাপারেলস লিঃ-এ অগ্নিকান্ড

১৮.১১.১৬ তারিখ বেলা ০১:৫৮ টায় পূর্ব নরসিংহপুর, আশুলিয়া, সাভারস্থ মেডলার এ্যাপারেলস লিঃ নামক কারখানা ভবনে অগ্নিকান্ডের সংবাদ পাওয়া যায়। এতে ঢাকাস্থ বিভিন্ন স্টেশনের ১০টি ইউনিট অংশগ্রহণ করে বেলা ০৭:৩০ টায় সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। উক্ত অগ্নিকান্ডে আনুমানিক ১৭.৮৩ কোটি টাকার সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি এবং ১৬.৮৯ কোটি টাকার সম্পদ উদ্ধার ও মূল্যবান জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়।

সাভারস্থ মেডলার এ্যাপারেলস লিঃ এর অগ্নিকান্ড

পারটেক্স স্টার গ্রুপে অগ্নিকান্ড

২৭.০২.১৭ তারিখ বেলা ১৭:১৫ টায় সময় হরিপুর বন্দর, নারায়ণগঞ্জস্থ পারটেক্স স্টার গ্রুপের কারখানায় অগ্নিকান্ডের সংবাদ পেয়ে নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন স্টেশন হতে ৭টি অগ্নি নির্বাপণী ও উদ্ধার ইউনিট অংশগ্রহণ করে বেলা ১৮:৩০ টায় সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয় এবং বেলা ২২:২০ টায় সম্পুণরূপে নির্বাপিত হয়। আগুনে উক্ত কারখানার ৪র্থ তলার ওয়েট বেল্ট মেশিনের মোটরসহ বিভিন্ন মালামাল ক্ষতিগ্রস্থ হয়। উক্ত আগুনে ফায়ার সার্ভিসের সময়োচিত ও সঠিক পদক্ষেপের কারণে বিপুল পরিমাণ সম্পদ ও মূল্যবান জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়।

নারায়ণগঞ্জস্থ পারটেক্স স্টার গ্রুপের কারখানায় অগ্নি দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন অগ্নিসেনারা

বাংলাদেশ ব্যাংক ভবন অগ্নিকান্ড

২৩.০৩.১৭ তারিখ বেলা ২১:২৮ টায় সময় মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ব্যাংক ভবনে অগ্নিকান্ডের সংবাদ পাওয়া যায়। এটি একটি কি পয়েন্ট ইন্সটলেশন। ব্যাংক ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সংরক্ষিত থাকে এখানে। বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নিয়ে অগ্নি নির্বাপণে ঢাকাস্থ বিভিন্ন স্টেশন হতে ১৩টি অগ্নি নির্বাপণী ও উদ্ধার ইউনিট অংশগ্রহণ করে। উপপরিচালক, ঢাকা-এর নেতৃত্বে ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে বেলা ২২:০০ টায় সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এবং বেলা ২২:৩৪ টায় সম্পুণরূপে নির্বাপিত হয়। আগুনে উক্ত ২৬ তলা ভবনের ১৬ তলাস্থিত ফরেন এক্সচেঞ্জ বিভাগের ব্যবস্থাপকের কার্যালয় ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে অগ্নিকান্ডে বিপুল পরিমাণ সম্পদ ও মূল্যবান জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়।

ট্যাম্পাকো ফয়েলস লিমিটেডে অগ্নিকান্ড

১০.০৯.১৬ তারিখ বেলা ০৬:০৫ টায় সময় বিসিক শিল্প নগরী, টংগী, গাজীপুরস্থ ট্যাম্পাকো ফয়েলস লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানে অগ্নিকান্ডের সংবাদ পাওয়া যায়। এতে অগ্নি নির্বাপণে টঙ্গী, গাজীপুর ও ঢাকাস্থ বিভিন্ন স্টেশন হতে ১৭টি অগ্নি নির্বাপণী ও উদ্ধার ইউনিট অংশগ্রহণ করে বেলা ১০:২০ টায় সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। উক্ত অগ্নিকান্ডে ট্যাম্পাকো ফয়েলস লিমিটেড-এর ১টি ৫তলা, ১টি ৪তলা, ১টি ৩ তলা, ১টি ১তলা ভবন ধসে পড়ে এবং রক্ষিত মালামাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ধসে পড়া ভবনে রক্ষিত কেমিক্যালের কারণে আগুন নির্বাপণে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়। উক্ত অগ্নিকান্ডে সর্বমোট ৩৯জন নিহত এবং ৩২ জন আহত হয়। অনেক জীবন ও সম্পদ উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

টঙ্গীর বিসিক শিল্প এলাকার ট্যাম্পাকো ফয়েলস লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানে অগ্নিকান্ড

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বর্ণনা ঃ

স্বল্পমেয়াদি ঃ

১। আশুলিয়া, গাজীপুর চৌরাস্তা, রাজেন্দ্রপুর চৌরাস্তা, কোনাবাড়ী, নারায়ণগঞ্জ, কাঁচপুর ব্রিজের পূর্বপার্শ্বে ও চট্টগ্রামের কর্ণফুলী থানায় ১টি করে মোট ৭টি নতুন ফায়ার স্টেশন (এ শ্রেণি) স্থাপনকরা;

২। ভূমিকম্পজনিত ঝুঁকি এড়ানোর লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ভারী অগ্নিনির্বাপণ গাড়ি-পাম্প ও উদ্ধার সাজ-সরঞ্জাম বর্তমান অধিদপ্তর থেকে ঢাকা শহরের অন্যত্র নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা;

৩। উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহ, সিটি কর্পোরেশন এবং পৌর এলাকায় যে কোন আবাসিক প্রকল্পে অন্যান্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপনের জন্য স্থান সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করা;

৪। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স নিয়োগ বিধিমালা ১৯৯৯ সংশোধন করা;

৫। প্রাধিকার অনুযায়ী পদ সৃজন ও পদায়ন;

৬। সকল পর্যায়ের কর্মীদের সাহসিকতাপূর্ণ কাজের জন্য পদক প্রদান বিধিমালা সংশোধন;

৭। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন অন্যান্য বাহিনীর ন্যায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগেকে Essential Service হিসেবে গণ্য করে স্বল্পমূল্যে রেশন প্রদান করা;

৮। পোশাক বিধিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

মধ্যমেয়াদি ঃ

১। শিল্প এলাকা (গার্মেন্টস শিল্প) এবং ঢাকাসহ অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনভুক্ত এলাকাসমূহে অপারেশনাল ইউনিট বা ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা;

২। শহর এলাকায় অগ্নিনির্বাপণ কার্যে পানির স্বল্পতা/দুষ্প্রাপ্যতা দূরীকরণের লক্ষ্যে হাইড্রেন্ট ব্যবস্থা স্থাপন করা;

৩। সকল জেলায় প্রথম শ্রেণি পদমর্যাদার পদ সৃজন ও পদায়ন;

৪। ঝুঁকি ভাতা বিধিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

৫। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন অন্যান্য বাহিনীর সাথে বেতন বৈষম্য দূর করা;

৬। অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার কার্যে উচ্চতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের জন্য এ বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য উচ্চতর বৈদেশিক প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি করা;

৭। উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করা;

৮। বিদ্যমান 'বি' শ্রেণির ফায়ার স্টেশনকে 'এ' শ্রেণিতে এবং 'সি' শ্রেণির ফায়ার স্টেশনকে 'বি' শ্রেণিতে উন্নীত করা;

৯। বিদ্যমান নদী ফায়ার স্টেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডবুরির সংখ্যা বৃদ্ধিসহ আধুনিক সাজসরঞ্জমাদি বৃদ্ধি করা;

১০। প্রতি বিভাগে উন্নতমানের প্রযুক্তিসম্পন্ন কারিগরী কারখানা স্থাপন করা;

১১। কমিউনিটি ভলানটিয়ারদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় ফায়ার স্টেশনসমূহের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ, অগ্নিপ্রতিরোধ, অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা;

১২। INSARAG(International Search and Rescue Advisor Group) এর সুপারিশমালা বাস্তবায়ন।

দীর্ঘ মেয়াদি ঃ

১। আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন অগ্নিনির্বাপক ও উদ্ধার সরঞ্জাম সংগ্রহ এবং অপারেশনাল বহরে সংযোজন করা;

২। অপারেশনাল কর্মী বাহিনীর পেশাগত দক্ষতা ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত ও আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য বর্তমান ট্রেনিং কমপ্লেক্সটি ট্রেনিং একাডেমিতে রূপান্তর করা;

৩। অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান ও ভূমিকম্প মোকাবেলায় জনসাধারণের করণীয় সম্পর্কে মৌলিক ধারণা দেয়ার লক্ষ্যে জাতীয় পাঠ্যক্রমে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এতদসংক্রান্ত পাঠ্যসূচি অন্তর্ভুক্ত করা;

৪। অগ্নিকান্ডের কারণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আলামত পরীক্ষার জন্য আধুনিক ফরেন্সিকল্যাব রেটরি নির্মাণ করা;

৫। সেবার মান বৃদ্ধিকল্পে অধিদপ্তরের অপারেশনাল কার্যক্রমকে (১) অগ্নিনির্বাপণ (২) উদ্ধার (৩) প্রাথমিক চিকিৎসা ইউনিট এ বিভক্তকরণ এবং এতদসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন;

৬। জনসাধারণ ও শিক্ষার্থীদের দুর্যোগ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা কার্যক্রমসংক্রান্ত একটি জাদুঘর স্থাপন করা;

৭। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আবাসিক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

৮। অগ্নিকান্ডসহ সকল দুর্যোগ মোকাবেলায় এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে একটি রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা;

৯। Fire and Safety learning Centre, ICT Cell & Media Cell স্থাপন করা;

১০। সর্বোপরি জনগণকে এশিয়ার অন্যান্য দেশের ন্যায় উন্নতমানের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে রিফর্ম করে নতুন প্রকল্প প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করা।

কারা অধিদপ্তর

মোড়া তৈরি করছে বন্দিগণ।

কারা অধিদপ্তর

বার্ষিক প্রতিবেদন ঃ ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর

১. পটভূমি

কারাগার দেশের একটি প্রাচীনতম ও সংবেদনশীল প্রতিষ্ঠান। অপরাধীদের শাস্তি দেয়ার মানসে কারাগারের সৃষ্টি হলেও কালের পরিক্রমায় এবং বর্তমান সরকারের সদিচ্ছায় কারাগার পূর্বতন ধ্যান ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে সম্পূর্ন নতুন আঙ্গিকে সংশোধনাগারের পথে ধাবিত হচ্ছে। দেশের সার্বিক প্রশাসনিক অবস্থা তথা আইন-শৃঙখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কারা অধিদপ্তর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কারাগারের অবদান অনস্বীকার্য। কারাগার বন্দির হাতকে কর্মীর হাতে রূপান্তর করে থাকে। এর ফলে আটক অপরাধীদের পুনরায় অপরাধ করার প্রবণতা হ্রাস পায়।

২. ক্রমবিকাশ

বৃটিশ শাসনামলে ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে পুরাতন ঢাকার চকবাজার এলাকায় একটি ক্রিমিনাল ওয়ার্ড নির্মাণের মাধ্যমে বাংলায় কারাগারের ইতিহাসের সূত্রপাত হয়। অবিভক্ত ভারতবর্ষে ১৮৩৬ সালে বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা সদরে কারাগার নির্মাণ ও চালু হয়। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ২টি কেন্দ্রীয় কারাগার, ১২টি জেলা কারাগার এবং ৩৭টি মহকুমা কারাগার নিয়ে কারা অধিদপ্তরের যাত্রা শুরু হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে কারাগারের সূচনা হয় ৪টি কেন্দ্রীয় কারাগার, ১৩টি জেলা কারাগার ও ৪২টি উপ-কারাগার নিয়ে। বর্তমান সরকারের পূর্বতন মেয়াদে ১৯৯৬-১৯৯৭ সালে উপ-কারাগারসমূহকে জেলা কারাগারে রূপান্তর করে কারাগারকে সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের যাত্রা শুরু হয়। কারাগার পরিচালনার জন্য ১৮৬৪ সালে প্রণীত হয় জেল কোড। ১৮৯৪ সালে প্রিজন এ্যাক্ট এবং ১৯০০ সালে প্রিজনারস অ্যাক্ট প্রণীত হয়।

অপরাধমুক্ত সমাজ গঠন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কারাগারের আধুনিকীকরণ, উন্নয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধির জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ কারণেই বৃহৎ পরিসরে নতুন কারাগার নির্মাণ, বিদ্যমান কারাগারকে সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। কারাগারকে আধুনিকীকরণের অংশ হিসেবে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৬ টি পুরাতন কারাগার নতুন করে নির্মাণ/আধুনিকীকরণ করা হয়। এছাড়া আরও ৯টি কারাগার নির্মাণাধীন রয়েছে। এছাড়া ১টি ট্রেনিং সেন্টার, মহিলা কারারক্ষীদের আবাসন ও কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়নের কাজ চলছে। ৭টি বিভাগের কারা উপ-মহাপরিদর্শকের দপ্তর, ৫টি বিভাগের নিরাপত্তা আধুনিকায়ন, কেরাণীগঞ্জে ২০০ শয্যা হাসপাতাল, কেরাণীগঞ্জে কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি, নরসিংদী ও ঠাঁকুরগাও জেলা কারাগার নির্মাণ, কুমিল্লা ও ফরিদপুর কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ, কারা বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। ডিপিপি প্রণয়ন কাজ চলছে। কারা বিভাগকে একটি দক্ষ ও সুশৃঙ্খল বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে সরকারের অনুমোদনক্রমে ঢাকায় একটি কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং রাজশাহীতে কারা একাডেমি তৈরির কাজ চলছে।

কারাগার আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে কারা অধিদপ্তরকে ওয়েব বেজড ডিজিটাল প্রিজন ভ্যান সংযোজন করা হয়েছে। সময়ের দাবী পূরণের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে কারা আইন এবং কারা বিধি সংশোধনের কাজ চলছে। সম্প্রতি কারা বিভাগের কর্মকর্তাগণ জাতিসংঘ শান্তি মিশনে অংশগ্রহণের জন্য মনোনীত হয়েছেন এবং এর অংশ হিসেবে দু'জন কারা কর্মকর্তা ইতোমধ্যে 'প্রিজন অ্যান্ড প্রবেশন অফিসার্স কোর্স' এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এসেছেন।

কারা অধিদপ্তরের অধীনে বর্তমানে দেশের ৫৫টি জেলা কারাগার ও ১৩টি কেন্দ্রীয় কারাগার এবং ৮টি বিভাগীয় দপ্তর দ্বারা কারা প্রশাসনের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আরও ৩টি জেলা কারাগারকে কেন্দ্রীয় কারাগারে উন্নীত করার কাজ চলছে। ঢাকার অদূরে গাজীপুরের কাশিমপুর কারা কমপ্লেক্সে দেশের একমাত্র হাই সিকিউরিটি কারাগারসহ রয়েছে ৪টি কেন্দ্রীয় কারাগার। ২২৮ বছরের পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের নতুন ভবন গত ১০.০৪.২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন এবং ৬,৫১১ জন বন্দিকে মাত্র একদিনেই ২৯.০৭.২০১৬ তারিখে কেরাণীগঞ্জে সফলভাবে স্থানান্তরিত করা হয়। ঐতিহ্যবাহী পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জমিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী কম স্থাপনা এবং সবুজ এর বাহুল্য রেখে বিনোদন পার্ক, মিউজিয়াম, খেলার মাঠ, জলাধার, স্কুল ও কলেজ, প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এবং কনভেনশন সেন্টার স্থাপনের কাজ চলছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর অন্যতম সহযোগী জাতীয় চার নেতার স্মৃতি ও ইতিহাসকে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে "জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কারা স্মৃতি জাদুঘর" এবং "জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর" প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কারাগার ঘিরে রয়েছে আরও অনেক আত্মত্যাগের ইতিহাস। ১৯৫০ সালের ২৪শে এপ্রিল পাকিস্তানী স্বৈরাচারী সরকার রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের খাপড়া ওয়ার্ডে ন্যায্য দাবীর প্রেক্ষিতে অনশনরত বন্দিদের উপর নির্মমভাবে গুলি চালিয়ে ০৭ জন বন্দিকে হত্যা করে এবং আরও ৩১ জন বন্দি গুরুতর আহত হন। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের শহীদদের মিছিলে রয়েছেন বাংলাদেশ কারা বিভাগের পাঁচজন সদস্য। কুড়িগ্রাম জেলা কারাগারে কর্মকালীন সময়ে পাক হানাদার

বাহিনীর হাতে ৭ এপ্রিল ১৯৭১ তাঁরা নির্মমভাবে শহীদ হন। তাঁদের আত্মত্যাগের স্মৃতি বাংলাদেশ কারা বিভাগের জন্য এক অনন্য অহংকার, অনাগত দিনের জন্য বহমান স্মৃতি। বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের সাজা কার্যকর, মানবতাবিরোধী অপরাধীদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করাসহ আরও অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী কারা বিভাগ।

"বন্দির হাত হোক কর্মীর হাত" - এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এ বন্দি পূনর্বাসন স্কুল স্থাপন করা হয়েছে এবং বন্দিদেরকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বন্দিদের প্লাম্বার, টাইলস, লেদ, মেশিনারি, মোকাসিন তৈরি, হ্যান্ড হেল্ড ইলেকট্রিক ওয়্যারিং, এসি ফ্রিজ মেরামত, ভারমি কম্পোস্ট, মাশরুম চাষ, পুরুষ ও মহিলাদের মেক ওভার ও বিউটিশিয়ান কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া কার্পেন্টারিং, ফ্যান, টিভি-ঘড়ি, ফ্রিজ, এসি মেরামত প্রশিক্ষণ, নার্সারি, কৃষি, মৎস্য, গবাদিপশু পালন, ডিজিটাল প্রেস, বেকারি সামগ্রী তৈরি, রাজমিস্ত্রি, ব্লক-বাটিক, সোয়েটার, মোজা ও গার্মেন্টস সামগ্রী তৈরি ইত্যাদি প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারে মহিলা বন্দিদের সাথে অবস্থানকারী শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার ও শিশু পার্ক চালু করা হয়েছে। এছাড়া আরও ৭টি কারাগারে ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করা হয়েছে এবং নির্মাণাধীন নতুন কারাগারেও অনুরূপ ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এছাড়া বন্দিদের বিনোদন ও জ্ঞান লাভের জন্য রেডিও, টিভি, পত্রিকার ব্যবস্থা রয়েছে। বন্দিদের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ, উপভোগ, খেলাধূলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। বন্দিরা নিজ নিজ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান নিজের মতো করে পালন করতে পারছে। বিভিন্ন উৎসব এবং জাতীয় দিবস গুলোতে বন্দিদের অংশগ্রহণে খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এর ফলে তাদের মধ্যে সুন্দর মানসিকতা ও দেশপ্রেমের সৃষ্টি হচ্ছে যা তাদের চরিত্র সংশোধনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখছে এবং সমাজ জীবনের মূল ধারায় ফিরে যেতে উদ্বুদ্ধ করছে।

আধুনিক বিশ্বে অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার বিষয়টাকে প্রাধান্য না দিয়ে বরং তাদের সংশোধনের বিবেচনায় কারাগারকে সংশোধনাগার হিসেবে গড়ে তোলার তাগিদ অনুভূত হয়। সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং বিপথগামী মানুষকে সংশোধনের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসন করাই বর্তমানে আধুনিক কারা ব্যবস্থাপনার প্রধান লক্ষ্য।

৩. কারা বিভাগের রূপকল্প (Vission) ও অভিলক্ষ (Mission)

রূপকল্প ঃ রাখিব নিরাপদ, দেখাব আলোর পথ।

অভিলক্ষ ঃ বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরণ, তাদের মাঝে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, তাদের প্রতি মানবিক আচরণ সমুন্নত রাখা, কারাগারে কঠোর নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা, যথাযথভাবে তাদের বাসস্থান, খাদ্য, চিকিৎসা এবং আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও আইনজীবীর সাথে সাক্ষাৎ নিশ্চিত করা এবং একজন সুনাগরিক হিসেবে সমাজে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মোটিভেশন ও প্রশিক্ষণ প্রদান।

৪. কার্যাবলী

ক্রমিক	কার্যাবলীর বর্ণনা
১	বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরণ।
২	কারা ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ।
৩	বন্দিদের স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন, খাদ্য ও চিকিৎসা নিশ্চিতকরণ।
৪	বিধি মোতাবেক বন্দিদের দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা।
৫	বন্দিদের নথি সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ।
৬	নির্ধারিত তারিখে যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বন্দিদের বিচারিক আদালতে হাজিরা নিশ্চিতকরণ।
৭	বন্দিদের স্বাক্ষরতা, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে চারিত্রিক সংশোধনের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সুস্থ জীবনযাপনে অভ্যস্থ করা।
৮	মাদকাসক্ত বন্দিদের কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে নিরাময়ের ব্যবস্থা ও সুযোগ সৃষ্টি করা।
৯	মহিলা বন্দিদের সাথে অবস্থানরত শিশুদের মানসিক বিকাশ ও মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

১০	বন্দিদের মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ।
১১	কারাভ্যন্তরে বিভিন্ন খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের মানসিক বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
১২	বন্দিদের আইন সহায়তা নিশ্চিতকরণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।
১৩	বন্দি পরিচালনায় বিজ্ঞ আদালতের যাবতীয় নির্দেশনা প্রতিপালন করা।
১৪	কারা শিল্প এবং কারা বাগানে উৎপাদন বৃদ্ধিকরত ঃ সরকারি অর্থ সাশ্রয় ও রাজস্ব বৃদ্ধি করা।
১৫	বন্দি পুনর্বাসনের লক্ষ্যে তাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
১৬	নবনিযুক্ত কারারক্ষীদের মৌলিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
১৭	সকল কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারা প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ ও সেমিনারে অংশগ্রহণের ব্যবস্থাকরণ।

৫. জনবল সংক্রান্ত তথ্য

কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গ্রেডভিত্তিক পরিসংখ্যান (সার-সংক্ষেপ)

ক্রমিক নং	পদের গ্রেডক্রম	অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য পদ
১	২য় গ্রেড হতে ৯ম গ্রেড	৩০৫	১৩৪	১৭১
২	১০ম গ্রেড হতে ১১তম	৩৮৬	১৭৮	২০৮
৩	১২তম গ্রেড হতে ১৯তম	১১২০৬	৮০৯৯	৩১০৭
৪	২০ তম গ্রেড	২৭৬	২৩	২৫৩
৫	সর্বমোট =	১২১৭৩	৮৪৩৪	৩৭৩৯

পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জমির সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার সংক্রান্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন বিষয়ক অগ্রগতি ঃ

পূর্বের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের মোট জমির পরিমাণ ৩৬.২১ একর - যার মধ্যে পেরিমিটার দেয়ালের ভিতরে রয়েছে ১৭ একর এবং বাইরে ১৯.২১ একর। পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ভূমির সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্মৃতি জাদুঘর, পার্ক, সাধারণ মানুষের হাঁটার জায়গা, ছেলেমেয়েদের খেলাধূলার জন্য খেলার মাঠ এবং সবুজের বাহুল্য বিশিষ্ট উন্মুক্ত স্থান সংস্থানের নির্দেশ দেন। তৎপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের স্থাপত্য নকশা চূড়ান্তভাবে নির্বাচনের জন্য নিম্নোক্তভাবে একটি জুরি বোর্ড গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

- জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
- সৈয়দ ইফতেখার উদ্দীন, কারা মহাপরিদর্শক।
- অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- অধ্যাপক ড. শায়ের গফুর, স্থাপত্য বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
- স্থপতি কাজী গোলাম নাসির, প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
- অধ্যাপক আবু সাঈদ এম আহমেদ, সভাপতি, বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
- ড. ইশরাত ইসলাম, বিভাগীয় প্রধান, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

এ পর্যন্ত এ সংক্রান্ত মোট ৪ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় জুরি বোর্ড এর সদস্যবৃন্দসহ জনাব ড. আকতার মাহমুদ (নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক শিল্পী হাশেম খান (চেয়ারম্যান, ট্রাস্টি বোর্ড, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর) ও জনাব সুফি মোস্তাফিজুর রহমান (অধ্যাপক, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়) উপস্থিত থেকে মূল্যবান মতামত প্রদান করেন।

ভূমির ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইনের জন্য খসড়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ভূমিতে আফগান ফোর্ট এর সন্ধান পাওয়া যাওয়ায় সংশ্লিষ্ট স্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেখানে খনন কাজের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিদ্যমান স্থাপনার কোনরূপ ক্ষতি সাধন না করে খনন কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন প্যাকেজে উক্ত কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন হতে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কার্বন ডেটিং প্রক্রিয়া অনুসরণের ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মূল প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), সুরক্ষা সেবা বিভাগ এর নেতৃত্বে ০৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি দায়িত্ব পালন করছে। তাছাড়া, পুরাতন কেন্দ্রীয় কারাগারের সেলগুলোকে প্রিজন হোটেলে রূপান্তরের বিষয়টি ডিপিপি'তে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

৬. ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রার মূল্যায়ন প্রতিবেদন ঃ

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্ম সম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্ম সম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণয়াক ২০১৬-২০১৭ (Terget/Criteria Value for FY 2016-17)	অর্জন (Achievement)
১.কারা বন্দিদের আবাসন সমস্যা দূরীকরণ	[১.১] বিভিন্ন অবকাঠামো দূরীকরণ	[১.১.১] নির্মিত/সম্প্রসারিত অবকাঠামো নির্মাণ /সম্প্রসারণ	বর্গফুট/জন	১০	১৮.২৫	১৮.২২
		[১.১.২] প্রদত্ত স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থাকরণ	সংখ্যা	১২	৬৭৫০০	৭২২৬৫
২.কারা বন্দিদের খাদ্য, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সেবা নিশ্চিতকরণ	[২.১] কারা বন্দিদেরকে প্রদত্ত সেবা	[২.২.১] প্রদানকৃত ইনডোর চিকিৎসা (কারা হাসপাতালে)	সংখ্যা	৮	১৪০০০	১৩৪৩২
		[২.২.২] প্রদানকৃত আউটডোর চিকিৎসা (বাহির হাসপাতালে)	সংখ্যা	৫	১৬৫০	১৫৪৫
		[২.২.৩] নিশ্চিতকৃত খাদ্যের মান	সংখ্যা	১০	৬৭৫০০	৭২২৬৫
		[২.২.৪] প্রদানকৃত ধর্মীয় শিক্ষা এবং অক্ষর জ্ঞান	সংখ্যা	৫	৪২০০০	৪১৮১৭
৩.কারা বন্দি/কর্মকর্তা -কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[১.১] বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন	[৩.১.১] প্রদত্ত কারিগরী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৭	২০৫০	২২৪৮
		[৩.১.২] প্রদানকৃত কুটির শিল্পজাত প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৪	১০৭০	১৩৫৭
		[৩.১.৩] প্রদানকৃত কৃষিজাত প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৩	৬৫০	৭৭৪
		[৩.১.৪] কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের প্রদত্ত প্রশিক্ষণ (দেশে)	সংখ্যা	৪	১১০০	১২৮৯
		[৩.১.৫] কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের প্রদত্ত প্রশিক্ষণ (বিদেশে)	সংখ্যা	২	৮	১২
৪.বন্দিদের মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশ, ধর্মীয় প্রেষণা ও মেডিটেশনের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ	[৪.১] মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশের বিভিন্ন আয়োজন	[৪.১.১] প্রদত্ত টিভি দেখার সুযোগ	সংখ্যা	২	৪৫৫০০	৬৪৩০০
		[৪.১.২] প্রদানকৃত ইনডোর খেলা-ধুলার সুযোগ-সুবিধা	সংখ্যা	২	১২০০০	১২৯৩৭
		[৪.১.৩] প্রদানকৃত মেডিটেশন, পত্র-পত্রিকা ও বই পড়ার সুযোগ-সুবিধা	সংখ্যা	২	৭১০০	৮২১৬
		[৪.১.৪] প্রদত্ত খেলনা ও বিনোদন সামগ্রী (শিশুদের জন্য)	সংখ্যা	২	৬০	৬৯
		[৪.১.৫] প্রদত্ত বিভিন্ন ধর্মীয়/ সাংস্কৃতিক (১লা বৈশাখসহ) অনুষ্ঠান পালন/ উপভোগের সুযোগ	সংখ্যা	২	৬৩০০০	৭২২৬৫

৭. ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে কারা বিভাগের বাস্তবায়িত ইনোভেশন

প্রস্তাবিত বিষয়	বাস্তবায়ন কাল	অর্জিত ফলাফল
এসএমএস এর মাধ্যমে নিয়োগের আবেদন গ্রহণ।	০১ জানুয়ারি-৩০ জুন, ২০১৭	নিয়োগ প্রক্রিয়া অধিকতর স্বচ্ছ এবং আবেদন প্রক্রিয়া সহজীকরণের নিমিত্তে এসএমএস এর মাধ্যমে ইতোমধ্যে কারারক্ষী নিয়োগ'২০১৭ এর আবেদন জমা নেওয়া হয়েছে।
ওয়েব বেইজড ডিজিটাল প্রিজন ভ্যান চালু।	০১ জানুয়ারি-৩০ জুন, ২০১৭	কারা বিভাগে ০২টি ওয়েব বেইজড ডিজিটাল প্রিজন ভ্যান চালু করা হয়েছে।
ডে-কেয়ার সেন্টার চালু।	০১ জানুয়ারি-৩০ জুন, ২০১৭	কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারসহ ৮টি কারাগারে ইতোমধ্যে ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করা হয়েছে।
কারা হাসপাতালে সুষ্ঠু মেডিকেল রেকর্ড কিপিং সিস্টেম চালুকরণ	০১ জানুয়ারি-৩০ জুন, ২০১৭	টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে পাইলট প্রকল্প হিসেবে চালু করা হয়েছে।
ফেসবুকে অভিযোগ দাখিল	০১ জানুয়ারি-৩০ জুন, ২০১৭	বন্দি ও সাধারণ জনগণকে সেবা প্রদানের নিমিত্তে ফেসবুকে BANGLADESH PRISON নামে একটি পেইজ খোলা হয়েছে। কারা মহাপরিদর্শক উক্ত পেইজ দাখিলকৃত অভিযোগ পর্যবেক্ষণ এবং নিষ্পত্তি করে থাকেন ।

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে 'বঙ্গবন্ধু মানেই স্বাধীনতা' শিরোনামে দুর্লভ আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন

আলোকচিত্র প্রদর্শনী পরিদর্শন করছেন জনাব ওবায়দুল কাদের, মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

৮. ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ইনোভেশন কার্যক্রম

প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল (শুরু ও সমাপ্তির তারিখ)	দলনেতা/দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা (যে কর্মকর্তার নেতৃত্বে সম্পাদিত হবে তার নাম ও পদবি)	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কি পরিবর্তন আসবে)	পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কি না তা পরিমাপের মানদন্ড)
কারাগারে বন্দিদের জন্য মোবাইল ফোনবুথ স্থাপন	০১জুলাই ২০১৭-৩০মার্চ, ২০১৮	জেল সুপার, টাঙ্গাইল জেলা কারাগার	বন্দিদের সাথে তাদের আত্মীয়-স্বজনের যোগাযোগ সহজতর হবে।	সকল কারাগারে ফোনবুথ স্থাপন
আদালত ও কারাগারের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম চালুকরণ	০১জুলাই ২০১৭-৩০মার্চ, ২০১৮	অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক	ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে ঝুঁকিমুক্ত হাজিরা প্রদান করা যাবে।	কারাগার ও আদালতের মধ্যে ভিডিও করফারেন্স
বন্দিদের ডেটাবেইজ তৈরি	০১জুলাই ২০১৭-৩০মার্চ,২০১৮	অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক	বন্দিদের তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ এবং একাধিক বার কারাগারে প্রবেশকারী বন্দিদের সহজেই সনাক্ত করা ও বন্দি মুক্তি প্রদান প্রক্রিয়া সহজতর হবে।	বন্দি সনাক্তকরণে সহজ হবে
কারা হাসপাতালে সুষ্ঠু মেডিকেল রেকর্ড কিপিং সিস্টেম চালুকরণ	০১জুলাই ২০১৭-এপ্রিল ২০১৭-৩০জুন, ২০১৮	জেল সুপার, টাঙ্গাইল জেলা কারাগার	বন্দি রোগীদের রোগ সনাক্তকরণ ও স্বাস্থ্যগত পরিসংখ্যান প্রাপ্তি সহজতর হবে।	মেডিকেল রেকর্ড কিপিং সুষ্ঠু ও পদ্ধতিগতভাবে সংরক্ষণ ও চিকিৎসা সেবা প্রদান
Standard Leave Form এর মাধ্যমে কারা কর্মচারীদের ছুটির আবেদন প্রক্রিয়া সহজীকরণ	০১মে ২০১৭-৩০এপ্রিল, ২০১৮	ইনোভেশন টিম ও জেল সুপার, টাঙ্গাইল জেলা কারাগার	নির্ধারিত ফরমে সহজে ছুটির আবেদন করা যাবে।	ছুটির আবেদন প্রক্রিয়া সহজীকরণ
ই-সেবার মাধ্যমে দেখা-সাক্ষাত প্রক্রিয়া সহজীকরণ	০১ফেব্রুয়ারি ২০১৭ -৩০জুন, ২০১৮	জেলার, বগুড়া জেলা কারাগার	দেখা সাক্ষাতে সময় কম লাগবে এবং দুর্ভোগ কমবে	দেখা সাক্ষাতে সময় এবং ভোগান্তি কমবে
ওয়েস্টেজ ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইউজেস	০১মে ২০১৭-৩০জুন, ২০১৮	জেল সুপার, কুড়িগ্রাম জেলা কারাগার	পচনশীল আবর্জনা জৈবসার এবং অপচনশীল আবর্জনা রিসাইক্লিং এর মাধ্যমে কারা চত্বর আবর্জনামুক্ত রাখা যাবে।	আবর্জনামুক্ত কারাগার

৯. তথ্য অধিকার আইন

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুযায়ী কারা উপ-মহাপরিদর্শক (সদর দপ্তর), কারা অধিদপ্তর কে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নির্বাচন করা হয়। তথ্য অধিকার আইনে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ০২ (দুই) জন আবেদনকারীকে চাহিদা মোতাবেক তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

১০. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS) ঃ

অভিযোগ নিষ্পত্তি বিষয়ক কর্মকর্তা তথা ফোকাল পয়েন্ট হচ্ছেন কারা উপ-মহাপরিদর্শক (সদর দপ্তর) জনাব বজলুর রশিদ, যিনি অভিযোগ নিষ্পত্তির বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত আপিল কর্মকর্তা হিসেবে আছেন কারা মহাপরিদর্শক জনাব ইফতেখার উদ্দীন, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল। এই অধিদপ্তরে এমন কোনো অভিযোগ নেই যা সমাধানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।

মাঠ পর্যায়ে জেল সুপার/সিনিয়র জেল সুপার অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। কারা উপ-মহাপরিদর্শক আপিল নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন।

১১. উত্তম চর্চা (Good Practices) ঃ

- সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার কারা মহা পরিদর্শক এর সাথে সকল শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারীর অভিযোগ সমাধানে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ;
- কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের সুবিধার্থে অধিদপ্তর ভবনের প্রতি তলায় পানির ফিল্টার স্থাপন;
- কারা কর্মকর্তা কর্মচারিদের জন্য ৩ কাঠা ও ৫কাঠা বিশিষ্ট প্লটের আবাসন প্রকল্প চালুকরণ;
- নিরাপত্তা নিশ্চিত কল্পে কারা অধিদপ্তরে Turned Style Access Control গেট স্থাপন;
- কারা কর্মকর্তা-কর্মচারি ও বন্দিদের শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনে কারাভ্যন্তরের ভিতরে খেলাধুলার আয়োজন এবং জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ;
- বন্দিদের শারীরিক উৎকর্ষ সাধনে কারাভ্যন্তরে শরীরচর্চার আয়োজন;
- বন্দিদের বিনোদনের জন্য কারাভ্যন্তরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন;
- বন্দিদের মাঝে মাদক বিরোধী প্রচারণা পরিচালনাসহ মাদকাসক্ত বন্দিদের কাউন্সিলিং;
- বন্দিদের পড়াশোনা, মানসিক উৎকর্ষ সাধনে কারাভ্যন্তরে পাঠাগার স্থাপন;
- কারাভ্যন্তরে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষার সুবিধার্থে ডাস্টবিন স্থাপন;
- কারাভ্যন্তরে নিরক্ষর বন্দিদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গহণ;
- কারাভ্যন্তরে নিরক্ষর বন্দিদের স্বাক্ষরজ্ঞান প্রদান;
- কারাভ্যন্তরে মায়ের সাথে থাকা শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠা;
- মহিলা বন্দিদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকরণ;
- পুরুষ বন্দিদের ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- বন্দিদের সাথে আত্মীয়-স্বজনের সাক্ষাতকক্ষে পর্যাপ্ত বসার স্থান এবং ফ্যানের ব্যবস্থাকরণ;
- দরিদ্র, অসহায় ও অস্বচ্ছল বন্দিদের আইন সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বন্দিদের সাথে সাক্ষাতপ্রার্থী আত্মীয়-স্বজনের জন্য টয়লেটের ব্যবস্থাকরণ;
- কারারক্ষীদের জন্য বিভিন্ন রকম ক্রীড়া সামগ্রী প্রদানের ব্যবস্থাকরণ;
- সেবা গ্রহণের সুবিধার্থে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র চালুকরণ।

১২. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি ও অবস্থান, ২০১৬-১৭

কার্যক্রম	সূচক	একক	দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি /প্রশাসনিক ইউনিট	ভিত্তি রেখা (Baseline) জুন/২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	মন্তব্য
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা							
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা	অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	২	৪	৪	
১.২ অংশীজনের অংশগ্রহণ সভা	অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	২	৪	৪	
২. সচেতনতা বৃদ্ধি							
২.১ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা	অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	২	৬	৬	
২.২ শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণার্থী	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	০০	১০	১০	
৩. আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কার							
৩.১ কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারি নিয়োগ বিধিমালা ২০১১ আংশিক সংশোধন	সংশোধিত নিয়োগ বিধিমালা	%	কারা মহাপরিদর্শক	০০	১০০%	১০০%	
৩.২ কারাবিধি সংশোধন/ সংস্কার	সংশোধিত কারাবিধি	%	কারা মহাপরিদর্শক	০০	১০০%	১০০%	
৩.৩ কারা বিভাগের পোশাক নীতিমালা	নীতিমালা প্রণয়ন	%	কারা মহাপরিদর্শক	০০	১০০%	১০০%	
৩.৪ কারাভ্যন্তরের ফোন বুথ নীতিমালা প্রণয়ন	নীতিমালা প্রণয়ন	%	কারা মহাপরিদর্শক	০০	১০০%	১০০%	
৪. শুদ্ধাচার চর্চার জন্য প্রণোদনা প্রদান							
৪.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান	প্রদত্ত পুরস্কার	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	০০	০৪	০৪	কারা সপ্তাহ ২০১৭ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীতদের পুরস্কৃত করা হয়
৫ . ই-গভর্ন্যান্স							
৫.১ অনলাইন রেসপন্স সিস্টেম চালু	ই-মেইল/ এসএমএম এর মাধ্যমে নিষ্টত্তিকৃত বিষয়	সংখ্যা	কারা অধিদপ্তর	০০	০৮	০২	চালু করা হয়েছে

৫.২ ভিডিও কনফারেন্স	অনুষ্ঠিত ভিডিও কনফারেন্স	সংখ্যা	কারা মহাপরিদর্শক	০২	০৪	০৪	
৫.৩ ই- টন্ডারিং চালুকরণ	ই- টন্ডারিং চালুকরণ	সংখ্যা	কারা মহাপরিদর্শক	০০	০৪	০১	চালু করা হয়েছে
৫.৪ অনলাইনে সেবা প্রদান চালুকরণ	অনলাইনে সেবা প্রদান চালুকরণ	সংখ্যা	কারা মহাপরিদর্শক	০২	০৪	০১	চালু করা হয়েছে
৫.৫ ই- ফাইলিং চালুকরণ	ই- ফাইলিং চালুকরণ	তারিখ	কারা মহাপরিদর্শক	০২	০০	১	চালু করা হয়েছে
৬. উদ্ভাবনী উদ্যোগ							
৬.১ মেসেজের মাধ্যমে বন্দির দেখা-সাক্ষাত।	মেসেজের মাধ্যমে বন্দির দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করন	সংখ্যা	কারা মহাপরিদর্শক	০০	২০০	২০০	
৭. জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ							
৭.১ অডিট কমিটির সভা আয়োজন	আয়োজিত সভা	সংখ্যা	কারা মহাপরিদর্শক	০০	১৬	৬	
৮. অধিদপ্তরের শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম							
৮.১ বন্দি মুক্তি পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য কারাবন্দিদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রদানকৃত প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কারা মহাপরিদর্শক	২৫০০০	২০০০০	২০০০০	
০৯. বাজেট বরাদ্দ							
৯.১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য আনুমানিক বাজেট বরাদ্দ	বরাদ্দকৃত অর্থ	লক্ষ টাকা	কারা মহাপরিদর্শক	০০	৪০০০০		বাজেট বরাদ্দ করা হবে।
১০. পরিবীক্ষণ							
১০.১ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন	পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত	তারিখ	ফোকাল পয়েন্ট	০১-০৬-২০১৬	৩১-০৭-২০১৬ তারিখের মধ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলকর্ম পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন।	৩১-০৭-২০১৬ তারিখের মধ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলকর্ম পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে।	

১৩. ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কারা বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক সম্প্রসারণ

গত ২৯-৭-২০১৬ তারিখে নবনির্মিত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার চালু করা হয়েছে। পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ধারণ ক্ষমতা ছিল ২,৬৮২ জন। নবনির্মিত কেরাণীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে ধারণ ক্ষমতা ৪,৫৯০ জন। উক্ত কারাগারটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ১০ এপ্রিল ২০১৬ খ্রিঃ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন এবং চলতি ২০১৬-২০১৭) অর্থ বছরে ২৯ জুলাই/২০১৬ খ্রিঃ বন্দি স্থানান্তর করায় ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। (৪৫৯০-২৬৮২) = ১৯০৮ জন। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে প্রথম কোয়ার্টারে কারাগারসমূহে গড় বন্দি ছিল ৭৪,০০০ জন। সেই মোতাবেক গড়ে বন্দি প্রতি জায়গার পরিমান (৩৬,৬১৬^{X} ৩৬) ÷ ৭৪,০০০ = ১৮ বর্গফুট প্রায়।

কারা উপ মহাপরিদর্শক, ময়মনসিংহ বিভাগ এর প্রশাসনিক কার্যক্রম গত ০২-৮-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হতে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	অগ্রগতি	মন্তব্য
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্প (পুরুষ কারাগার-১)	২৯-৭-২০১৬	বাস্তবায়িত
ঘূর্ণিঝড় সিডরে ক্ষতিগ্রস্থ বরগুনা, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি ও বরিশাল কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প	১-৭-২০১৭	বাস্তবায়িত

চলমান প্রকল্প (৩০ জুন-২০১৭)

প্রকল্পের নাম	অগ্রগতি	মন্তব্য
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্প (মহিলা কারাগার)	৯১.৩০%	চলমান
৩টি জেলা কারাগারের অবকাঠামো নির্মাণ এবং ২টি জেলা কারাগারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প	৬৯.১৭%	চলমান
খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প	২৩.১০%	চলমান
সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ প্রকল্প	৮৩%	চলমান
কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প	০.৩১%	চলমান
ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প	২.৩৫%	চলমান
কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন	৩০%	চলমান
মহিলা কারারক্ষীদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্প	১.৭৯%	চলমান

২০১৭-১৮ সালের এডিপিতে বরাদ্দবিহীনভাবে অন্তর্ভূক্ত অননুমোদিত প্রকল্প তালিকা ঃ

নং	প্রকল্পের নাম ও প্রাক্কলিত ব্যয়
১	৬টি বিভাগীয় সদর দপ্তরে কারা উপ মহাপরিদর্শক এর দপ্তর এবং বাসভবন (ঢাকা, রাজশাহী, বরিশাল, রংপুর, খুলনা ও সিলেট) নির্মাণ। (জুলাই ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯)
২	কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন (রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল, খুলনা ও সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগ)
৩	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার কেরাণীগঞ্জ ক্যাম্পাসে ২০০ শয্যা হাসপাতাল নির্মাণ
৪	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার কেরাণীগঞ্জ ক্যাম্পাসে কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী নির্মাণ
৫	কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (জুলাই ২০১৭ হতে জুন, ২০২০)
৬	ফরিদপুর জেলা কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (জুলাই ২০১৭ হতে জুন, ২০২০)
৭	নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ (জুলাই ২০১৭ হতে জুন, ২০২০)
৮	ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগার নির্মাণ (জুলাই ২০১৭ হতে জুন, ২০২০)
৯	কারা বিভাগের সেবা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ক্রয়

১৪. অগ্রগতি বা সেবা প্রদানের তুলনামূলক বিবরণী

বিষয়	২০১৫-১৬ অর্থ বছর	২০১৬-১৭ অর্থ বছর
৫৬৯ ধারায় মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দি সংখ্যা	৭০	৬২
যাবতীয় আইনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মুক্তি প্রদানকৃত বিদেশি বন্দির সংখ্যা	১০১১	১০৬৮
বন্দি ধারণ ক্ষমতা	৩৪৭৯৬	৩৬৬১৪
প্রকৃত অবস্থানরত গড় বন্দির সংখ্যা	৭১৯৯৩	৭৫৫৩৭
১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাদের পদোন্নতির সংখ্যা	০	১৬
কর্মচারীদের পদোন্নতি	২৪	২৩৮
প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা	১৩	৩৩
দেশে প্রশিক্ষণের সংখ্যা	৫৩১	৫১৮
বিদেশে প্রশিক্ষণের সংখ্যা	১৭	৪২
বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়)	৫৪৭,৭২,৩০,০০০	৬৮৯,৬৫,২৭,০০০
জনবল বৃদ্ধি	৯১৬১	১২১৭৩

১৫. ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সম্পন্নকৃত প্রশিক্ষণ এর বিবরণ ঃ

ক্রঃ নং	দেশে (ইন-হাউজ)		দেশে (অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে)	বিদেশে
১	কারা প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট	কারা একাডেমি রাজশাহী / কাশিমপুর কারা কমপ্লেক্স	এনএপিডি, আরপিএটিসি, পরিকল্পনা কমিশন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, আইসিআরসি, জিআইজেড ইত্যাদি।	--
২	১৩৪ জন	৩০৪ জন	১০৬ জন	৪২ জন

কারা বিভাগে প্রথমবারের মত Prison Population Statistics, 2017 প্রকাশনা

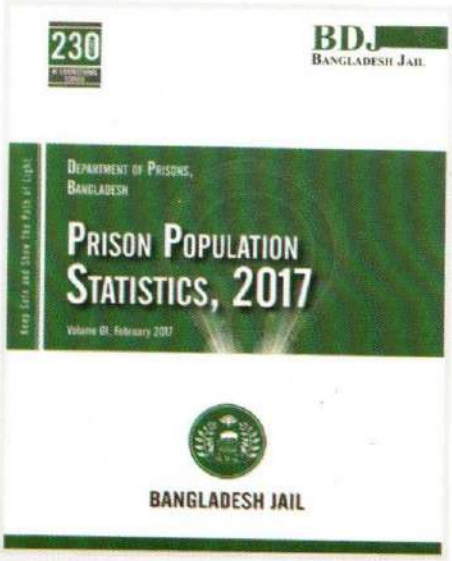

নতুন সংযোজিত নিরাপত্তা সরঞ্জাম

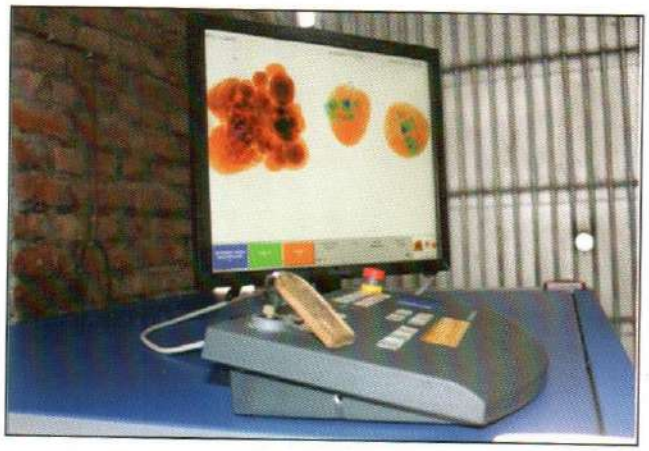

কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার পার্ট-১ এ Luggage Scanner দিয়ে বন্দিদের মালামাল মনিটরিং করা হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু কারা স্মৃতি যাদুঘর পরিদর্শনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও পরিবারের সদস্যগণ

জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

৪৯ তম কারারক্ষী-মহিলা কারারক্ষী মৌলিক প্রশিক্ষণ এর পাসিং আউট প্যারেড

কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে কারা কর্মকর্তাদের রিফ্রেশার্স কোর্স - ২০১৭

৪৯ তম কারারক্ষী-মহিলা কারারক্ষী মৌলিক প্রশিক্ষণ এর পাসিং আউট প্যারেড

পাসিং আউট প্যারেড সালাম গ্রহণ করছেন জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ।

পাসিং আউট প্যারেড পরিদর্শন করছেন জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ।

বন্দিদের প্রশিক্ষণ ঃ

দেশের কারাগারসমূহে আটক সাজাপ্রাপ্ত বন্দিরা সাজা ভোগ শেষে অপরাধমুক্ত থেকে ভবিষ্যতে সমাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে ২১৫০ জন কয়েদী বন্দিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন স্কুলে বন্দিদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ

কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার পার্ট-২ এ বন্দিদের পাওয়ারলুম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ।

কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারপার্ট-২ এ বন্দিদের বেকারি কাজে প্রশিক্ষণ

সিংহাসন চেয়ার তৈরিরত বন্দিগণ।

কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার পার্ট-২ এ বন্দিদের গার্মেন্টস প্রশিক্ষণ গ্রহণ।

প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন স্কুলে বন্দিদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ

গার্ডেন চেয়ার তৈরি করা হচ্ছে।

ফ্রিজ ও এসি মেরামত প্রশিক্ষণ।

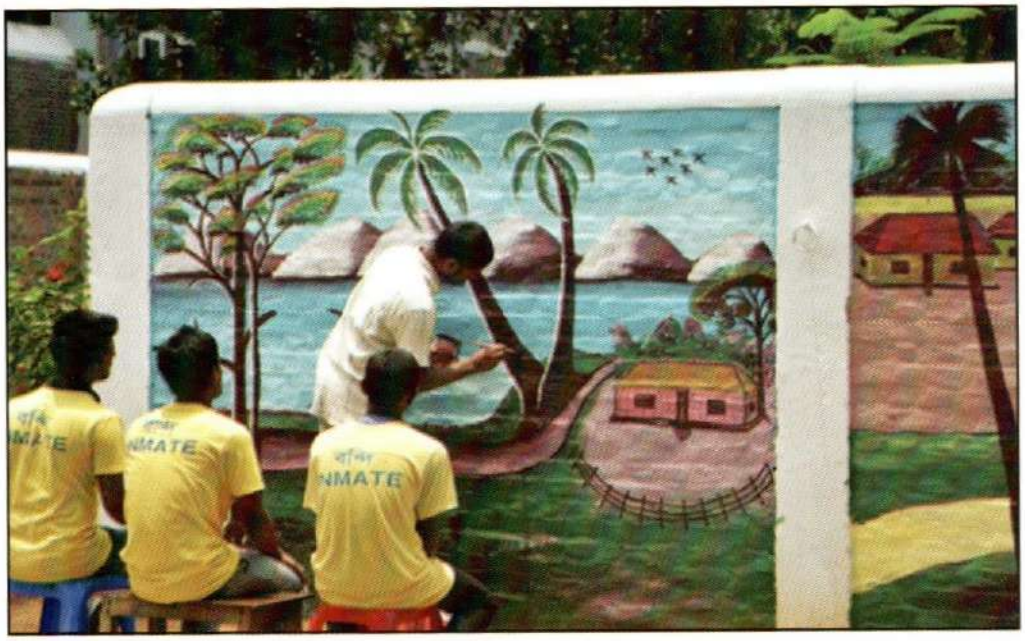

বন্দিদের চিত্রশিল্প, কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার পার্ট-২।

১৭. উলেখযোগ্য অপারেশন (কার্যক্রম) এর বর্ণনা

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জের বন্দি স্থানান্তর ও প্রসাশনিক কার্যক্রম চালু

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জে একের পর এক প্রিজন ভ্যানে করে বন্দিদের প্রবেশ।

নতুন কারাগারে সুশৃঙ্খলভাবে বন্দিদের প্রবেশ

বঙ্গবন্ধু এবং জাতীয় চার নেতার দুর্লভ আলোকচিত্র নিয়ে কারাগারের ভেতরে প্রথম আলোকচিত্র প্রদর্শনী "সংগ্রামী জীবন গাঁথা"

"সংগ্রামী জীবন গাঁথা" উপলক্ষে মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে ফুল দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন কারা মহাপরিদর্শক।

"সংগ্রামী জীবন গাঁথা" অনুষ্ঠানে ২২৮ বছর পর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ঠিকানা বদলের স্মারক প্রদান করা হচ্ছে।

"4th Asia Pacific Regional Correctional Managers' Conference" 16-19 May, 2017

"4th Asia Pacific Regional Correctional Managers' Conference" 16-19 May, 2017
এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় বক্তব্য দিচ্ছেন।

"4th Asia Pacific Regional Correctional Managers' Conference" 16-19 May, 2017
উপলক্ষ্যে মাননীয় সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মহোদয় বক্তব্য দিচ্ছেন।

"4th Asia Pacific Regional Correctional Managers' Conference" 16-19 May, 2017

"4th Asia Pacific Regional Correctional Managers' Conference" 16-19 May, 2017
উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণসহ গ্রুপ ছবি।

"4th Asia Pacific Regional Correctional Managers' Conference"
এ অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিগণ কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারের "ডে কেয়ার সেন্টার" পরিদর্শন।

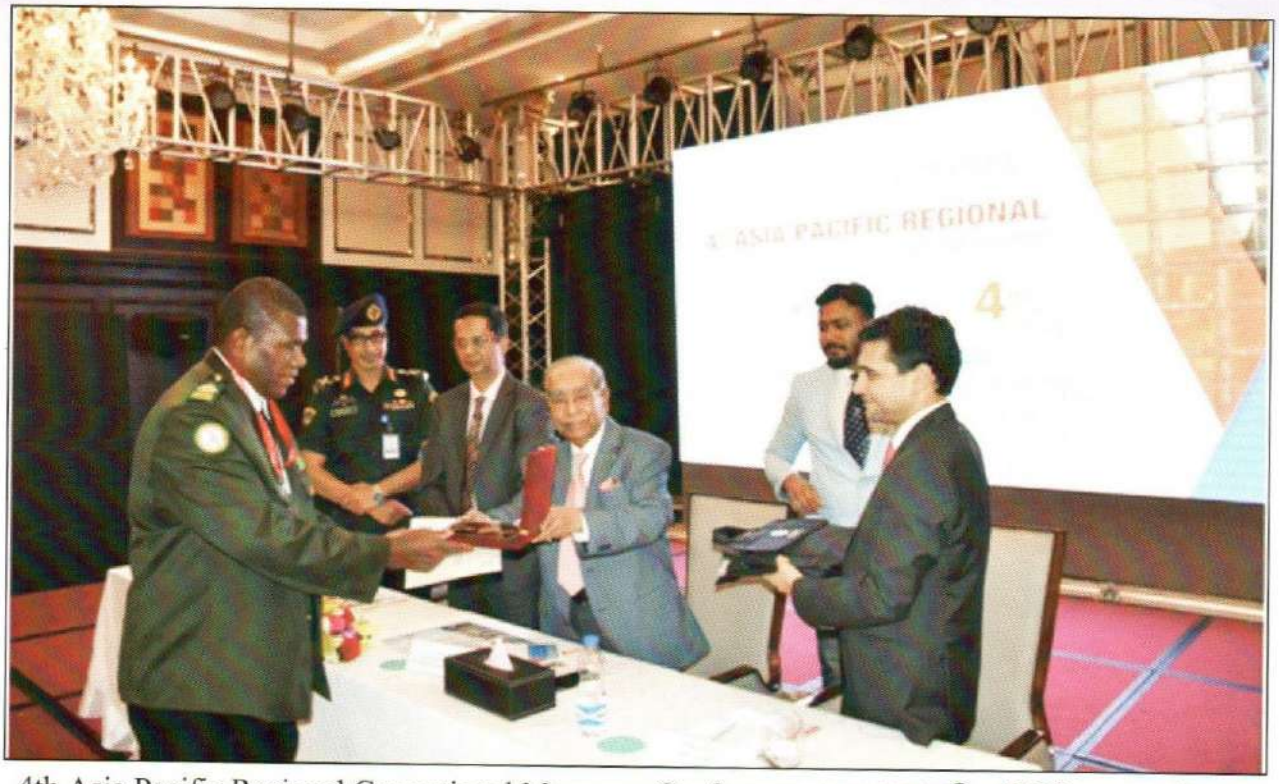

4th Asia Pacific Regional Correctional Managers Conference এ অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিগণকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব এইচ টি ইমাম, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা।

"4th Asia Pacific Regional Correctional Managers Conference" 16-19 May, ২০১৭ সমাপনী বক্তব্য দিচ্ছেন মাননীয় সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশে প্রথমবারের মত অধিক নিরাপত্তা সংবলিত ওয়েব বেজড প্রিজন ভ্যান উদ্বোধন (১৯-০১-২০১৭)

সিনিয়র জেল সুপার এর অফিস থেকে ওয়েব বেজড প্রিজনভ্যানের অভ্যন্তরে থাকা আসামীদের অবস্থান মনিটরে অবলোকন করছেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

কারাভ্যন্তরে আইনগত সহায়তা বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে প্যারালিগ্যাল এইড ক্লিনিক (পিএলসি) পরিচালনা করছেন।

কারা সপ্তাহ-২০১৭ উদযাপন

বেলুন উড়িয়ে কারা সপ্তাহ/২০১৭ এর শুভ উদ্বোধন করছেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

কারা সপ্তাহ ২০১৭ উপলক্ষ্যে প্যারেড পরিদর্শন করেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ।

কারা সপ্তাহ-২০১৭ উদযাপন

কারা সপ্তাহ/২০১৭ উপলক্ষ্যে কারা কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ।

কারা সপ্তাহ/২০১৭ উপলক্ষ্যে কারারক্ষীগণ কর্তৃক শারীরিক কসরত প্রদর্শনী।

কেন্দ্রীয় প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র, কাশিমপুর কারা কমপ্লেক্স

কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার পার্ট-২ এ বন্দি কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রশিল্প- মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পরিদর্শন করছেন।

কাশিমপুর কারা কমপ্লেক্সে অবস্থিত কেন্দ্রীয় প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রে বন্দি কর্তৃক তৈরিকৃত কার্পেট পরিদর্শন করছেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারে মায়ের সাথে অবস্থানরত শিশুদের বিনোদনের জন্য স্থাপিত ডে-কেয়ার সেন্টার ও শিশু পার্ক 'আনন্দভুবন' এর শুভ উদ্বোধন

কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারে শিশুদের বিনোদনের জন্য আনন্দ ভুবন এর উদ্বোধন করেন মাননীয় সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

আনন্দ ভুবনে খেলাধূলায় অংশগ্রহণরত মায়ের সাথে শিশুরা

কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারে ডে-কেয়ার সেন্টারে শিশুদের হাতে বিভিন্ন রকম খাবার তুলে দিচ্ছেন মার্কিন রাষ্ট্রদুত।

১৩ তম জাতীয় সামার অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা - ২০১৭ তে ৪টি সোনা, ৩টি রূপা ও ৪টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জনের মাধ্যমে ৩য় স্থান অধিকার করে কারা বিভাগ

প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের সাথে কারা মহাপরিদর্শক ও অতিরিক্ত কারা মহা পরিদর্শক

প্রথমদিন সাইফুল-সোহাগীর

১৮. অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমের বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ জেল পোষাক নীতিমালা ২০১৬' বাস্তবায়িত হয়েছে এবং প্রথমবারের মত সর্বস্তরের কারা কর্মকর্তাগণ পোষাক পরিধান করছেন;
- কারা বিভাগের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো Prison Population Statistics প্রকাশ করা হয়েছে;
- জেল সুপার, সিনিয়র জেল সুপার, কারা উপ-মহাপরিদর্শক, অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক, কারা মহাপরিদর্শক পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তাদের বিভাগীয় ব্যাংক ব্যাজ পরিধানের বিষয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে;
- নিয়োগ প্রক্রিয়া অধিকতর স্বচ্ছ এবং আবেদন প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও চাকুরি প্রার্থীদের ভোগান্তি লাঘবের নিমিত্ত এসএমএস এর মাধ্যমে ইতোমধ্যে কারারক্ষী নিয়োগ ২০১৭ এর আবেদন জমা নেয়া হয়েছে;
- কক্সবাজার জেলার উখিয়ায় দেশের প্রথম Open Prison নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;
- দেশের কারাগারগুলোতে লাগেজ স্ক্যানার, আর্চওয়ে মেটাল ডিটেক্টর, ওয়াকিটকিসহ বিভিন্ন নিরাপত্তা সরঞ্জাম ও উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। প্রতিটি কারাগারে এ সংক্রান্ত একটি করে নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষণ কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে;
- দেশের প্রতিটি কারাগারে একটি করে মহিলা কারারক্ষী ব্যারাক নির্মাণ করার কাজ শুরু হয়েছে;
- সুষ্ঠুভাবে প্রহরা কার্য পরিচালনার জন্য দেশের প্রত্যেকটি কারাগারে নিরাপত্তা ছাউনি নির্মাণ করা হয়েছে;
- কারারক্ষীদের সুষ্ঠু প্রশিক্ষণের জন্য দুই খন্ডে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রকাশ করা হয়েছে;
- কারা বিভাগের খেলোয়াড় কারারক্ষীদের নিয়ে গঠিত টিম জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে;
- নিয়মিত কৃতি খেলোয়াড়দের প্রণোদনা এবং সংবর্ধনা প্রদান করা হচ্ছে;
- বন্দিদের যাতায়াত নিরাপদকরণের স্বার্থে কারা বিভাগে ২ টি ওয়েব বেইজড ডিজিটাল প্রিজন ভ্যান চালু করা হয়েছে;
- মায়ের সাথে অবস্থানরত শিশুদের নিরাপদ প্রতিপালনের জন্য কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার সহ ৮ টি কারাগারে ইতোমধ্যে ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করা হয়েছে;
- কারা অধিদপ্তরে ICT Cell খোলা হয়েছে;
- কারা হাসপাতালে বন্দিদের গোপনীয় স্বাস্থ্য তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য সুষ্ঠু মেডিক্যাল রেকর্ড কিপিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত পাইলট প্রকল্প আইসিআরসির সহযোগিতায় টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে;
- বন্দির আত্মীয়-স্বজন ও সাধারণ জনগণকে সেবা প্রদানের নিমিত্ত ফেসবুকে Bangladesh Prison নামে একটি অফিসিয়াল পেজ খোলা হয়েছে। কারা মহাপরিদর্শক উক্ত পেজ এ দাখিলকৃত অভিযোগসমূহ পর্যবেক্ষণ ও নিষ্পত্তি করে থাকেন;
- মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত ৩ জন অপরাধীর মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়েছে;
- কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তরিত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে গ্যাস সংকট সমাধানের লক্ষ্যে একটি সিএনজি স্টেশন স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বন্দিদের উৎপাদিত পণ্য থেকে ৫০% লভ্যাংশ বন্দিদেরকে প্রদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে;
- ই-ফাইলিং ও ই-জিপি চালু করা হয়েছে;
- কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং কারা একাডেমির জনবল সৃজনসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম এগিয়ে চলছে;
- ৫ম বারের মতো কারা বার্তা ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয়েছে।

১৯. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বর্ণনা ঃ

ক) স্বল্প মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা (২০১৭-২০১৯) ঃ

১) স্থানান্তরের মাধ্যমে সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ;
২) ঢাকা মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ;
৩) সিডরে ক্ষতিগ্রস্থ বরগুনা, বরিশাল, পটুয়াখালী এবং ঝালকাঠি জেলা কারাগার পুনঃ নির্মাণ;
৪) কক্সবাজার, সিরাজগঞ্জ এবং নবাবগঞ্জ জেলা কারাগারে ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি;
৫) মুক্তি প্রাপ্ত বন্দিদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ স্কুল প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হতে অনুমোদন গ্রহণ;
৬) বর্তমান জনবল (ট্রেইনার) থেকে প্রশিক্ষণ পরিচালনাকরণ;
৭) কারাগারের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণ আয়োজনকরণ;
৮) বন্দিদের জন্য আচরণ সংক্রান্ত কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণ আরম্ভকরণ;
৯) জেল কোড এবং প্রিজনস এ্যাক্ট সংশোধনকরণ;
১০) সরকার ও এনজিও এর সহায়তায় বন্দি মুক্তির পর পুনর্বাসনে ফলো আপ করার কো-অর্ডিনেশন প্রোগ্রাম চালুকরণ;
১১) প্রথম পর্যায়ে সকল কেন্দ্রীয় এবং বৃহৎ জেলা কারাগারে বন্দি পুনর্বাসন প্রোগ্রাম চালুকরণ;

১২) দ্বিতীয় পর্যায়ে সকল জেলা কারাগারে বন্দি পুনর্বাসন প্রোগ্রাম চালুকরণ;
১৩) মুক্তি প্রাপ্ত বন্দিদের জন্য প্রতিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে একটি করে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ স্কুলের শাখা চালুকরণ;
১৪) রাজশাহীতে কারা ট্রেনিং একাডেমি নির্মাণ;
১৫) ট্রেনিং একাডেমি এবং স্টাফ কলেজের জনবল এর অনুমোদন গ্রহণ;
১৬) কারা কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের পদমর্যাদা ও গ্রেড উন্নীতকরণ;
১৭) কারা কর্মকর্তাদের দেশে এবং বিদেশে ট্রেনিং প্রদান;
১৮) পেরিমিটার ওয়াল ১৮ ফুট উঁচুকরণ;
১৯) প্রতিটি কারাগারে ওয়াকি টকি সিস্টেম চালুকরণ;
২০) প্রতিটি কারাগারে সিসিটিভি এবং আর্চওয়ে মেটাল ডিটেকটর সংযোজন;
২১) অবশিষ্ট সকল কেন্দ্রীয় কারাগারে পার্সোনাল স্ক্যানার এর সংযোগ প্রদান এবং আরও ৭টি জেলা কারাগারে (নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর, কক্সবাজার, বগুড়া, খুলনা, দিনাজপুর এবং নরসিংদী) পার্সোনাল স্ক্যানার প্রদান;
২২) যে সকল কারাগারে ওয়াচ টাওয়ার এবং সার্চ লাইট নেই, সেগুলোতে ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ এবং লাইট সংযোজনকরণ;
২৩) প্রতিটি কারাগারের জন্য রায়ট কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট ক্রয়করণ;
২৪) কারাগারের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে মেডিকেল অফিসার পদায়নকরণ;
২৫) সকল কেন্দ্রীয় কারাগারে জন্য আধুনিক মেডিকেল ইকুইপমেন্ট ক্রয়;
২৬) সকল কারাগারের জন্য হাসপাতাল বেড ক্রয়;
২৭) কারাগারের হাসপাতালের জন্য ক্লিনিক্যাল ফিজিওলিস্ট নিয়োগ;
২৮) বন্দিদের জন্য কাউন্সিলিং প্রোগ্রাম চালুকরণ;
২৯) বন্দিদের জন্য কাউন্সিলিং, ড্রাগ ও মানসিক স্বাস্থ্য চিকিৎসা চালুকরণ;
৩০) নেশায় আসক্ত বন্দি চিহ্নিতকরণে এবং ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে জেল স্টাফ এবং মেডিকেল স্টাফদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
৩১) ২০১৭ সালের মধ্যে কারাগারের বন্দি এবং স্টাফদের ডাটাবেজ তৈরিকরণ;
৩২) ২০১৮ সালের মধ্যে আইসিটি স্টাফ এর ব্যবস্থাকরণ;
৩৩) ২০১৯ সালের মধ্যে ৬ ডিভিশন হেড কোয়ার্টার নির্মাণ;
৩৪) সকল কারাগারে মহিলা কারারক্ষীদের জন্য আবাসন নির্মাণ;
৩৫) ২০১৬-২০১৯ সালের মধ্যে অফিস ম্যানেজমেন্ট এবং ফাইল সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

খ) মধ্য মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা (২০১৭-২০২২) ঃ

১) স্থানান্তরের মাধ্যমে খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ;
২) ৩ জেলা কারাগার অবকাঠামো উন্নয়ন (পিরোজপুর, মাদারীপুর ও ফেনী জেলা কারাগার) এবং ২ টি জেলা কারাগারে অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ (সুনামগঞ্জ এবং কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগার);
৩) ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ;
৪) স্থানান্তরের মাধ্যমে ঠাকুরগাঁও এবং নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ;
৫) ৩ পার্বত্য জেলা (খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান) কারাগার পুনঃ নির্মাণ;
৬) জামালপুর, ফরিদপুর এবং পাবনা জেলা কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ;
৭) মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের পুনঃ অপরাধ হ্রাসকল্পে ফলোআপ প্রোগ্রাম পরিচালনার প্রকল্প তৈরিকরণ;
৮) ঢাকা প্রিজন স্টাফ কলেজ নির্মাণ করা;
৯) কারা কর্মকর্তাদের দেশে এবং বিদেশে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, জেল ম্যানেজমেন্ট, কম্পিউটার লিটারেসি এবং অফিস ম্যানেজমেন্ট, সন্ত্রাস প্রতিহতকরণ, গুড প্রিজন ম্যানেজমেন্ট, জেল সিকিউরিটিসহ বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং প্রদান;
১০) কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের ২০০ বেডের হাসপাতাল পূর্ণাঙ্গ চালুকরণ;
১১) কারাগারের জন্য এ্যাম্বুলেন্স ক্রয়;
১২) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্পের ক্যাম্পাসে ২০০ বেডের হাসপাতাল নির্মাণ;
১৩) সকল জেলা কারাগারে বন্দিদের জন্য ফোন বুথ স্থাপন;
১৪) বিভিন্ন কারাগারে স্টাফ কোয়াটার নির্মাণ এবং বিভিন্ন কারাগারে কারারক্ষি ব্যারাক নির্মাণ;
১৫) ই-ফাইলিং সিস্টেম এবং ই-টেন্ডারিং চালুকরণ;
১৬) কারা অধিদপ্তরের সকল স্টাফ এবং বন্দিদের ডাটাবেজ তৈরি;
১৭) ২০১৬-২০২০ সালের মধ্যে কারা অধিদপ্তর এবং বিভাগীয় সদর দপ্তর স্টাফ উন্নতকরণ।

গ) দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা (২০১৭-২০২৫) ঃ

১) রাজশাহী, যশোর, রংপুর এবং কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ;
২) বগুড়া, নোয়াখালী এবং কুড়িগ্রাম জেলা কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ;
৩) প্রিজন স্টাফ কোর্স চালুকরণ;
৪) আধুনিক নিরাপত্তা যন্ত্রপাতিও ইকুইপম্যান্ট সংগ্রহের মাধ্যমে কারাগারের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
৫) সকল কেন্দ্রীয় কারাগারে এবং ৭টি জেলা কারাগারে (নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, কক্সবাজার, বগুড়া, খুলনা, দিনাজপুর এবং নরসিংদী) অত্যাধুনিক ডিজিটাল মনিটরিং ব্যবস্থা চালুকরণ।